

বসুক ।

অর্থঃ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় ।

(ভারতে প্রাচীন বৈশ্য-বণিক ।)

শ্রীমদনমোহন হালদার কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত ।

প্রথম ভাগ ।

প্রত্যক্ষকামুমানক শাস্ত্রক বিবিধাগমঃ ।

ভ্রমঃ সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

মুদ্র, ১২।১০৫ ।

BASUKA,

OR

THE DETERMINATION AND EXPOSITION OF THE
CASTE OF WHICH 'BASAKA' IS THE INITIAL
PATRONYMIC NAME.

(The Merchants in Ancient India.)

BY

MADANMOHAN HALDAR.

PART I.

Calcutta:

PRINTED BY I. C. BOSE & Co., STANHOPE PRESS, 249, BOW-BAZAR
STREET, AND PUBLISHED BY THE AUTHOR.

1895.

[All Rights Reserved.]

শ্রীশ্রীহরি ।

উৎসর্গ-পত্র ।

কলত্রীশ-গোত্রীয়

৮ যাদবেন্দু বসুক

(খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গুপ্তগ্রাম ছাড়িয়া মুকুন্দরাম
শেঠের সহিত গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন ।)

৮ নারায়ণচন্দ্র

৮ বলরামচন্দ্র হাওয়ালাদার

(১৭১ পৃষ্ঠা দেখুন ।)

৮ গোপীমোহন

(খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত অনারেবল্ ইফ্ ইণ্ডিয়া
কোম্পানী বাহাদুরের “ দাদনি-বণিক্ ” ছিলেন ।)

৮ কৃষ্ণচন্দ্র

৮ রামমোহন

৮ মধুসূদন

পিতৃদেবতা ত্রীচরণেশ্ব ।

পিতঃ ।

স্বজাতির প্রতি আপনকার পবিত্র ভাব দেখিয়া আমিও
স্বজাতি-বিষয়ক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই । সন ১২৭৪ অব্দের
জ্যৈষ্ঠী পৌর্নমাসীতে ত্রীত্রীজগন্নাথদেবের স্মানযাত্রার দিবসে
আপনকার স্বর্গলাভ হইলে, কিছুদিন পরে জাতিবিষয়ক বড়ই
আন্দোলন হইতে থাকে । আমিও তদবধি ঐ বিষয়ের অনু-
সন্ধানে ব্যাপৃত হই । এই গ্রন্থখানি আমার বহু পরিশ্রমের
ফল । স্বজাতির প্রতি আপনকার সেই পবিত্র ভাবের স্মরণার্থ
অদ্য ত্রীপঞ্চমীতে বসুক সম্প্রদায়ের করকমলে এই গ্রন্থখানি
সমর্পণ করিলাম । ইতি সন ১৩০১ সাল, ১৮ই মাঘ ।

বশংবদ সেবকানুসেবক

শ্রীমদনমোহন বসুক-হাওয়ালাদার ।

বিজ্ঞাপন ।

“বন্ধক” গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। যে জাতি অপরাপর উপাধি সত্ত্বেও একমাত্র “বসাক” উপাধি দ্বারা সর্বত্র পরিচিত, সেই জাতির বিষয় এই গ্রন্থে কিছু কিছু বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তি, বা কোন জাতির প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় উপলক্ষেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। বসাকেরা বৈশ্য,—এক্ষণে ব্রাহ্মণ। আবহমান বসাকে বসাকেই বিবাহ কর্তব্য সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। তন্তুবায় ও বসাকে বিবাহ কর্তব্য ইতি-পূর্বে কস্মিন্ কালে কোন স্থানীয় কোন শ্রেণীয় বসাকদিগের মধ্যে কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। তন্তুবায় ও বসাকদিগের পরস্পর বৃত্তিগত ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সমাজে বসাকদিগের তন্তুবায় আখ্যা হয়। ঐ আখ্যা খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর নহে। এক্ষণে এরূপ অমূলক আখ্যাটী আর চলিতে দেওয়া উচিত হয় না, উহা নিবারণ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। অপিচ, দশ বার বৎসর হইল, বাঙ্গালায় শ্রীলঙ্কীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জাতির জাতি-বিষয়ক গ্রন্থসঙ্কলনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অতএব এক্ষণে বসাকদিগের জাতি বিষয়ে পরিচয় দেওয়াও আবশ্যিক। আমি এই সকল কারণ উপলক্ষ করিয়া বিশ বৎসর হইল বসাকদিগের জাতিবিষয়ক সমালোচনায়

প্রবৃত্ত হই। সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপক অনুসন্ধানের ফল আমি এক্ষণে সাধারণের সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে যেরূপ সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য না হউক, কিন্তু যদি ইহাতে পাঠকবর্গ বিচার্য্যমাণ বিষয়-গুলির সম্যক্ অনুসন্धानে প্রোৎসাহিত হন, তাহা হইলে সময়-ক্ষেপ, ব্যয় ও পরিশ্রমের জন্য আমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থের এই ভাগে প্রধানতঃ একটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে “বস্ত্রক” শব্দ বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। বস্ত্রকেরাই বস্ত্র-বাণিক্ ছিলেন, এবং বস্ত্র ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যোও তাঁহাদের বাণিজ্য চলিত। এখন-কার “বসাক” উপাধি আদিতে বস্ত্রক ও তৎপরে “বসক” ছিল। বস্ত্রক শব্দ এইরূপে কালে বিকৃত হইয়া এক্ষণে বসাক আকারে পরিণত হইয়াছে। বসাকেরা জাতিতে তন্তুবায় নহেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য। তাঁহাদের এখন উপ-নয়নাদি সংস্কার আবশ্যক কি না বিবেচ্য।

কলিকাতা,
ইং ১৮৯৫ সাল,
৩১শে জানুয়ারি।

}

শ্রীমদনমোহন হালদারস্য

বসুক ।

অর্থাৎ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় ।

প্রথম ভাগ ।

অধ্যায়ক্রমে সূচীপত্র ।

নির্ধাৰ্ণ	পত্রাঙ্ক ।
বৰ্ণচতুষ্টয় ও বৰ্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং বৃত্তিবিষয়ে মনুর মত	১
বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি	৮
বস্ত্র-বয়ন শূদ্রের বৃত্তি, অর্থাৎ তন্তুবায়েরা শূদ্র	২০
বৈশ্যের পাতিত্বের কারণ ও সময়	২৪
ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি	২৮
বসাকেরা বৈশ্য ও তাঁহাদের উপাধি “বসুক”	৩৫
উপসংহার	১২৯
পরিশিষ্ট—	
“কুমী” দেশের অধিষ্ঠানভূমি বিষয়ে বিচার	১৩৪
কবিকঙ্কণচণ্ডীকাব্যের রচনার সময়	১৩৫
কলিকাতায় হুদ্রীবন	১৪০
কলিকাতার আয়তন ও বিভাগ	১৫৯
“কলিকাতা” শব্দের ব্যুৎপত্তি	১৮১
ইংরাজ-বণিকদিগের প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন নতালুটা গ্রামের অন্তর্গত ডিহি-কলিকাতায় কুটী- সংস্থাপনের কারণ বিষয়ে সমালোচনা	১৯২
টিপ্পনী	২১৮

প্রথম ভাগ সমাপ্ত ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
৭	৩	বিজন্ম	বিজন্মা
১৭	৮	তখন খৃষ্টীয়	তখন, অর্থাৎ খৃষ্টীয়
৩২	১৯	ধনসঞ্চয়ে	ধনসঞ্চয়
৪৯	৯	কণাট	কর্ণাট
৫৩	২৯	Sheba (Saba)	Sheba (Saba) *
৫৩	৩৩	উল্লিখিত	* উল্লিখিত
৫৪	২	সাক্ষীস্বরূপ	সাক্ষিস্বরূপ
৫৪	২৬	পূর্বসীমা	পশ্চিম সীমা
৫৫	৫	বিংশতি	বিংশতিশত
৭০	১৬	“সুখাধার”	“সুকোটি”
৭১	১২	প্রায়োদ্বীপ	প্রায়োপদ্বীপ
৭২	৫	নষ্টাবশেষ	নষ্টাবশেষ
৭৫	৮	তত্ত্বতৎকর্ম্মাদিগের	তত্ত্বতৎকর্ম্মাদিগের
৭৯	২৮	জাতিরও	জাতিরও
৮৪	২২	যাতায়াতে	যাতায়াতের
৮৭	২৪	Torjan	Trojan
১০২	২৮	প্রাদান	প্রদান
১২৮	১	সাব্যস্ত	সাব্যস্ত
১৩৪	৫	an dis	and is
১৪১	১৫	অমুগাঙ্গ	অমুগাঙ্গ
১৫০	১৫	উলুবেড়িয়ায়	উলুবেড়িয়ায়
১৫১	১১	3063	30.63
১৬০	২৩	ত্রক্	ত্রক্
১৬১	১২	পরও	পর ও
১৬৬	১৯	শিমুলিয়া	শিমুলিয়া
১৮৬	২৬	লইলেন	লইতেন
২০৪	২৮	শ্রেষ্ঠ-উপাধি-বিশিষ্ট	শ্রেষ্ঠা-উপাধি-বিশি
২০৬	৫	আরঙ্গ	আড়ঙ্গ
২০৬	১৮	২০০	২০৫

শ্রীশ্রীহরি ।

বসুক ।

অর্থাৎ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় ।

প্রথম ভাগ ।

বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং বৃত্তি বিষয়ে মনুর মত ।

শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু সর্বশ্রেষ্ঠ ।
তঁাহার ব্যবস্থা হিন্দুমাত্রের শিরোধার্য্য । তঁাহার প্রাধান্য ও
প্রাচীনত্ব বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে । অধস্তন শাস্ত্র-
কারেরা তঁাহার স্মৃতির আদর্শে আপনাপন শাস্ত্রগুলি প্রণয়ন
করিয়াছেন । তঁাহার প্রাধান্য বিষয়ে বৃহস্পতি কহিয়াছেন—

“বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ ।

মম্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে ॥

তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ ।

ধর্ম্মার্থমোকোপদেষ্টা মনু র্যাবন্ন দৃশ্যতে ॥”

অর্থ । মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব
মনুর স্মৃতিই প্রধান । মম্বর্থ-বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত

নহে। যাবৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়, তাবৎ সকল শাস্ত্র, তর্ক ও ব্যাকরণ শোভা পাইয়া থাকে।

মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাই প্রাচীন ও প্রধান, এবং সর্বত্রই অবনত মস্তকে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্বর্থানু-কূল স্মৃতি মাত্রেরই অর্থ সঙ্গত;—তদ্বিরুদ্ধে ব্যাকরণাদি-বিষয়ক তর্ক নিষ্ফল।

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও রুত্তি বিষয়ে যাহা মনুর মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

“লোকানাস্ত বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥” ৩১ ॥

অর্থ। সেই প্রজাপতি ভুলোকাদির রুদ্ধির নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু ও পাদদ্বয় হইতে, যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। বেদে যেরূপ, মনু-সংহিতাতেও বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বিষয়ে সেইরূপ। বেদে বলে —

“ব্রাহ্মণোহশু মুখমাসীদ্ বাহু রাজশুঃ কৃতঃ।

উরু র্যদশু তদবৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥”

(ঋগ্বেদ, পুরুষ সূক্ত।)

অর্থ। ব্রাহ্মণ ইহাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় ইহাঁর বাহুদ্বয়, ইহাঁর যে উরুদ্বয় সেই বৈশ্য, শূদ্র ইহাঁর পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম। অতঃপর বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা সমালোচনা করিব। মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ; যথা,—

“ সৰ্ব্বস্যাস্য তু সৰ্গস্ত গুপ্তার্থঃ স মহাত্মাতিঃ ।

মুখবাহুকপজ্ঞানাং পৃথক্ কৰ্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিকৃ ক্ত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ ।

বাগিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্ত কৃষিমেব চ ॥ ৯০ ॥

একমেব তু শূদ্রস্ত প্রভুঃ কৰ্ম্ম সমাদিশৎ ।

এতেষামেব বর্ণানাং গুপ্তার্থানস্থয়য়া ॥” ৯১ ॥

অর্থ। মহাতেজস্বী সেই ব্রহ্মা এই সমস্ত সৃষ্টির রক্ষার্থ যথাক্রমে, তাঁহার মুখ-বাহু-উরু ও পাদোৎপন্ন, ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পৃথক্ পৃথক্ কৰ্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

তিনি ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ; ক্ত্রিয়দিগের পক্ষে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ; এবং বৈশ্যদিগের পক্ষে পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাগিজ্য, কুসীদ ও কৃষিকৰ্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন ॥ ৮৮—৯০ ॥

শূদ্রদিগের পক্ষে প্রভু একমাত্র এই কৰ্ম্ম আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা অদ্বী-বিহীন হইয়া এই তিন বর্ণের . গুপ্তার্থা করিবে ॥ ৯১ ॥

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্কয়ের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম। অতঃপর দেখিতে পাই যে, তাঁহার ব্যবস্থায় বর্ণচতুষ্কয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই দ্বিজ, শূদ্র দ্বিজ নহে; যথা, মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে —

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥” ৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই দ্বিজ, অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র, এক-জাতি, অর্থাৎ তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই। এই চারি বর্ণ-ব্যতীত পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।

অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরও উপনয়ন-সংস্কার আছে, এবং তাঁহাদের ন্যায় ইহাঁরও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকার আছে।

বর্ণচতুষ্কয়ের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর ব্যবস্থা উপরে সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে নিম্ন-নির্দিষ্ট তালিকা অবলম্বনে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থার সমালোচন হইবে।

সঙ্কর-জাতির নাম।	পিতা কোন্ জাতীয়।	মাতা কোন্ জাতীয়।	সঙ্কর-জাতির বৃত্তি।	তত্ত্ব ব্যবস্থা-বিষয়ক মহু-সংহিতার অধ্যায় ও শ্লোক।
অশ্বর্ষ,	...	বৈশ্য,	চিকিৎসা বৃত্তি,	১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক।
নিষাদ বা পারশব,	...	শূদ্রা,	মৎস্য-বধ বৃত্তি,	ঐ ৮ "
উগ্র,	...	ঐ,	গোধানির বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ৯ "
হত,	...	ব্রাহ্মণী,	অশ্ব-সারথ্য বৃত্তি,	ঐ ১১ "
বৈশমহ,	...	ঐ,	অস্ত্র-পুর-রক্ষা বৃত্তি,	ঐ ১১ "
মাগধ,	...	কৃত্রিয়া,	"বণিকপথঃ,"	ঐ ১১ "
চতাল,	...	ব্রাহ্মণী,	...	ঐ ১২ "
কড়া,	...	কৃত্রিয়া,	গোধানির বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ১২ "
আয়োগরু,	...	বৈশ্য,	কাষ্ঠ-তক্ষণ বৃত্তি,	ঐ ১২ "
আবৃত,	...	উগ্রা,	...	ঐ ১৫ "
আভীর,	...	অশ্বর্ষা,	...	ঐ ১৫ "
ধিথুণ,	...	আয়োগরু,	চর্ম-নির্মাণ বৃত্তি,	ঐ ১৫ "
পুকস,	...	নিষাদ,	গোধানির বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ১৮ "
কুছুটক,	...	শূদ্র,	...	ঐ ১৮ "
শুপাক,	...	কড়া,	...	ঐ ১৯ "

শঙ্কর-জাতির নাম।	পিতা কোন্ জাতীয়।	মাতা কোন্ জাতীয়।	শঙ্কর-জাতির বৃত্তি।	তত্ত্ব ব্যবস্থা-বিষয়ক মন্তু-সংহিতার অধ্যায় ও শ্লোক।
বেশ,	বৈদেহ,	অযষ্ঠা,	করতাল ও মুদঙ্গাদি বাদ্য বৃত্তি,	১০ অধ্যায় ১৯ শ্লোক।
ভূর্জকণ্টক,				
আবত্যা,				
বাটধান,	ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, ...	ব্রাত্য ব্রাহ্মণী,	ঐ ২১ "
পুপ্প,				
বা				
শৈব,				
বহ্ন,				
মহ্ন,				
নিচ্ছিব,				
নট,	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ...	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া,	ঐ ২২ "
করণ,				
খস,				
বা				
অবিড়,				

সুধাচার্য্য, কাক্ষ্য, বিজ্ঞা, মৈত্র, স্বাধ্বত,	...	ব্রাত্য বৈশ্য, ...	ব্রাত্য বৈশ্য্য,	ঐ	২৩	"
সৈরিঙ্ক,	...	দহ্য,	আয়োগবী,	...	ঐ	৩২	"
মৈত্রের,	...	বৈদেহ,	ঐ,	...	ঐ	৩৩	"
মার্গব, দাশ বা কৈবর্ত,	...	নিষাদ,	ঐ,	...	ঐ	৩৪	"
কারাবর,	...	ঐ,	বৈদেহী,	...	ঐ	৩৫	"
অঙ্ক,	...	বৈদেহ,	কারাবরী,	...	ঐ	৩৬	"
মোদ,	...	ঐ,	নিষাদী,	...	ঐ	৩৭	"
আহিণ্ডিক,	...	নিষাদ,	বৈদেহী,	...	ঐ	৩৮	"
পাণ্ডপাক,	...	চণ্ডাল,	ঐ,	...	ঐ	৩৯	"
সোপাক,	...	ঐ,	পুন্ডরী,	...	ঐ	৪০	"
অস্ত্যাবসারী,	...	ঐ,	নিষাদী,	...	ঐ	৪১	"
চুঙ্ক,	...	ব্রাহ্মণ,	বৈদেহকী,	...	ঐ	৪২	"
মদণ্ড,	...	ঐ,	উগ্র,	...	ঐ	৪৩	"

{ কেশরচন্দ্রাদি, পাশবন্ধন
{ দ্বারা মুগবধ, ইত্যাদি বৃত্তি,

{ প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া
{ নৃপতিদিগের স্তুতি পাঠ বৃত্তি,

" নৌকানুজীবনং,"

চন্দ্রক্ষেদন বৃত্তি,

পশু-হিংসা বৃত্তি,

ঐ,

...

বেণু-ব্যবহার বৃত্তি,

বধোর হনন বৃত্তি,

শ্মশান বৃত্তি,

পশু-হিংসা বৃত্তি,

ঐ,

...

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং
বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম।

বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি ।

পূর্ব প্রকরণে বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের বৃত্তি বিষয়
সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে,
“বণিক্-পথ” বৈশ্য ও মাগধ জাতির বৃত্তি। কিন্তু বৈশ্যের
বৃত্তিনির্দেশস্থলে ঐ শব্দটী ক্লীবলিঙ্গে, ও মাগধ জাতির বৃত্তি-
নির্দেশস্থলে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত। যদি লিঙ্গভেদে উহার
কোন অর্থ ভেদ না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে যে উভয় জাতির একই প্রকার বৃত্তি। কোন কোন
টীকাকার উভয় স্থলেই বণিক্-পথ শব্দের অর্থ বাণিজ্য
লিখিয়াছেন*। অতএব উভয় জাতিরই বৃত্তি বাণিজ্য ;—উভয়
জাতিই বণিক্। কিন্তু প্রথমটী মূলবর্ণ, দ্বিতীয়টী বর্ণ-সঙ্কর—
অর্থাৎ বৈশ্যের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাগধ জাতির
উৎপত্তি। বাণিজ্য বৈশ্যের ন্যায় মাগধ জাতির বৃত্তি হইলেও,
ভগবান্ মনুর একটী বিশেষ বিধি দ্বারা বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের
বৃত্তি বলিয়া অবধারিত আছে। মাগধ জাতির উহাতে কোন
অধিকার নাই।

* কুল্লুকভট্ট মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৯০ শ্লোকের ব্যাখ্যায়
বলিয়াছেন—“বণিক্পথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যম্”। তিনি আবার
উহার ১০ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—
“স্থলপথবাণিজ্যম্”।

বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, অপর কাহারো বৃত্তি নহে ;
এ কথা এত স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে, তাহা কোন
রূপে অন্য অর্থে বর্তিতে পারে না। আমরা এক্ষণে ঐ
শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মনু-সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে
লিখিত আছে ; যথা,—

“মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং ভাস্তবস্য চ।

গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্শবলাবলম্ ॥” ৩২৯ ॥

অত্র মেধাতিথিঃ। “লোহশব্দেন তাত্ৰায়স্কাংস্ত্রাণ্যাহ।
অর্ধবলাবলং ন্যূনতর্ঘস্য ন্যূনতাধিক্যে দেশকালাপেক্ষে কস্মিন্
দেশে ইদং মহার্ঘং কস্মিন্ বাপচিতার্ঘমেবং কালেহপি ॥”

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “কিঞ্চ মণীতি। মণিমুক্তাবিক্রম-
লোহবস্ত্রাণাং গন্ধানাং কপূঁরাদীনাং রসানাং লবণাদীনাং
উত্তমমধ্যমানাং দেশকালাপেক্ষয়া মূল্যোৎকর্ষাপকর্ষং বৈশ্যো
জানীয়াৎ ॥”

অর্থ। বৈশ্য মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাত্র, লোহ, কাংস্ত,
বস্ত্র, কপূঁরাদি-গন্ধদ্রব্য, এবং লবণাদি-রস, এই সকল দ্রব্যের
গুণভেদে ও দেশকালানুসারে মূল্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ
জানিবে।

বাণিজ্য সামান্যতঃ বৈশ্য ও মাগধ জাতির বৃত্তি হইলেও,
বস্ত্র বৈশ্যদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ। তাঁহারা দেশকালানু-
সারে ও দ্রব্যের গুণানুসারে বস্ত্রের মূল্য ধার্য্য করিবেন।
ভগবান্ মনু এই বিশেষ বিধিদ্বারা, বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের
বৃত্তি বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। ইহাতে মাগধ জাতির
কোন অধিকার নাই। কিন্তু ভগবান্ মনু আপৎকালে”

জীবিকা-নির্বাহের উপায়স্বরূপ উদ্ধৃতন বর্ণের পক্ষে অধস্তন বর্ণের বৃত্তিবেশাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বৈশ্যের এই নির্দিষ্ট বস্ত্র-বাণিজ্যে কোন উদ্ধৃতন বর্ণের কোন প্রকার অধিকার আছে কি না।

ভগবান্ মনুর ব্যবস্থায় আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, উভয় বর্ণই বণিক্ হইতে পারেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেরূপ অবস্থায় বৈশ্যের বিহিত বস্ত্র-বাণিজ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার দিয়াছেন ; যথা, মনু-সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ে—

“ইদম্ বৃত্তিবৈকল্যাত্তজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।

বিটপণ্যমুক্ততোদ্ধারং বিক্রয়ং বিভবর্জনম্ ॥” ৮৫ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “ইদম্ভিত্তি। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চাত্মীয়বৃত্তেরসমুত্তবে ধর্ম্মং প্রতি যথোক্তনিষ্ঠাতত্ত্বং ত্যজতা বৈশ্যেন যদ্বিক্রেতব্যং দ্রব্যজাতং তৎ বক্ষ্যমাণবর্জনীয়-বর্জিতং ধনবৃদ্ধিকরং বিক্রয়ম্ ॥” ৮৫ ॥

অর্থ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি আত্মবৃত্তির অভাবে ধর্ম্মের প্রতি যথোক্ত নিষ্ঠা রাখিতে না পারে, তবে বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি বর্জন করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যগুলির বিক্রয়ে জীবিকা করিবে ॥ ৮৫ ॥ *

* * * *

“সর্ব্বঞ্চ তাস্তবৎ রক্তং শাণক্ষৌণ্ডাবিকানি চ।

অপি চেৎ স্ত্যয়রক্তানি ফলমূলে তথৌষধী ॥” ৮৭ ॥

* ১০ম অধ্যায়ের ৮৬ সংখ্যার শ্লোকটী পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “সর্বমিতি। সর্বং তন্তু-
নির্মিতং বস্ত্রং কুশুম্বাদিনা রক্তং বর্জয়েৎ। শণক্ষুমাতন্তু-
ময়্যাবিকলোমভবানি চ যদ্যালোহিতান্যপি ভবেয়ুঃ তথাপি
ন বিক্রীণীত তথা ফলমূলগুড়ুচ্যাदीনি বর্জয়েৎ ॥” ৮৭ ॥

অর্থ। সকল প্রকার তন্তুনির্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হইলে,
শণনির্মিত, ও রেশমী ও পসমী বস্ত্র রক্তবর্ণ না হইলেও, এবং
ফলমূল ও গুলঞ্চলতা প্রভৃতি ওষধি সকল বর্জন করিবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আপংকালে ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয়ের বস্ত্র-বাণিজ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার আছে।
কিন্তু আপং কি অনাপং, কোন কালেই শূদ্রের উহাতে কোন
অধিকার নাই। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা। যদি
উহাতে তাহার জীবিকা না হয়, তবে যেরূপ শিল্পাদি কৰ্ম্ম
করিলে দ্বিজাতির শুশ্রূষা হয়, তিনি এরূপ কোন শিল্পাদি
কৰ্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর
শাসন এই ; মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

“অশক্লুবৎস্ত শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কৰ্ত্ত্বং দ্বিজয়নাম্।

পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবৎ কারককৰ্ম্মভিঃ ॥ ৯৯ ॥

যৈঃ কৰ্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষান্তে দ্বিজাতয়ঃ।

তানি কারককৰ্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥” ১০০ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “অশক্লুবমিতি। শূদ্রঃ দ্বিজাতি-
শুশ্রূষাং কৰ্ত্ত্বুমক্ষমঃ ক্ষুদ্রবসন্নপুত্রকলত্রঃ সুপকারাদীনাং
কৰ্ম্মভি জীবৎ ॥” ৯৯ ॥

“যৈরিতি। পূৰ্ব্বোক্ত কারককৰ্ম্মবিশেষাভিধানার্থ-
মিদম্। যৈঃ কৰ্ম্মভিঃ কৃতৈ দ্বিজাতয়ঃ পরিচর্য্যন্তে তানি

কারুককৰ্ম্মাণি তক্ষণাদীনি শিল্পানি চ চিত্রলিখিতাদীনি নানা-
প্রকারাণি কুর্য্যাৎ ॥” ১০০ ॥

অর্থ। শূদ্র যদি দ্বিজশুশ্রূষায় পুত্রদাদিদির ভরণ-
পোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তবে কারুকৰ্ম্মে জীবিকা-নির্ব্বাহ
করিবে ॥ ৯৯ ॥

কিন্তু যে কৰ্ম্ম করিলে দ্বিজাতির শুশ্রূষা হয়, তাহাকে
এরূপ কারু ও শিল্প কৰ্ম্ম করিতে হইবে ॥ ১০০ ॥

মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত্রে আপৎ কি অনাপৎ, কোন কালেই
শূদ্রের বস্ত্র-বাণিজ্য বিষয়ে কোন বিধি লক্ষিত হয় না। অত-
এব শূদ্র কখনই বস্ত্র-বণিক্ নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বের সঙ্কর-
জাতিসমূহের বৃত্তি-বিষয়ক সমালোচনায় দেখিয়াছি যে,
তাহাদের মধ্যে কাহারও বস্ত্র-বাণিজ্যে অধিকার নাই। অত-
এব তাহারা কখনই বস্ত্র-বণিক্ নহে। আপৎকালে ব্রাহ্মণ
ও ক্ষত্রিয়ের উহাতে কিছু অধিকার আছে, কিন্তু আপদন্তে
তাহাদের সে অধিকার থাকে না। অতএব আমরা এক্ষণে
নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের
মধ্যে বস্ত্র-বাণিজ্য কেবল বৈশ্যেরই বৃত্তি। বৈশ্যভিন্ন উহাতে
অপর কাহারো অধিকার নাই।

মহাদি-প্রাজাপত্যাদিকারকালে হিন্দুসমাজ এরূপ কঠোর
নিয়মে আবদ্ধ ছিল যে, তখন কেহ কখন উর্দ্ধতন বর্ণের
কৰ্ম্মে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না। তখন মানব-
ধৰ্ম্মশাস্ত্রের এতই প্রাদুর্ভাব ছিল যে, তখন কেহ কখন
আপন বর্ণগত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন উচ্চতর বর্ণের
কৰ্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিতেন না। তখন রাজা সততই

বৈশ্যকে বৈশ্যের কৰ্ম্ম, এবং শূদ্রকে শূদ্রের কৰ্ম্ম করাইতেন। তখন যদি কোন ব্যক্তি কোন উৰ্দ্ধতন বর্ণের কৰ্ম্ম করিতেন, রাজা তাহাকে নিঃস্ব করিয়া সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। আমরা নিম্নে এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর দুই একটা শাসন-বচনের সমালোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন; যথা, মনু-সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে—

“বাণিজ্যং কারয়েবৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।

পশুনাং রক্ষণৈকৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজান্নাম্ ॥” ৪১০ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “বাণিজ্যমিতি। বাণিজ্যকুসীদ-
কৃষিপশুরক্ষণানি বৈশ্যং কারয়েৎ শূদ্রঞ্চ রাজা দ্বিজাতীনাং
দাস্যং কারয়েৎ। অকুর্ব্বাণৌ বৈশ্যশূদ্রৌ রাজ্ঞো দণ্ড্যাবি-
ত্যেবমর্থোহয়মিহোপদেশঃ ॥”

অর্থ। রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, ধনাদির বৃদ্ধি, কৃষি
ও পশুপালন করাইবেন, এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির দাস্য
করাইবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ ইহার বৈপরীত্য
করিলে, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্ মনুর শাসন-
প্রণালীতে কেহ আপন বর্ণগত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে
পারিতেন না। যখন মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত্রের প্রাচুর্য্য ছিল, তখন
যদি কোন ব্যক্তি কোন উৰ্দ্ধতন বর্ণের কৰ্ম্ম করিবার প্রয়াস
করিতেন, রাজা তাহাকে নিঃস্ব করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া দিতেন। এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই যে,—
যথা, মনু-সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ে—

“যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেৎকুণ্ঠকৰ্ম্মভিঃ।

তৎ রাজা নির্দনং কৃপা ক্ষিপ্ৰমেব প্রবাসয়েৎ ॥” ৯৬ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ । “যো লোভাদিতি । যো নিকৃষ্ট-
জাতিঃ সন্ লোভাছুৎকৃষ্টজাতিবিহিতকৰ্ম্মতি জীবৎ তং রাজা
গৃহীতসৰ্ব্বস্বং কৃত্বা তদানীমেব দেশান্নিঃসারয়েৎ ॥”

অর্থ । যে ব্যক্তি অধম-জাতি হইয়া লোভবশতঃ
উৎকৃষ্ট-জাতির নির্দিষ্ট কৰ্ম্মে জীবিকা করে, রাজা তাহাকে
নিঃস্ব করিয়া শীঘ্রই দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন ॥

এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন
মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল, তখন শূদ্র অথবা
কোন সঙ্করজাতি কখনই বস্ত্র-বাণিজ্যরূপ বৈশ্যের বিহিত
কৰ্ম্মে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না । তখন বস্ত্র-বাণিজ্য
কেবল বৈশ্যেরই আয়ত্ত ছিল ;—উহা বৈশ্যতিন্ম অপর কোন
জাতির হস্তগত হয় নাই । মনু-সংহিতা পর্যালোচনা
করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, ভগবান্ মনুর এই অভিপ্রায়
যে, এক শ্রেণীর লোক দ্রব্যজাত নিৰ্ম্মাণ করিবেন, অপর
শ্রেণীর লোক সেই সকল নিৰ্ম্মিত দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করি-
বেন । দ্রব্য-নিৰ্ম্মাণ ও নিৰ্ম্মিত দ্রব্যের বাণিজ্য,—এই উভয়
কৰ্ম্ম একাধারে স্বশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব । অতএব
যাহাতে উভয় কৰ্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধন হয়, তজ্জন্য
ভগবান্ মনু পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলকে স্ব স্ব বৃত্তি রক্ষা
করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । এক পুরুষে এক প্রকার বৃত্তি,
অপর পুরুষে অন্যপ্রকার বৃত্তি হইলে, বৃত্তির উন্নতি-সাধন
পক্ষে বিশেষ হানি হইয়া থাকে । তজ্জন্য ভগবান্ মনুর
শাসন এই যে, কেহ কখন আপন জাতিগত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ
করিতে পারিবে না । ইহার বৈপন্নীয় করিলে তৎক্ষণাৎ

তাহাকে স্বজাতি হইতে পতিত হইতে হইবে । এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই,—মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

“বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বহুষ্টিতঃ ।

পরধর্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥” ৯৭ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ । “বরমিতি । বিগুণমপি স্বকর্ম্ম কৰ্ত্তুং ন্যায্যং ন পরকীয়ং সম্পূর্ণমপি যস্মাজ্জাত্যন্তরবিহিত-কর্ম্মণা জীবন্ তৎক্ষণাদেব স্বজাতিতঃ পততীতি দোষো বর্জনার্থঃ ॥”

অর্থ । স্বজাতীয় বৃত্তি গুণশূন্য হইলেও শ্রেষ্ঠতর, পরকীয় বৃত্তি সদনুষ্ঠিত হইলেও সেরূপ নহে । যে ব্যক্তি পরকীয় বৃত্তিতে জীবিকা করে, সে ব্যক্তি স্বজাতি হইতে পতিত হয় ॥

হিন্দুশাস্ত্রমাত্রেই এই ভাব,—কেহ কখন আপন জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । আমরা এক্ষণে ভগবদগীতা হইতে এতদ্বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । উল্লিখিত গীতার ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে ; যথা,—

“কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশুকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

স্বৈ স্বৈ কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্ধতি তচ্ছূ ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাং স্বহুষ্টিতাং ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্করাপ্রোতি কিম্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম্ম কোন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥” ৪৮ ॥

অর্থ। বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশ্রম। মনুষ্য আপনাপন কর্মে রত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে। যে প্রকারে মনুষ্য স্বকর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর ॥ যাঁহা হইতে পঞ্চভূতের ক্রিয়া হইতেছে, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে ॥ পরকর্ম সদনুষ্ঠিত এবং নিজকর্ম গুণশূন্য হইলেও, পরকর্ম অপেক্ষা নিজকর্ম শ্রেষ্ঠতর। স্বাভাবিক কর্ম করিয়া কেহ পাপগ্রস্ত হয় না ॥ হে অর্জুন! স্বাভাবিক কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাজ্য নহে, যেহেতু সকল কর্মই ধুমারূত অগ্নির ন্যায় দোষারূত ॥ ৪৪-৪৮ ॥

আমাদিগের এতদ্বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরি যে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপিত হইল, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি। যতদিন মানব-ধর্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা ছিল, ততদিন বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের হস্ত-বহির্ভূত হয় নাই।

মানব-ধর্মই বৈদিক-ধর্ম, যেহেতু মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করেন, এবং উহাই ভারতে আবহমান প্রচলিত ছিল। অতএব বৈশ্যেরাই যে আবহমান বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া আসিতে ছিলেন, এ কথায় কোন তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না। পরে কোন অধস্তন কালে বৈদিক বা মানব-ধর্মের ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যেরূপ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন

মহাবীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন,— অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব ৩২৭ অব্দে—ভারতে বৈদিক ধর্মেরই সমধিক প্রাচুর্য্য ছিল। তৎপরে যখন গ্রীক-দূত মিগেস্থিনিন্স ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব ৩০২ অব্দে—বৈদিক মতই প্রবল ছিল। তৎপরে আবার অধস্তন-কালীন লেখকদিগের প্রমাণানুসারে যখন পর্ফিরিয়ন্স তাঁহার সময়ে বৈদিক ধর্মাবলম্বীদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যান, তখন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও যে বৈদিক বা মানব-ধর্মই ভারতে অবলম্বিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় *। সুতরাং বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক বা মানব-ধর্মশাস্ত্রই সর্বত্র পূজ্যভাবে পরিগৃহীত ছিল। অতএব তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে বস্ত্র-বাণিজ্য কেবল বৈশ্য-দিগের হস্তেই ন্যস্ত বা আবদ্ধ ছিল বলিতে হইবে। তৎপরে মানব-ধর্মশাস্ত্রের বিধান সকল ক্রমে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নিখিলাস্থ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক খানি সংহিতা রচনা

* “ It may therefore be confidently inferred that the followers of the Vedas flourished in India when it was visited by the Greeks under Alexander, and continued to flourish from the time of Megasthenes, who described them in the fourth century before Christ, to that of Porphyrius, who speaks of them, on later authority, in the third century after Christ. ”—
Colebrooke in his *Observations on the Sect of the Jains*.

করেন * । তিনি তাহাতে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, শূদ্রেরা আপৎকালে বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন ; যথা,—

* * * *

“ কুসীদকৃষিবাণিজ্যং পাণ্ডপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্ ॥

শূদ্রস্ত দ্বিজশুশ্রূষা তস্মাৎজীবন্ বণিগ্ ভবেৎ ।

শিলৈ র্বা বিবিধৈ জীবৈদ্ দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥”

১ম অধ্যায়ের ১১৯—১২০ শ্লোকে ।

অর্থ । বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম ধনরুদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন । শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম দ্বিজশুশ্রূষা ; কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার জীবিকা না হয়, তবে যাহাতে দ্বিজাতির হিতসাধন হয়, তিনি এরূপ বিবিধ শিল্পকর্মে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ।

* যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় মুদ্রা অর্থে যে “নাগক” শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের প্রমাণানুসারে তাহা কণার্কী বা কনিষ্ক রাজার মুদ্রা । ঐ নৃপতি খ্রীষ্টীয় ৪০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে, উহার কতকগুলি শ্লোক পঞ্চতন্ত্রে দৃষ্ট হয় । পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সর্কাপেক্ষা প্রাচীন তন্ত্রাংশগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত । অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ সংহিতাখানি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে কোন এক সময়ে রচিত । বোধ হয়, উহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে । কারণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই অবলম্বিত ছিল ।

মানব-ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে বৈশ্য, বা বৈশ্য ও
 আপধ, এই দুই জাতিই বণিক,—তন্মধ্যে বৈশ্যই বস্ত্র-বণিক ।
 শূদ্রের স্বাভাবিক রুচি দ্বিজপুত্রবা, কিন্তু তাহাতে তাহার
 জীবিকা না হইলে, ভগবান্ মনু তাহাকে শিল্পকর্মেই জীবিকা-
 নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও শূদ্রের
 সম্বন্ধে ঐরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন । তবে তিনি তদতিরিক্ত
 যে একটী ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেটী কিন্তু ভগবান্ মনুর সম্যক
 বিরোধী । তিনি শূদ্রকে বণিগ্-রুচি অবলম্বন করিবার
 ক্ষমতা দিয়াছেন,—সেটী কিন্তু মন্বর্ধ-বিপরীত ব্যবস্থা ।
 অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার সময় হইতেই, অর্থাৎ
 আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই, শূদ্দিগের মধ্যে
 শিল্পব্যতীত বাণিজ্য-রুচিও অবলম্বিত হইয়াছিল । শূদ্,
 বোধ হয়, তদবধি বৈশ্যের বিহিত বস্ত্র-বাণিজ্যে অধিকার
 প্রাপ্ত হইয়া, বৈশ্যের সহিত সমকক্ষ ভাবে বস্ত্র-বাণিজ্য
 অবলম্বন করিয়াছেন । বস্ত্র-বাণিজ্য এইরূপে আনুমানিক
 খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই বৈশ্য ও শূদ্রের রুচিরূপে নির্দিষ্ট
 হইয়া পড়িয়াছে ।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী
 পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল । কারণ,
 অধ্যাপক উইলসন্ সাহেবের প্রমাণানুসারে ভারতবর্ষের
 অনেকানেক স্থানে এই শেষোক্ত শতাব্দীর খোদিত লিপি-
 গুলির মধ্যে উহার অনেক শ্লোক দৃষ্ট হয় । তৎপরে ক্রমে
 উহার অবসাদ কাল উপস্থিত হয় ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (A. D. 1191.) ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন নূতন নূতন শাস্ত্র ও ব্যবস্থা সকল রচিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎকালীন শাস্ত্রকারদিগের—হিন্দুধর্ম প্রচার ও প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও, উহা কখনই বিশদরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সে সময়ে হিন্দুদিগের আচারব্যবহার ও ধর্মকর্ম অনেকাংশেই পরিবর্তিত দৃষ্ট হয়। তদবধি হিন্দুধর্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তখন আবার নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রাচীনতর শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। অতএব এক্ষণে এই সকল আধুনিক বা দূষিত শাস্ত্রাবলম্বনে বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি বলিয়া সপ্রমাণ করা কিছু দুর্ব্বহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

বস্ত্র-বয়ন শূদ্রের বৃত্তি, অর্থাৎ তন্তুবায়েরা শূদ্র।

হিন্দুদিগের মধ্যে বস্ত্র-বয়ন ও সূচী-কর্ম অতীব প্রাচীন। ঋগ্বেদে এ সকল কর্মের বিশেষ উল্লেখ আছে। মনু বেদের অর্থ সংকলন করিয়াছেন। বেদে যে জাতির যে ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে, ভগবান্ মনু সেই জাতির সেই ধর্মই সংকলন করিয়াছেন। বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, আমরা ইতিপূর্বে তদ্বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে বস্ত্র-বয়ন বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা লক্ষিত

হয়। তাহাতে প্রকাশ আছে যে, বস্ত্র-বয়ন তন্তুবায়ে র বৃত্তি।
মনু-সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ; যথা,—

“ তন্তুবায়ে দশপলং দদ্যাৎ দেকপলাধিকম্ ।

অতোহন্তথাবর্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্ ॥” ৩৯ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ । “তন্তুবায়ে ইতি । তন্তুবায়ে বস্ত্র-
নির্মাণার্থং দশপলানি সূত্রং গৃহীত্বা পিষ্ঠভক্তাদ্যনুপ্রবেশা-
দেকাদশপলং বস্ত্রং দদ্যাৎ । যদি ততো ন্যূনং দদ্যাত্তদা
দ্বাদশপলান্ রাজ্ঞা দাপ্যঃ স্বামিনশ্চ তুষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যেব ॥”

অর্থ । তন্তুবায়ে বস্ত্র-বয়নার্থ দশপল ওজনে সূত্র গ্রহণ
করিয়া পিষ্ঠভক্তাদির অনুপ্রবেশের জন্য একাদশ পল ওজনে
বস্ত্র দিবে । যদি উহার অন্যথা করে, তবে তাহাকে দ্বাদশ
পল দণ্ড দিতে হইবে ॥

উহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হইল যে, বস্ত্র-বয়ন তন্তুবায়ে র বৃত্তি।
ইতিপূর্বে প্রতীত হইয়াছে যে, বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশে র বৃত্তি।
উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত মনু-সংহিতার ৯ম
অধ্যায়ের ৩২৯ সংখ্যার শ্লোক-সমন্বয়ে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে,
ভগবান্ মনুর এই অভিপ্রায় যে, তন্তুবায়ে রা কেবল বস্ত্র-বয়ন
করিবেন, এবং বৈশে রা সেই সকল নির্মিত বস্ত্র লইয়া
বাণিজ্য করিবেন । অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্ত্র-বয়ন ও
বস্ত্র-বাণিজ্য,—এই উভয় কৰ্ম্ম একজাতির বৃত্তি নহে, এবং এই
জন্যই তাঁহার ব্যবস্থায় তন্তুবায়ে রা কখনই বস্ত্র-বাণিজ্য নহেন,
ও বৈশে রা কখনই বস্ত্র-বয়ন-কারী নহেন । উভয় জাতির
বৃত্তি স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । একে র বৃত্তি
অপরে র উপর আরোপ করিলে, অথবা তন্তুবায়েদিগকে বস্ত্র-

বণিক বলিলে, বা বস্ত্র-বণিকদিগকে তন্তুবাণ বলিলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হয়।

অধস্তন স্মৃতি বা পুরাণাদি-প্রণেতাদিগের সময়ে বা মতে যেরূপ হউক, মানব-ধর্মশাস্ত্র সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, তন্তুবাণের আবহমান শূদ্র। বর্ণসঙ্করের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ নাই। অতএব তাঁহারা কখনই বর্ণসঙ্কর নহেন। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা ; কিন্তু যদি উহাতে তাহার পুত্রদারাদির ভরণপোষণ না হয়, তাহা হইলে যে কর্ম করিলে দ্বিজাতির, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা হয়, তিনি এরূপ কোন শিল্পাদি কর্ম করিতে পারেন। অতএব শাস্ত্রে শূদ্রের বৈশ্যোপ-জীবিত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যায় জীবিকা-নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে, ভগবান্ মনু তাহাকে ধনী বৈশ্যের পরিচর্যায় জীবিকা-নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ; যথা,—

“শূদ্রস্ত বৃত্তিমােকাজ্জং ক্ষত্রমারাদয়েৎ যদি।

ধনিং বাপ্যপারাদ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ ॥” ১২১ ॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “শূদ্রস্তিতি। শূদ্রো ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষয়াহজীবন্ যদি বৃত্তিমােকাজ্জেন্দা ক্ষত্রিয়ং পরিচর্য্য তদভাবে ধনিং বৈশ্যং পরিচর্য্য জীবিতুমিচ্ছেৎ। দ্বিজাতি-শুশ্রূষাসামর্থ্যে তু প্রাপ্ত্তানি কৰ্ম্মাণি কুর্য্যৎ ॥”

অর্থ। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষায় জীবিকা-নির্বাহে অসমর্থ হইয়া বৃত্তি আকাজ্জা করে, তবে ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যায়

জীবিকা-নির্বাহ করিবে ; তদভাবে ধনী বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্বাহ করিবে ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শূদ্র শাস্ত্রানুসারে আপৎ-কালে শিল্পকৰ্ম্মদ্বারা ধনী বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারেন । বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের রুত্তি । অতএব যে সকল বৈশ্য বস্ত্র-বাণিজ্য করেন, শূদ্রেরা বস্ত্র-বয়নরূপ শিল্পকৰ্ম্মদ্বারা সেই সকল বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারেন । যে সকল শূদ্র এইরূপে বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যদিগের বস্ত্র-বয়ন করিতেন, তাহারাই যে ভগবান্ মনুর সময়ে তন্তুবায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা সহজেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১০০ ও ১২১ শ্লোকের সহিত ৮ম অধ্যায়ের ৩৯৭ শ্লোক সমন্বয় করিয়া পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান্ মনুর ব্যবস্থায় তন্তুবায় বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি নাই । তাঁহার অধিকার-কালে শূদ্রেরাই বস্ত্র-বয়ন করিতেন, এবং যাহারা বস্ত্র-বয়ন করিতেন, তাহারা শূদ্র । তখন শূদ্রদিগের মধ্যে তন্তুবায় আখ্যাটী কেবল কৰ্ম্মগত বিভাগ বলিয়া পরিগণিত ছিল ; উহা কখনই বর্ণগত বিভাগ নহে । ইহাতে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোন অধস্তন কালে শূদ্রদিগের মধ্যে তন্তুবায় বিভাগটী কুলগত বর্ণবিভাগ বলিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে ।

এখন প্রতীত হইল যে, বস্ত্র-বয়ন শূদ্রের রুত্তি, অর্থাৎ তন্তুবায়েরা শূদ্র । ভগবান্ মনুর সময় হইতে শূদ্রেরা খৃষ্টীয় অন্ততঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বস্ত্র-বয়ন করিয়া

জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ঐ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই সকলের একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল। তৎপরে মিথিলাস্থ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উল্লিখিত শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থাটির কিছু পরিবর্তন করিয়া শূদ্রদিগকে বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার প্রদান করেন। তদবধি, বোধ হয়, তন্তুবায়েরাও বস্ত্র-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বৈশ্যের পাতিত্যের কারণ ও সময়।

ইতিপূর্বে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হিন্দু-সমাজ চারিটি মূলবর্ণে বিভক্ত ছিল,—বৈশ্য তাহার একতম। কিন্তু এখন বৈশ্য-বর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? কি কারণে বা কোন্ সময়ে উক্ত বর্ণের লোপ হয়? ইত্যাদি বিষয় আমরা এই প্রকরণে সমালোচনা করিব।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্তনায় বৈদিকধর্ম্মের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির অবস্থায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হয়। ভট্ট কুমারিল স্বামী, যিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অন্তকালে প্রাচুর্ভূত হয়েন, তিনিই প্রথমে বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে নিগ্রহ ও পরাভব করিয়াছিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া

ফেলেন। বৌদ্ধ-ধর্মের ক্ষীণাবস্থায় হিন্দুসমাজের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হয়। তখন ভারতে জাতিবিচার নূতন ভাবে উপস্থিত হয়। তখন বর্ণচতুষ্টয়ের পরিবর্তে কেবল-মাত্র তিনটি মূলবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রব্যতীত বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তখন বৈশ্যেরা শূদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আমরা এতদ্বিষয়ে সেই স্প্রসিদ্ধ আরবীয় পণ্ডিত আবু রৈহান আল্‌বেরুণির প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি। তিনি আরবীয়দিগের মধ্যে তৎকালে একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী ও অপক্ষপাতী লেখক ছিলেন। তিনি ভারতে, অর্থাৎ সিন্ধু-দেশের অন্তঃপাতী বেরুণি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কৃত-বিদ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি অবলীলাক্রমে আরবীয় ভাষায় সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯৭০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং খৃষ্টীয় ১০৩৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আদিশূরের সম-সাময়িক *। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বৈশ্য ও শূদ্র,

* আদিশূর বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া বৈদিকধর্মের পুনঃস্থাপনা করেন। গোড় তাঁহার রাজধানী ছিল। মতান্তরে, তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। “লঘুভারত”-প্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, কলির ৪১৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজা হয়েন †। এক্ষণে কলির ৪৯৯৪ গতাব্দ। অতএব তিনি অদ্য হইতে ৮৬৪ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০২৯ অব্দে রাঢ়াদি দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

† “শূন্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যাককে গতে।

ভেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃগোহিবৎ॥”

ঐগোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ-প্রণীত “লঘুভারত,” ২য় খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

এই উভয় বর্ণের মধ্যে বড় অধিক প্রভেদ ছিল না। তিনি বৈশ্যদিগের উপর তৎকালীন রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বৈশ্যদিগের শূদ্র-ভাবাপন্ন হইবার আটক কি? ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যদিগকে বেদপাঠের কথা দূরে থাক, বেদালোচনাতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বৈশ্যেরা বেদপাঠ করিলে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকট অভিযোগ করিতেন, তাহাতে রাজা বৈশ্যদিগের জিহ্বা ছেদন করিবার আজ্ঞা দিতেন*। বৈশ্যেরা যে এরূপ অবস্থায় উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ক্রিয়ালোপে দোষী হইবেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিজের দোষ নহে, শাসনগুণের অপরাধ। এক্ষণে এ অপরাধের বিচার হউক, বিচার হইলে তাঁহাদের এক্ষণে বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীনতা স্মৃতিয়া যাইবে।

*“Alberuni makes some brief remarks on the caste system, from which we are able to see that the Vaisyas—the great body of the Aryan people—were fast degenerating to the rank of Sudras. In one place we are told that between the Vaisyas and the Sudras ‘there is no very great distance.’ (Chap. IX.) Elsewhere we learn that the Vaisyas had already been deprived of their ancient heritage of religious learning; that the Brahmans taught the Veda to the Kshatriyas, but ‘the Vaisya and Sudra are not allowed to hear it, much less to pronounce or recite it.’ (Chap. XII.) Again we are told that ‘every action which is considered as the privilege of a Brahman, such as saying prayers, the recitation of the Veda, and offering sacrifices to the fire, is forbidden to him, to such a degree that when—*e. g.* a Sudra or a Vaisya is proved to have recited the Veda,—he is accused by the Brahmans before the ruler, and the latter will order his tongue to be cut off.’ (Chap. LXIV.)”—*Dutta's History of Civilization in Ancient India, Vol. III. pp. 479-480.*

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগ-কালে বাঙ্গালায় কেহই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। আইন্ আকবরি মতে, বল্লালসেন খৃষ্টীয় ১০৬৬ অব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতএব বলিতে হইবে যে, আল্বেকুণির সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০৩৯ অব্দে বৈশ্য ও শূদ্র, এই উভয় বর্ণের মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ ছিল, বল্লালসেনের সময়ে, অর্থাৎ উহার ২০।২৫ বৎসর পরে সে প্রভেদ ঘুচিয়া যায়।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, যিনি * বল্লালসেনের ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৈশ্য-দিগের পাতিত্য-বিষয়ে ঐরূপ একটা প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

“মহানন্দিস্ততঃ শূদ্রাগভৌত্তবোহ্তিলুকো মহাপদো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপৰ্য্যন্তঃ ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়া-লোপাদ্বৈশ্যানাংমপি তথা। এবমবস্থা দীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাহুক্তম্।”

অর্থ। মহানন্দির এক পুত্র শূদ্রার গর্ভে জন্মিবেন। তিনি অতি লুদ্ধ হইবেন। তাঁহার নাম মহাপদ হইবে। তিনি পরশুরামের ন্যায় সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার করিবেন।

* জ্যোতিষ্তত্ত্বে প্রমাণ আছে যে, তিনি ঐ গ্রন্থখানি ১৪৩১ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দে প্রণয়ন করেন—“বিষুবং মীনকন্যার্দ্ধে দ্বেকাক্ষীদ্রশকাধিকে”।

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবেন। ইতি। অতএব মহানন্দি-পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। ক্রিয়া-লোপহেতু বৈশ্য ও অশ্বত্থাদির জাতিপ্রসঙ্গেও এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে।

এখন প্রতীত হইল যে, বৌদ্ধধর্মের অবনতির অবস্থায় বৈদিকধর্মের পুনরুদ্ধার কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি মাত্র মূলবর্ণ বলিয়া ধৃত হয়। তাহাতে বৈশ্যবর্ণের লোপ হইয়া যায়। তখন বৈশ্যদিগের ক্রিয়া-লোপহেতু তাঁহাদের পাতিত্য আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন দোষ ছিল না। তৎকালীন রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে ও ষড়যন্ত্রে তাঁহাদের এরূপ পাতিত্য ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দেখা যাউক যে, এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতি বৈশ্য, এবং কাঁহারাই বা এক্ষণে শূদ্র-ভাবাপন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি।

“বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি,”—এক্ষণে কিন্তু জাতি ও বৃত্তিগত এরূপ সম্বন্ধ অবধারিত হইলেও, এরূপ সম্বন্ধের সম্যক প্রতীতি লাভের জন্য অপর দুইটি বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যিক, অর্থাৎ ইদানীন্তন এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতিই বা বৈশ্য, আর ভূত-পূর্ব বস্ত্র-বাণিজ্যই যে তাহাদের বৃত্তি তাহারই বা প্রমাণ কি? এই দুই প্রশ্নের

উত্তর নির্ণয় করাই সর্বোপায়ে কর্তব্য। যেহেতু অগ্রে এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা না করিলে, কোন জাতিকেই মানবোক্ত বৈশ্য-জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই দুই প্রশ্নের মধ্যে এই প্রকরণে কেবল প্রথম প্রশ্নের কিয়দংশ মাত্রের মীমাংসা হইবে, অর্থাৎ আমরা এক্ষণে কেবল বৈশ্য-বর্ণের বৈশ্যত্বের লক্ষণ অবধারিত করিব। যেহেতু অগ্রে উল্লিখিত বর্ণের শাস্ত্রীয় লক্ষণ স্থিরীকৃত না হইলে, তল্লক্ষণ-বিশিষ্ট জাতি নিরূপিত করা অসম্ভব। শাস্ত্রে বলে* বৈশ্যের ধন-বাচক নাম রাখিবে, এ প্রথাটী কিন্তু এক্ষণে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। উপাধি বিষয়েও শাস্ত্রে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অপ্রাচীন উপাধিগুলিতে উহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন উপাধি সকল কেবল শাস্ত্রানুসারেই অবধারিত। অতএব এক্ষণে বৈশ্য-বর্ণ নিরূপণের একতম উপায় প্রাচীন উপাধি। আমরা এই প্রকরণে কেবল তাহারই সমালোচনা করিব। তা যদি বৈশ্য-বর্ণের একতম লক্ষণ উপাধি, তবে বৈশ্যের বিহিত উপাধির অর্থ না বুঝিলে, এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতির তদ্রূপ উপাধি আছে, অর্থাৎ কোন্ জাতি তদুপাধি-বিশিষ্ট বর্ণ, তাহা কোন

* যথা, মনু-সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

“মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলবীতম্।

বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥” ৩১ ॥

অর্থ। ব্রাহ্মণের মঙ্গল-বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল-বাচক, বৈশ্যের ধন-বাচক, এবং শূদ্রের সেবা-বাচক নাম রাখিবে ॥

ক্রমেই নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব আমরা অগ্রে বৈশ্যের উপাধির অর্থ বিষয়ে সমালোচনা করিব।

মানব-ধর্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের ধন-বাচক শব্দে উপাধি ; যথা, মনু-সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

“শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমধিতম্।

বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥” ৩২ ॥

অত্র মেধাতিথিঃ। “অত্র স্বরূপগ্রহণং পাঠানুক্রম-
শ্চাদৌ মঙ্গল্যমেতে শর্ম্ম শব্দাঃ। তথাচোদাহৃতং। ক্ষত্রিয়াদি-
নান্নাং তু নৈতৎ সম্ভবতি রক্ষাশব্দস্য স্ত্রীলিঙ্গতাপ্রবণাৎ
পুংসাং সামান্যধিকরণ্যানুপপত্তেঃ তস্মাদেকোপক্রমত্বাৎ সমাচা-
রাচ্চ সর্ব্বত্রার্থগ্রহণবাক্যভেদাচ্চ সমুচ্চয়ঃ যন্মঙ্গল্যং তচ্ছর্ম্মার্থ-
বচ্ছর্ম্মশরণমাশ্রয়ঃ। অথং চার্থগ্রহণাৎ স্বামিদত্তভবভূত্যাদি-
শব্দপরিগ্রহঃ ইন্দ্রস্বামীন্দ্রাশ্রয়ঃ ইন্দ্রাবতোপি তদাশ্রয়তা
প্রতীয়তে এবং সর্ব্বত্রোন্মেষম্। অথ কোয়ং হেতু র্ব্বাক্য-
ভেদাৎ সমুচ্চয় ইতি। ত্রীহিতি যজ্ঞেত যবৈ যজ্ঞেতেতি
কিং ন সমুচ্চয় ইতি উচ্যতে। লিঙ্গদর্শনমাত্রমেতৎ পৌরুষে-
য়ত্বাৎ। গ্রহস্য বিকল্পেহভিপ্রেতমঙ্গল্যং শর্ম্মবদ্বৈতি লাঘ-
বাদবক্ষ্যৎ। বাক্যভেদে হি দ্বিরাখ্যাতোচ্চারণং তদুত্তর
ভবতি রক্ষা পরিপালনং পুষ্টি বৃদ্ধি ঔপ্তিচ্চ। গোবৃদ্ধোধন-
গুপ্ত ইতি। প্রৈষ্যো দাসঃ—ব্রাহ্মণদাসো দেবদাসো ব্রাহ্মণা-
শ্রিতো দেবতাস্রিত ইতি॥”

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। “ইদানীমুপপদনিয়মার্থমাহ শর্ম্মব-
দ্ভ্রাহ্মণস্যেতি। এষাং যথাক্রমং শর্ম্মরক্ষাপুষ্টিপ্রৈষ্যবাচকানি

কর্তব্যানি শর্ম্মবর্ম্মভূতিদাসাদীনি উপপদানি কার্য্যানি ।
উদাহরণানি তু শুভশর্ম্মা বলবর্ম্মা বহুভূতিঃ দীনদাস ইতি ।
তথা চ যমঃ—

“শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ ।

ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥”

বিষ্ণুপুরাণেহপ্যুক্তং—

“শর্ম্মবহ্মাক্ষণস্যোক্তং বর্শ্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্ ।

শুণ্ডদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥”

অর্থ । ব্রাহ্মণের শর্ম্ম-সূচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা-সূচক, বৈশ্যের
ধন-সূচক, ও শূদ্রের সেবা-সূচক উপাধি রাখিবে ॥ ৩২ ॥

এক্ষণে প্রতীত হইল যে, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে
বৈশ্যের ধন-বাচক শব্দে উপাধি । অপরাপর স্মৃতি-প্রণেতা-
দিগেরও ঐ মত । তাঁহারা ভগবান্ মনুর স্মৃতির আদর্শে
আপনাপন শাস্ত্রে ঐরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন । এ বিষয়ে
যম ধামির মত উপরি প্রদর্শিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন
যে, ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের
ভূতি ও দত্ত, এবং শূদ্রের দাস উপাধি রাখিবে । স্মৃতি-
প্রণেতা শঙ্করেরও ঐ মত । তিনি বলিয়াছেন ; যথা, শঙ্খ-
সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

“শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু ।

ধনান্তং বৈশ্যস্য দাসান্তং শূদ্রস্যজ্ঞানঃ ॥”

অর্থ । ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের
ধনান্ত, এবং শূদ্রের দাসান্ত উপাধি রাখিবে ॥

স্মৃতি-প্রণেতা শাতাতপও ঐরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

“ শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদশ্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু ।

ধনান্তষ্টৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চাস্ত্যজ্ঞানঃ ॥”

(শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত শাতাতপীয় বচন ।)

অর্থ । ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বশ্মান্ত, বৈশ্যের ধনান্ত, এবং শূদ্রের দাসান্ত উপাধি হইবে ॥

ধন-বাচক শব্দে যে বৈশ্যের উপাধি, এই মত শাস্ত্র-সম্মত, এবং আবহমান এই মতই অবিসম্বাদিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে । কেবল যে ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধির ব্যবস্থা আছে, এমন নয়, আশীর্বাদস্থলেও ধন-বাচক শব্দে তাহার প্রতি আশীর্বাদ-প্রয়োগের ব্যবস্থা । শিষ্টাচার-স্থলে অভিবাদনানন্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি বৈশ্য অভিবাদককে “আয়ুস্মান্ ভব সৌম্য বস্তুভূতে” ইত্যাদি বাক্যে আশীর্বাদ করিবেন* । বর্গচতুষ্টয়ের মধ্যে† বৈশ্যদিগেরই কেবল ধন-সঞ্চয়ে অধিকার ও ধন-গত জ্যেষ্ঠত্ব ‡ । অতএব ধন-বাচক

* “আয়ুস্মান্ ভব সৌম্যোতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাদনে ।

আকারশাস্য নান্নোহস্তে বাচ্যঃ পূর্বাঙ্করঃ প্লুতঃ ॥”

মহু, ২য় অ, ১২৫ শ্লোক ।

† শূদ্রের পক্ষে ধনসঞ্চয়ে নিষেধ ; যথা,—

“ শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ ।”

মহু, ১০ম অ, ১২৯ শ্লোক ।

অতএব শূদ্রের কখনই “ধনী” আখ্যা হইতে পারে না ।

‡ “বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীৰ্য্যতঃ ।

বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥”

মহু, ২য় অ, ১৫৫ শ্লোক ।

উপাধি শাস্ত্রানুসারে কেবল বৈশ্যেরই। বৈশ্য ভিন্ন অপর কোন জাতির পক্ষে ধন-বাচক উপাধির ব্যবস্থা নাই। ভগবান্ মনু স্বয়ং বৈশ্যদিগকে “ধনী” বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন—(মনু, ১০। ১২১,—২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ধন-বাচক শব্দেই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। বাণিজ্য বৈশ্যের বর্ণ-গত বৃত্তি; অতএব বৈশ্যেরাই প্রকৃত পক্ষে বণিক্। কিন্তু বণিক্ তাহাদের বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহা বৃত্তি-বাচক, জাতি-বাচক উপাধি নয়। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এ উভয়েরও বৃত্তি বাণিজ্য,—তাহারা তখন উভয়েই বণিক্। মাগধ জাতিরও বাণিজ্য-বৃত্তি,—তাহারাও বণিক্। বাণিজ্য-কারীমাত্রেরই বৃত্তি-বাচক উপাধি বণিক্। উহা কাহারও জাতি-বাচক উপাধি নহে। পক্ষান্তরে, বাণিজ্য বৈশ্যের একতম বৃত্তি, উহা বৈশ্যের একমাত্র বৃত্তি নহে। সেরূপ হইলে বৈশ্যদিগের একমাত্র বণিক্ উপাধি থাকিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এই উপাধিটী সমগ্র বৈশ্য-জাতির পক্ষে সংলগ্ন হয় না। যেহেতু বাণিজ্য-ব্যতীত বৈশ্যদিগের পশুপালনাদি বৃত্তিও আছে। তৎ তৎ বৃত্ত্যাশ্রয়ীদিগকে বণিক্ বলা সঙ্গত হয় না। বাণিজ্যই বণিক্ উপাধির ভিত্তি-স্বরূপ। বাণিজ্য থাকিলেই বণিক্, না থাকিলে বণিক্ নহে। কিন্তু যখন বাণিজ্য না করিলেও বৈশ্য হইতে পারে, তখন তাহাদের সাধারণ উপাধি-বিশেষ কি? ভগবান্ মনুর ব্যবস্থায় যখন বণিক্ বলিলে বৈশ্যও না হইতে পারে, এবং বৈশ্য বলিলে বণিক্ও না হইতে পারে, তখন একমাত্র বণিক্ উপাধিকে সাধারণ বৈশ্য-সমাজের বর্ণ-গত উপাধি বলা যাইতে

পারে না। যে সকল বৈশ্যের—বাণিজ্য-ব্যতীত বৈশ্য-জাতির বিহিত অপরাপর বৃত্তি অবলম্বন, তাঁহারা তাহাতে বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীন হইয়া পড়েন। অতএব বণিক্ কখনই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের, এমন কি আধুনিক মতে* শূদ্রের ন্যায়, বৈশ্যেরও বৃত্তি-বাচক উপাধি। বৈশ্যের সকল বৃত্তিতেই একমাত্র ধনোপার্জন লক্ষ্য, অতএব ধন-বাচক শব্দেই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি।

বৈশ্যদিগের যে ধন-বাচক শব্দে উপাধি, এ কথাই আর কোন তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে অনেক জাতির মধ্যেই ধন-বাচক উপাধির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখন ধন-বাচক উপাধি দেখিলেই যে বৈশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা সঙ্গত হয় না। এরূপ অবস্থায় উপাধির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করাই আবশ্যিক। নচেৎ, এরূপ কোন তর্ক উপস্থিত হইলেও হইতে পারে যে, যে জাতিকে আমরা বৈশ্য বলিয়া এক্ষণে গ্রহণ করিবার কল্পনা করিয়াছি, সে জাতি কোন বৈশ্যের জাতি, এবং সে জাতির মধ্যে কোন অধস্তন কালে এরূপ কোন উপাধি আসিয়া থাকিবে,—অর্থাৎ উহা তাহাদের প্রাচীন উপাধি নহে। এরূপ স্থলে উপাধির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করাই উচিত। উপাধির প্রাচীনত্বের সহিত আবার বস্ত্র-বাণিজ্যের সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইলে, সকল প্রকার সন্দেহই এককালে হইবে। অতএব আমরাই এক্ষণে দেখিতে

* আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে শূদ্রেরও বাণিজ্যবশতঃ বণিক্ বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছেন। (১৯ পৃষ্ঠা দেখুন।)

হইবে যে, এই অসংখ্য ধন-বাচক উপাধিসমূহের মধ্যে শাস্ত্রাদি-
দ্বারা কোন্ বিশেষ শব্দটী বস্ত্র-বাণিক্ বৈশ্যের উপাধি বলিয়া
সম্প্রমাণ, এবং কাহারাই বা সেই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি ? উহা
সম্প্রমাণ হইলে,—ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির
প্রাচীনত্ব, এবং সেই জাতির বস্ত্র-বাণিজ্যবিষয়ে আর কাহারো
সন্দেহ থাকিবার কথা থাকে না ; এবং তাহাতে আমাদিগের
প্রথম প্রশ্নের অবশিষ্ট অংশের উত্তরে সমগ্র দ্বিতীয় প্রশ্নের
উত্তরও এককালে প্রদত্ত হয় । তখন আমরা উভয় প্রশ্নের
উত্তরে একবারেই বলিতে পারিব যে, সেই প্রাচীন উপাধি-
বিশিষ্ট জাতিই বৈশ্যাং ধনসঞ্চয়োঁই বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল ।
এক্ষণে দেখিতে হই বিশেষবিধিনা মনুষ্যীন উপাধিটী কি ?
আমরা পর প্রকরণে এই সমস্তের সমাধান করিব । এ প্রকরণে
কেবল প্রথম প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা করিয়াই ক্ষান্ত
রহিলাম । আমরা ইহাতে এইমাত্র দেখিলাম যে, ধন-বাচক
শব্দে বৈশ্যের উপাধি ।

বসাকেরা বৈশ্য ও তাহাদের উপাধি “বসুক” ।

“বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি,” “ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের
উপাধি” ;—আমরা এ সকল বিষয় পূর্ব পূর্ব প্রকরণে সমা-
লোচনা করিয়াছি । কিন্তু আমাদিগকে এক্ষণে দেখিতে
হইবে যে, এই অসংখ্য ধন-বাচক শব্দসমূহের মধ্যে
শাস্ত্রাদিতে কোন্ বিশেষ শব্দটী বস্ত্র-বাণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে

ধৃত হইয়াছে, এবং কাহারাই বা সেই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি। ঐ নির্দিষ্ট উপাধি অবধারিত হইলে, এবং শাস্ত্রাদির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইলে, ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির প্রাচীনত্ব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই জাতির বস্ত্র-বিষয়ক বাণিজ্যও সম্যক্ প্রতিপাদিত হইবে।

ধর্ম্মাদি-বিপ্লবে আমাদিগের অনেকানেক শাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে উশনঃ-সংহিতাই অতি প্রাচীন। উহাতে “বহুক” শব্দ বস্ত্র-বাণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং উহাতে তন্তুবায়ী^{১০} ২২তে পাঠে ভিগত পরস্পর-ভেদ-বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ^{১১}ই ধন-বাচক উপা^{১২}মরা তদ্বিষয়ক এই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত ক^{১৩}রাম^{১৪}। লিখিত সংহিতায় লিখিত আছে ; যথা,—

“তন্তুবায়ী ভবন্ত্যেব বহুকাংসোপজীবিনঃ।

শীলকাঃ কেচিদত্রৈব জীবনং বস্ত্রনিশ্চিতং ॥”

অস্যার্থঃ। তন্তুবায়ী ইতি। তন্তুবায়ীতন্তুবয়নকারিণঃ বহুকাংসোপজীবিনো ভবন্তি এব। বহু ধনং বস্তুেব বহুকং স্বার্থিক ক-প্রত্যয়েন সিদ্ধং তদস্যাস্তীতি অর্শ-আদিভ্যাদচ্-প্রত্যয়ঃ। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তমিত্যেনে মনুনা ধনাদিবাচক-শব্দোপপদত্বনিয়মিতত্বাৎ শব্দেন তথা শাতাতপেন চ ধনান্তক্বেব বৈশ্যস্যেত্যেনে ধন-বাচকশব্দোপপদত্বনিয়মিতত্বাচ্চ বহুক-শব্দেন বৈশ্য উচ্যতে। বহুকস্যাস্তন্তুজোপপদত্বভবা বহুকাংস্যা বহুকসন্তানাঃ তত্র ভব ইত্যেনে যৎ-প্রত্যয়েন সিদ্ধাঃ। অংস্যা ইতি অংশাংসৎ ক বিভাজনে ইতি

কবিকল্পদ্রুমস্বরণাদন্ত্যসকারবৎ পদমিদং । বস্তুকাংস্যান্
বৈশ্যসন্তানানুপজীবিতুং শীলং যেমাং তে । বস্তুকাংস্যোপ-
পদানুপজীবতে ব্লি'নিঃ । মনুনাপি ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য
বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেদিত্যেনে শূদ্রানাং বৈশ্যোপজীবিত্বং
ব্যবস্থাপিতং । নচ বস্তু ধনং কাংস্যং ধাতুবিশেষস্তাভ্যামুপ-
জীবিতুং শীলং যেমামিতি বাচ্যং । যতঃ মণিমুক্তাপ্রবালাণাং
লোহানামিত্যেনে মনুনা তথা মেধাতিথিনা লোহশব্দেন
তাভ্রায়স্কাংস্যানীত্যেনে বৈশ্যাঃ নতু তন্তুবায়াঃ কাংস্যোপ-
জীবিনো ভবন্তি । শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়
ইত্যেনে মনুনা শূদ্রাণাং ধনসঞ্চয়ো নিষিদ্ধঃ । বণিকপথং
কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্যেতি বিশেষবিধিনা মনু বৈশ্যানাং নতু তন্তু-
বায়ানাং বসুপজীবিত্বং সমাদিশৎ । তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যা-
দিত্যেনে মনুনা তন্তুবায়ানাং বস্ত্রবয়ন-বৃত্তিরিতি স্ফুটমুক্তং ।
কিন্বহুনা তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চেতি
বৃহস্পতিবচনাং মন্বর্থানুকূলত্বেনায়াং শ্লোকো ব্যাখ্যেয় ইতি ॥

অর্থ । তন্তুবায়েরা বস্তুক-সন্তানদিগের পোষক কর্ণেই
জীবিকা করিয়া থাকে । বস্ত্র-নির্মাণে তাহাদের জীবিকা ।
তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিশেষে “শীল” উপাধি আছে ॥

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, ধন-বাচক শব্দে
বৈশ্যের উপাধি । বস্তুক শব্দ ধন-বাচক “বস্তু” শব্দের
উত্তর স্বার্থে ‘ক’-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, এবং শাস্ত্রানুসারে উহাই
বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি । এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে,
উহাই আবার উশনঃ-সংহিতায় বস্ত্র-বণিক বৈশ্যের উপাধি-
রূপে ধৃত হইয়াছে । উল্লিখিত সংহিতায় তন্তুবায় ও

বস্তুকদিগের বৃত্তিগত পরস্পর-ভেদবিষয়ে নির্দেশ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, উহার—“বস্তুকাংস্যোপজীবিনঃ”— এই চরণটি মনু-সংহিতার—

“ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ”— এই শ্লোকার্কেের অনুরূপ গুণ্ফন মাত্র। বস্তুক শব্দ যে শাস্ত্রানু-সারে বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধি, তাহা এতদ্বারা সম্যক্ সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব এক্ষণে এই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি যে বৈশ্য ও বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন,—তদ্বিষয়ে আর অপর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না।

উশনঃ-সংহিতা অতি প্রাচীন স্মৃতি ; কিন্তু উহার রচনা-সময় নিরূপণ করা দুৰূহ ব্যাপার। কোন শাস্ত্রের রচনা-সময় বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদিগের মধ্যে মতের ঐক্য দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, অনেকানেক শাস্ত্রে অধস্তন কালে নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেই সেই শাস্ত্রের অনে-কাংশে পূর্ব্বাপর শ্লোকের বিরোধ দৃষ্ট হয় *। এরূপ অবস্থায়

* কিন্তু প্রচলিত মনু-সংহিতায় যে সেরূপ কোন শ্লোক পশ্চাৎ রচিত হইয়া সন্নিবেশিত হয় নাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় বহুসংখ্যক টীকা ও ভাষ্যকারদিগের লিখনদ্বারা সম্যক্ সপ্রমাণ হইতেছে। যে সকল টীকা ও ভাষ্য অদ্যাবধি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে মেধাতিথির “মনুভাষ্য” সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীন। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ঊনবিংশ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ কথনচ্ছলে মেধাতিথির জন্মবৃত্তান্তের প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া কন্দাম্বাসারে ব্রাহ্মণ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কথ। মেধাতিথি হইতে কাথায়ন গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে †। তাঁহার বংশে উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন। মৃত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—

† “অপ্রাতরথাৎ কণুঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।

যতঃ কাণায়না দ্বিজা বভূবুঃ॥”

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৯ অধ্যায়।

শাস্ত্রের সময়-নিরূপণ কখনই নিঃসংশয়ে ঠিক হয় না। সে যাহা হউক, শাস্ত্রের সময়-নিরূপণবিষয়ে এরূপ আপত্তি সত্ত্বেও যদি বিচার্য্যমাণ সংহিতার সময়-নিরূপণ এতই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উহার সময় কতক পরিমাণে জানিবার একতম উপায় এই যে, পরাশর-সংহিতায় স্মৃতি-প্রণেতা উশনার নাম কীর্ত্তিত আছে *। অতএব পরাশর-সংহিতার পূর্ব্বে উশনঃ-সংহিতা বিদ্যমান থাকাই সপ্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে পরাশর-সংহিতার সময় অবধারিত হইলে, উশনঃ-সংহিতার সময় কতক পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে।

পরাশর যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। যুধিষ্ঠিরাদি কবির কল্পনামাত্র নহে। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা অद्याপি বর্ত্তমান আছে।

পণ্ডিতেরা মেধাতিথির জীবনকাল একপ্রকার নিরূপিত করিয়াছেন। তিনি ভট্ট কুমারিল স্বামীর অধস্তন কালে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি কুমারিলের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অন্তকালে জীবিত ছিলেন। অতএব মেধাতিথি উহার পর কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মিতাক্ষরা-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর আবার মেধাতিথির গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব মেধাতিথি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

মেধাতিথির কোন অধস্তন কালে শাস্ত্রাদিতে নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সে গুলি হিন্দু নামের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

* যথা, ১ম অধ্যায়ে—

“শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।

গার্গের্য্য গৌতমার্শ্বেষ তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

অত্রে বিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।

শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজবল্ক্যকৃত্যশ্চ যে ॥ ১৪ ॥

কাত্যায়নকৃত্যশ্চৈষ প্রাচেতসকৃত্যশ্চ যে।

আপস্তম্বকৃত্য ধর্ম্মাঃ শঙ্খায়া লিখিতস্য চ ॥” ১৫ ॥

মেজার জেমস্ টড্ ইন্দ্রপ্রস্থাদি প্রদেশে ও ডাক্তার উইল্কিন্স সাহেব বাঙ্গালা প্রদেশে তাঁহাদের প্রচলিত কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন † । আবার ২০১২ বৎসর হইল, ব্রিট প্রদেশের অন্তঃপাতি “ভাটেরা” নামক পল্লীর কোন এক প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ‡ । তাহাতে “পাণ্ডবক” উল্লিখিত থাকায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ প্রকৃত পক্ষেই এত দূর পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিয়া তথায় আপনাদিগের মুদ্রা ও অঙ্ক প্রচলিত করিয়াছিলেন । যুদ্ধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্বদিগ্-বিজেতা ভীমসেন তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সূক্ষ্ম, ও লৌহি-

অর্থ । মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ভ, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রাচৈতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ ও লিখিত—ইহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শ্রবণ করিয়াছি ॥

† “The fourth series” (i.e., of the coins) “is scarcely less interesting. They are *Hindu*, of a very remote period, and have the character which I have found wherever the *Pandu* authority existed, in the caves, and on the rocks of *Junagur Girnar*, on the pillar of victory in *Meywar*, and on the columns of *Indra-prestha* (Delhi) and *Prayag*. Some of them are not unlike the ancient *Pehlavi*. These coins are of gold, and in fine preservation. Like all my medals, they are either from *Agra*, *Mathura*, *Ujjayan*, or *Ajmer*. Dr. Wilkins possesses some, found even in *Bengal*: he thinks, he can make out the word *Clundra* upon them.”—*An Account of Greek, Parthian, and Hindu Medals, found in India. By Major James Tod, M. R. A. S. In Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. I., London: 1827; Art. XX., page 340.*

ত্যাদি দেশগুলি পরাজয় করিয়াছিলেন * । তাহাতে তথায় তাঁহাদের মুদ্রা ও অক্ষ প্রচলিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । যুদ্ধিষ্ঠিরাদি চন্দ্র-বংশীয়, এবং উইল্কিন্স সাহেব তাঁহাদের মুদ্রায় “চন্দ্র” শব্দেরও উল্লেখ দেখিয়াছেন ।

কিন্তু যুদ্ধিষ্ঠিরাদির সময় লইয়া মহাগোলযোগ । ভিন্ন ভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদগের ভিন্ন ভিন্ন মত । উল্লিখিত তাত্ত্বিক-কের পাঠোদ্ধারও স্কটলিন হইয়া পড়িয়াছে । অক্ষরগুলি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, মর্মোদঘাটকগণ কোন রূপেই উহার সময় নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । এরূপ অবস্থায় আমরা তদ্বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপিত না করিয়া সেই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বলেখক কহলণের মতই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম । কহলণ ১০৭০ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১১৪৮ অব্দে জীবিত ছিলেন । তিনি তাঁহার “রাজতরঙ্গিণী” নামক কাশ্মীরীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

“শতেষু বটৈশ্চ সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলে গতেষু বর্ষণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

অর্থ । কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হন ।

* “ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্ ।

কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥ ২২ ॥

উভৌ বলভূতৌ বীরাবুভৌ ভীতপরাক্রমৌ ।

নির্জিত্যজৌ মহারাজ বঙ্করাজমুপাদ্রবৎ ॥ ২৩ ॥

সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্শ্ববম্ ।

ভাস্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪ ॥

সুস্কানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ ।

সর্বান শ্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিত্যে ভরতর্ষভঃ ॥ ২৫ ॥

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাস্রজঃ ।

বহু ভেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বগৌ ॥” ২৬ ॥

মহাভারত, সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়

যুধিষ্ঠির কলির ৬৫৩ বৎসর গতে বর্তমান ছিলেন। এক্ষণে কলির গতাব্দ ৪৯৯৪। অতএব অদ্যতন সময়ের ৪৩৪১ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্বে ২৪৪৮ অব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন। পরাশর তাঁহার সমসাময়িক, এবং উশনা তাঁহার পূর্বকালীন ঋষি। অতএব বলিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ের ন্যূনাধিক সার্কি চারি সহস্র বৎসর পূর্বে উশনা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সংহিতায়* বস্তুক শব্দ বস্ত্র-বাণিক বৈশ্যের উপাধিরূপে দ্রুত হওয়ায়, ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির প্রাচীনত্ব, এবং সেই জাতির বস্ত্র-বাণিজ্য বিষয়ে আর অপর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না।

* আমরা সচরাচর যে উশনঃ-সংহিতা খানি পাঠ করিয়া থাকি, তাহা নয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এবং তাহাতে ন্যূনাধিক ছয় শত শ্লোক আছে। কিন্তু তাহাতে উল্লিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। এখানি যে নিতান্ত আধুনিক, তাহা উহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উহাতে সমুদ্র-পথে গমনাদি-বিষয়ক নিবেদন দৃষ্ট হয়†। এখানি আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর কোন সময়ে রচিত হইয়া মহামুনি উশনার নামে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ, এবং তখন হইতেই হিন্দুদিগের সমুদ্র-পথে বাতায়ানত নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এ কারণ তখন হইতেই এতদ্বিষয়ক নূতন নূতন ব্যবস্থা সকল প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সংহিতা খানিও ঐ প্রকার কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আমরা যে উশনঃ-সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই, সে খানি যে আদিম সংহিতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা খানি আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত (১৮ পৃষ্ঠা); তখন উল্লিখিত নিষেধার্থক ব্যবস্থাটা প্রচারিত হইবার প্রকৃত অবসর আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; হইলে অবশ্য উহাতে সন্নিবেশিত থাকিত। ঐ সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

† “অনপত্যঃ কূটসাকী পাচকোরগজীবকঃ।

সমুদ্রবারী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ ॥ ৩৩ ॥

বেদনিন্দারভৈষ্য দেবনিন্দারভসুখা।

দ্বিজনিন্দারভৈষ্য তে বর্জ্য্যাঃ আদ্রকর্ষসু ॥” ৩৪ ॥

উশনঃ-সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই অসংখ্য ধন-
 ষাচক শব্দসমূহের মধ্যে কেবল বস্তুক শব্দই শাস্ত্রে বস্ত্র-বাণিক
 বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং ঐ উপাধিটা ন্যূনা-
 ধিক সার্ক চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এখন দেখা যাউক
 যে,—ইদানীন্তন এই অসংখ্য জাতিসমূহের মধ্যে—কাহারো ঐ
 উপাধি-বিশিষ্ট জাতি? তাহা অবধারিত হইলে, তাহারাই
 যে বৈশ্য ও বস্ত্র-বাণিজ্য যে তাহাদেরই বৃত্তি, তাহা অবশ্য
 স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা উপরি অবগত হইয়াছি যে, বস্তুক শব্দের প্রকৃত
 অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি; কিন্তু আবহমান কাল উহার এই
 অর্থই প্রচলিত নহে। কালে উহা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন
 অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ, উহাই বৈশ্যের

“মম্বত্রিবিষ্ণুহারীতবাস্তবক্কোশনোহঙ্গিরাঃ।

ঘমাপত্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥

পরশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।

শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥” ৫ ॥

অর্থ। মম্ব, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, বাস্তবক্ক, উশনা, অঙ্গিরা, বম,
 আপত্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ,
 গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ—ইহারা ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্তক।

অতএব প্রাচীন উশনঃ-সংহিতা খানি যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর
 অধস্তন কালের গ্রন্থ নহে, তাহা এতদ্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।
 উহার পূর্বে বৈদিক মত বা মানব-ধর্মশাস্ত্র সর্বত্র প্রচলিত ছিল, এবং
 কেবল বস্তুকেরাই বস্ত্র-বাণিক ছিলেন। তদুত্তরাবধি বস্তুকদিগের কর্মে
 জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তৎপরে তাঁহারা বৈশ্যের ন্যায় বস্ত্র-বাণিজ্য
 অবলম্বন করিয়া থাকিবেন (১৯ পৃষ্ঠা)।

বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বস্তুক ও বৈশ্য একার্থ-বাচক শব্দ। দ্বিতীয়তঃ, বৈশ্যের অর্থাৎ বস্তুকের একতম বৃত্তি বাণিজ্য, অতএব বস্তুকেরা বণিক্। শাস্ত্রানুসারে বণিক্ কর-প্রদায়ী। কি ছোট, কি বড়, বণিক্ মাত্রেই রাজাকে কর প্রদান করিয়া থাকেন*। এরূপ অবস্থায় বস্তুক শব্দ যে কর-প্রদায়ী-বৈশ্য-বণিক্ অর্থের পরিবর্তে বৈশ্য-বণিক্-প্রদত্ত-কর-অর্থ প্রতিপাদন করিবে, তাহা বড় বিচিত্র নহে। পরে প্রতীত হইবে যে, ভাষাবিশেষে উহার এই প্রকার অর্থই লক্ষিত হয়।

আমরা উপরি উল্লেখ করিয়াছি যে, বস্তুক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যে সকল অভিধান এক্ষণে প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে কোন এক থানিতেও উহার গুরুপ অর্থ দৃষ্ট হয় না। তবে কি আমরা এক্ষণে উহার গুরুপ অর্থের নূতন সূচনা করিবার কল্পনা করিয়াছি? তাহা নহে। কেবল যে সংস্কৃত ভাষায়

* এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই; বখা, মনু-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে—

“ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ মপরিব্যয়ম্।

যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্।” ১২৭ ॥

অর্থ। বস্ত্রলবণাদি পণ্যদ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, পথের দূরতা, আহারাদির ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণার্থ ব্যয়, এবং লাভ,—এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া রাজা বণিক্দিগের নিকট কর আদায় করিবেন ॥

অপি চ,

“যৎকিঞ্চিদপি বৃষস্য দাপয়েৎ করসংজিতম্।

ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনম্।” ১৩৭ ॥

অর্থ। যাহারা স্বদেশে সামান্য দ্রব্যাদির বাণিজ্যে জীবিকা করে, তাহাদিগেরও নিকট রাজা কিছু না কিছু বার্ষিক কর লইবেন।

বস্তুক শব্দ ধন-বাচক অর্থে প্রয়োগ ছিল, এমন নহে ; যে সকল ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহাদের মধ্যেও অনেকানেক ভাষায় অদ্যাপি উহার এরূপ অর্থের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা কর্ণাটী ভাষায় যে “বোকস” শব্দ দেখিতে পাই, উহা বস্তুক শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। উহার অর্থ ধন, রাজস্ব, ইত্যাদি। উল্লিখিত ভাষায় বস্তুক শব্দের ‘ব’-কার ‘ও’-কারান্ত হওয়ায় ‘ক’-কার ‘স’-কারের পূর্বে আসিয়া দ্বিত্ব হইয়া গিয়াছে, এবং ‘স্ব’-কার অকারান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। ‘ক’-কার যে উচ্চারণভেদে ‘স’-কারের পূর্বে আসিয়া থাকে, তাহা যে, কেবল কর্ণাটী ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নয়, আমাদিগের মাতৃভাষাতেও উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা যে “বাসক” বৃক্ষকে এত মহোষধ বলিয়া জানি, চলিত ভাষায় তাহাকে “বাকস” বলে। এ স্থলেও ‘ক’-কার উচ্চারণভেদে ‘স’-কারের পূর্বে আসিয়াছে। ‘ব’-কারের স্বভাব-স্বলভ অপভ্রংশ ‘বো’-কার। ‘বো’-কারের পর ‘ক’-কারের সহজেই দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। তৎপরে ‘স্ব’-কার অকারান্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বস্তুক শব্দ এইরূপে উচ্চারণভেদে কর্ণাটী ভাষায় বিকৃত হইয়া বোকস-রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুক ও বোকস শব্দে আপাততঃ যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল ভাষাগত বৈলক্ষণ্য বই আর কিছুই নয়। শব্দ দুইটি আদৌ এক, উচ্চারণভেদে কালে কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের ইংরাজি অভিধানে বোকস শব্দের অর্থ ; যথা,—

“BOKKASA, Karn. (বোঙ্কস*) Treasure.

Bokkasadamane, Karn. (বোঙ্কসদমনে) A treasury.*
—*A Glossary of Judicial and Revenue Terms, &c.*
By H. H. Wilson, Esq., M. A., F. R. S.; London :
1855.

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, কর্ণাটী ভাষায় এখনও বহুক শব্দের প্রকৃত অর্থের ব্যবহার আছে, কিন্তু আর্য্যাবর্তের কোন ভাষাতেই এখন আর উহার ওরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনায় আর্য্যাবর্তের বহুতর গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজন্যগণের যত্নে ও উৎসাহে তথায় অনেকানেক গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বে মেঘাতিথির যে মনুভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেই অক্ষত ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার তীর-বাসী কাষ্ঠানগরাধিপতি জাটরাজ মদনপাল দাক্ষিণাত্য হইতে উহার জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনায় আর্য্যাবর্তে সনাতন হিন্দুধর্মের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসাদকালে তথায় হিন্দুগ্রন্থাদির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়।

সামান্যতঃ উক্ত হইয়া থাকে যে, শাক্যমুনি খৃষ্টের পূর্ব ৫৮৮ অব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে খৃষ্টের পূর্ব ৫৪৩ অব্দে, যখন তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম,

* আমরা এই দুই স্থলে কর্ণাটী অক্ষরের পরিবর্তে বাঙ্গালা অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি।

তখন তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। অনেকেই তাঁহার মতানুবর্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এখন যে রূপ স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়া পরিগণিত, উহা আদিতে সেরূপ ছিল না। উহা বৈদিক বা মানব-ধর্ম হইতেই উৎপন্ন, এবং তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। উহা অন্ততঃ খৃষ্টের পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অভিন্ন ভাবেই বিদ্যমান ছিল। কারণ সেরূপ না হইলে মিগেস্থিনিস্, যিনি খৃষ্টের পূর্ব ৩০২ অব্দে ভারতে আসিয়া বসতি করিয়া ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনি অবশ্যই উহার বিষয়ে কিছু না কিছু স্পষ্টাক্ষরেই লিখিতেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, তখনও, বোধ হয়, বৌদ্ধদিগের আচারব্যবহার বৈদিক আচারব্যবহারের মতই ছিল, ভিন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে সাধারণ বৈদিক সমাজ হইতে অবশ্যই প্রভেদ করিতেন। উহার কোন অধস্তন কালে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয় নৃপতিদিগের মধ্যে অশোক রাজাই সর্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন, এবং তাঁহার উৎসাহে উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদেবের নির্বাণের আনুমানিক ২৮৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব ২৫৯ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব ২৫০ অব্দে আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন। তিনি পেশোয়ার, দিল্লী, প্রয়াগ, গিরনার, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা স্থানে বৌদ্ধ অনুশাসনপত্রনিচয় খোদিত করাইয়াছিলেন।

অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টের পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যকালে বৌদ্ধধর্মের সমধিক প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার সেই অনুশাসন-পত্রগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কুষানদীর উত্তর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের বিস্তার ছিল। কুষানদীর দক্ষিণ-পারশ্ব দেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল না। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি অপর ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ভাব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি সরল হইলেও তাঁহার রাজ্যে হিন্দুদিগের বাস একেবারে নিরাপদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার একখানি অনুশাসন পত্রে লিখিত আছে যে, যে সকল পাষণ্ডের বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে আদেশ পাইয়াছে*। তাঁহার এই শাসন-প্রণালী দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধব্যতীত অপর ধর্মাবলম্বীদিগের বাস এক সময়ে অতীব সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কারণ তিনি এরূপ এক অত্যাচার নিবারণের মানসেই ওরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। নচেৎ, ওরূপ অনুশাসনের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। বোধ হয়, ঐ সময়েই অধিকাংশ হিন্দুগ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। উল্লিখিত অনুশাসন-পত্রগুলি দ্বারা ইহাও

* “দেবানম্ পিয়ে পিয়দগি রাজা ভবত ইচ্ছতি সবে পাষণ্ড বংসেন্ন সবে তে সয়মঞ্চ ভাবহুচ্ছিন্ চ ইচ্ছতি।”

“দেবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মে আস্থা-শূন্য ব্যক্তি সমুদায়) সর্বত্র (নির্বিস্ত্রে) বাপ করুক, কেন না তাহারাও ভাবগুচ্ছি ও ধর্মশাসন ইচ্ছা করে।”

(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ২৪৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।)

স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি পরকীয় রাজ্যে প্রচারক দ্বারা বৌদ্ধধর্মের ঘোষণা করেন। কিন্তু স্বরাজ্য মধ্যে তিনি স্বকীয় ধর্মের যে রূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, পরকীয় রাজ্যে কেবলমাত্র প্রচারক দ্বারা যে সেরূপ করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব কৃষ্ণানদীর অপর পারে বৌদ্ধদিগের উপদ্রব যে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, বা একেবারে ছিলই না, তাহাও একপ্রকার অনুমিত হয়। তাহাতেই, বোধ হয়, ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি হিন্দুগ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছিল। অতএব কণাট্ অঞ্চলের গ্রন্থপরম্পরায় বহুক শব্দের প্রকৃত অর্থ যে অবিহীন ভাবে চলিয়া আসিবে, তাহা বড় বিচিত্র নহে। আর্য্যাবর্ত-ভাগে সেরূপ সম্ভাবনা ছিল না। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবে হিন্দু-গ্রন্থাদি একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রাচীন অভিধানগুলিও নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে গুলিতে বহুক শব্দের ধন-বাচক অর্থ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব, তা সে গুলি আর কোথায়? প্রাচীন অভিধানের অদর্শনে অধস্তন-কালীন অভিধান-প্রণেতারা আপনাদিগের গ্রন্থে তাহার কেবল অনুরূপ ভাবার্থই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রচলিত অভিধান গুলির মধ্যে অমরকোষ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের গ্রন্থে বহুক শব্দের প্রকৃত অর্থ দৃষ্ট হয় না। তাহাতে উহা কেবল অর্ক ও লবণ বিশেষ অর্থেই ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ওগুলি উহার ভাবার্থ, ওগুলি উহার প্রকৃত অর্থ নহে। কালে অর্থের বিকৃতি হইয়া উহাতে ওরূপ অর্থ সংযোজিত হইয়াছে। এই অর্থ-যোজনার সমালোচন পরে হইবে। অমরসিংহও কিছু

অতি প্রাচীন কালের লোক নহেন। তাঁহার গ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া গণ্য ইহাতে পারে না। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন*। অতঃপ্রাচীন কালে প্রাচীন শব্দের উপর নানা অর্থ আরোপিত হইবার পক্ষে অনেক কারণ থাকিতে পারে। অমরকোষ অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থে বহু শব্দের প্রকৃত অর্থ লক্ষিত হওয়াই সম্ভব। উদাহরণ-সংহিতার যে শ্লোকে উহার ঐরূপ অর্থের ব্যবহার আছে, তাহা যে অন্ততঃ ঐরূপ কারণ-বশতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব কালেই রচিত, তাহা এতদা-লোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। তা এই সংহিতা খানি যে অতি প্রাচীন, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গে একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, এখন বহু শব্দের নষ্ট অর্থের পুনরুদ্ধার করা সর্বতোভাবে সম্ভব ও আবশ্যক কি না। এখন আর ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থের অভাব থাকা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না,—উহাকে এক্ষণে প্রকৃতিস্থ করাই কর্তব্য।

* অমরসিংহ নবরত্নের একতম পণ্ডিত। নবরত্নের নাম ; যথা,—

“ধ্বস্তুরিঃ ক্ষপণকোহমরসিংহশঙ্কু-

বেতালভট্টঘটকপরকালিদাসাঃ ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং

রত্নানি বৈ বরকৃচি নব বিক্রমস্য ॥”

জ্যোতির্বিদ্যাতরণ ।

নবরত্নের একতম পণ্ডিত বরাহমিহিরাচার্য্য। তিনি আপনাকে “আবজ্জিক,” অর্থাৎ অবজ্জি বা উজ্জয়িনী-নিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া-ছেন। তিনি ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডখাদ্যের আমরাজ-কৃত টীকার প্রমাণানুসারে ৫০৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন ; যথা,—

“নবাব্দিকপঞ্চশতসংখ্যাক্ষকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ ।”

এতদনুসারে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নবরত্নের সময় আসিয়া পড়ে।

(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, ৫৮ পৃষ্ঠা।)

ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, উশনঃ-সংহিতায় বস্ক শব্দ বস্ত্র-বাণিক্য বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং উহাতে তন্তুবায় ও বস্কদিগের বৃত্তিগত পরস্পরভেদ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। উশনঃ-সংহিতা আনুমানিক সার্ব্ব চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন। অতএব বলিতে হইবে যে, বৈশ্যেরা অন্ততঃ ঐ প্রাচীন কাল হইতেই বস্ক আখ্যায় বস্ত্র-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু “বস্ক” বৈশ্যের বৃত্তি-গত উপাধি নহে, উহা তাঁহার বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বলিতে হইবে যে, ভগবান্ মনুর সময় হইতেই তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহারা তদবধিই ঐ উপাধি ধারণ করিয়া বস্ত্র-বাণিজ্য করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ মনু বৈশ্যের সম্বন্ধে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল এক বস্কের পক্ষেই খাটে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দেশ কাল ও লাভালাভ-দর্শী বৈশ্যেরা, অর্থাৎ বস্কেরা ভগবান্ মনুর সময়ে কত দেশদেশান্তরে গিয়া বিধর্ম্মী রাজাদিগের রাজ্যে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেন*।

* “সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং† দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।

লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৩১ ॥

ভূত্যানাঞ্চ ভূতিং বিদ্যাভ্যাশাচ্চ বিবিধা নৃণাম্।

দ্রব্যানাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ ॥” ৩৩২ ॥

মনু-সংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

অর্থ। বৈশ্যেরা বিক্রয় বস্ত্রাদির উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, পশুদিগের পুষ্টির উপায়, ভূতাদিগের দেশ কাল ও কর্ম্মানুসারে বেতন, নানা প্রকার লোকের ভাষা, দ্রব্যগুলির স্থান-যোগ, —অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কোন্ স্থান হইতে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, তদ্বিষয়,—ও ক্রয়বিক্রয়ের কালাকাল জানিবে ॥

† “ভাণ্ডশব্দেন বিক্রয়বস্ত্রাজিনাহ্মচ্যুতে”—ইতি মেধাতিথিঃ।

তঁাহারা তদবধি জলপথে তত্তদ্দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। তঁাহারা “সমুদ্রযান-কুশল” ছিলেন*। কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অধস্তন কালের একরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবিয়া থাকেন যে, আর্য্যসমাজের জলপথে বাণিজ্য-প্রতিভা আদৌ ছিল না। তঁাহারা বলেন যে, প্রাচীন কালে যে যে দ্রব্য ভারতক্ষেত্রে উৎপন্ন হইত, সেগুলি আরব-দেশীয় লোকেরাই জলপথে ভারত হইতে লইয়া যাইতেন†। কিন্তু এ কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা

* “সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।

স্বাপন্নস্তি তু যাং বুদ্ধিং সা তত্রাধিগম্য প্রতি ॥” ১৫৭ ॥

মহু-সংহিতা, ৮ম অধ্যায়।

অর্থ। সমুদ্রযান-কুশল ও দেশকালার্থদর্শী বণিকেরা যে বুদ্ধি ব্যবস্থাপিত করেন, তাহা যে স্থানে পৌঁছিয়া দিবার কথা তথায় পৌঁছাইয়া দিলে বা যে কাল পূর্ণ হইলে পাইবার কথা তাহা পূর্ণ হইলে পাউতে পারে।

† “There are but two possible means of conveying the commodities of India to the west, one by land through Persia or the provinces on the north, the other by sea; and if by sea, Arabia must in all ages have been the medium through which this commerce passed, whether the Arabians went to Malabar itself, or obtained these articles in Karmania, or at the mouths of the Indus.

In order to set this in its proper light, it is necessary to suppose, that the spices in the most southern provinces of India were known in the most northern, and if from the north, they might pass by land; from the south, they would certainly pass by sea, if the sea were navigated. But in no age were the Persians, Indians, or Egyptians, navigators; and if we exclude these, we have no other choice but to fix upon the Arabians, as the only nation which could furnish mariners, carriers, or merchants in the Indian Ocean.”—*The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean. By William Vincent, D. D., London: 1807; Vol. II., pages 61-62.*

সম্ভ্রমণ হয় না। বরং সে গুলিতে তদ্বিরুদ্ধ পক্ষই সমর্থিত হইয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্র সমালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী হইতে* ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েলের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত† আরবীয়েরা দলে দলে ভ্রমণ করিয়া কেবল স্থলপথেই বাণিজ্য করিয়া

*“ But if Arabia was the centre of this commerce, Petra was the point to which all the Arabians tended from the three sides of their vast peninsula : here, upon opening the oldest history in the world, we find the Ishmaelites, from Gilead, conducting a caravan of camels loaded with the spices of India, the balsam and myrrh of Hadramaut ; and in the regular course of their traffic, proceeding to Egypt † for a market. The date of this transaction is more than seventeen centuries prior to the Christian era ; and, notwithstanding its antiquity, it has all the genuine features of a caravan crossing the Desert at the present hour.”—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 262.*

† “ Wedan and Javan (probably cities near the Straits of Babel-Mandeb) brought thee from Uzal (the district of Sanaa) wrought iron, cassia, and cinnamon, in exchange for thy wares. Dedan (one of the Bahrein islands in the Persian Gulf) was thy merchant in precious cloths for chariots. Arabia and all the princes of Kedar (the nomad tribes of northern Arabia) were the merchants of thy hand in lambs, and rams, and goats : in these were they thy merchants. The merchants of Sheba (Saba or Mariaba) and Raamah (an Arabian city on the Persian Gulf), they were thy merchants : they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones and gold. Haran, Cannah, Aden, and the merchants of Sheba (Saba), Ashur, and Chilmad (Arabian tribes), were thy traffickers.”—*Ezekiel XXVII. 19-23, according to Michaelis and Gesenius.*

‡ Genesis, XXXVII, 25.

উল্লিখিত “সেবা” (Shoba) প্রদেশ পশ্চাৎ “সেবীয়া” (Sabea) নামে প্রসিদ্ধ হয়। তথায় ভারতীয় জাহাজ আসিয়া লাগিত (পশ্চাৎ দেখুন)।

বেড়াইতেন * । তাঁহাদের ভাষায় এক্ষণে যে “কৈৰুওয়ান্” শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা আবার উহার এক অবিনশ্বর সাক্ষীস্বরূপ † ।

কিন্তু তাঁহাদের এ শব্দটী পারসী “কারুওয়ান্” শব্দের রূপান্তর মাত্র । অতএব বলিতে হইবে যে, তাঁহারা এত-দ্বিষয়ে কেবল পারসীকদিগেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন,— অর্থাৎ পারসীকেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর কালের বণিক্, এবং তাঁহারা উহাদিগের নিকট এবম্প্রকার বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন । উপরি যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্ট জন্মাইবার সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে তাঁহাদের এরূপ শিক্ষা । তাঁহারা অত প্রাচীন কালে পারসীকদিগের সাহায্যে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন বলিয়া প্রতীতি হয় । পারসীকেরা আবহমান স্থল-বণিক্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ।

প্রাচীন গ্রন্থাদির সমালোচনায় আরবীয়দিগের স্থলপথে বাণিজ্যেরই বহুতর প্রমাণ লক্ষিত হয় । তাঁহারা আপনা-

* এক্ষণে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আরবের ক্রোড়-বাহিনী লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম “ইডুমিয়ান্ সি” (Idumean Sea) । আরবীয়দিগের আদিপুরুষ “ইডম্” (Edom) বা “ইসু” (Esau) । তাঁহার নামানুসারে উহার গুরুপ আখ্যা । ইডম্ শব্দ তাঁহাদের ভাষায় “লোহিত” অর্থ বুঝায় । এ মতে, না হয়, বলিতে হইবে যে, তাঁহারা লোহিত সাগরে বাণিজ্য করিতে পরাঘুৰ ছিলেন না । কিন্তু অত প্রাচীন কালে ভারতসাগরে তাঁহাদের বাণিজ্যের কোন প্রমাণ নাই ।

† খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আরবীয়েরা ইউরোপের পূর্বসীমা পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ফরাসী “কারাভানি” (Caravane), এবং স্পেন-দেশীয় “কারাভানা” (Caravana) শব্দ গুলির উৎপত্তি হয় ।

দের মরুভূমির মধ্যে বাজার বসাইতেন। ঐ বাজার ক্রমে গ্রাম বা নগর রূপে পরিণত হইত *। উহার এক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা বাইবেল নামক ধর্মপুস্তকে কোন একটা নগরের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা আদিতের আরবীয় বাজার মাত্র ছিল, এবং খৃষ্ট-পূর্ব বিংশতি বৎসরের মধ্যে সংস্থাপিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় †।

এই সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আরবীয়েরা স্থলপথে পারসীকদিগের নিকট ভারতীয় দ্রব্য পাইয়া আপনাদের মরুভূমির মধ্যে বাজার বসাইয়া বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্ট জন্মাইবার দুইশত বৎসরের পূর্বাধি তাঁহাদের ঐরূপ বাণিজ্য চলিয়াছিল। তৎপরে তাঁহাদের ভারতসমুদ্রে যাতায়াতের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক গ্রন্থকার আগাথার্কাইড্‌স্‌ই এবিষয়ে প্রথম প্রমাণ। তাঁহার সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব ১৭৭ অব্দে তাঁহাদের এই অঞ্চলে বাণিজ্য চলিতে ছিল ‡।

* “ Basra, Bozra, and Bosara, is a name applicable to any town in the desert, it signifies rough or stony ground; and thus we have a Bosara in Ptolemy near Baskat, and a Bozra familiar in Scripture, denoting an Arabian town in the neighbourhood of Judea, taken by the Maccabees.”—*The Voyage of Nearchus. By William Vincent, D. D., London: 1747; page 405.*

† Genesis, XXXVI, 33. ঐ বাজার বা নগরের নাম “বোজরা” (Bozrah) গ্রীস দেশীয় লোকেরা উহাকে পিট্রা (Petra) বলিতেন।

‡ “ I conjecture that it was Aden which Agatharchides describes without a name, when he places a city on his White Sea without the straits; from whence, he says, the Sabaeans sent out colonies or factories into India, and where the fleets from Persia, Karmania, and the Indus, arrived. He specifies large ships employed for this purpose; and though his mention of islands

তাহার পূর্ব্ব তাঁহাদের তথায় বাণিজ্য চলিলে তিনি অবশ্যই তাহার বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিতেন। অতএব খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই তাঁহাদের এই অঞ্চলে বাণিজ্যের আরম্ভ বলিয়া ধাৰ্য্য করা যুক্তিসঙ্গত।

আগাথার্কাইড্‌সের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরবীয়দিগের ভারতে আসিবার বিষয়ে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁহারই গ্রন্থে এবিষয়ের এই প্রথম উল্লেখ। তাঁহারা তদবধি বস্তুকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকিবেন। পরে সুবিধা পাইয়া ভারতে আপনাপন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়া ভারতের দ্রব্য সকল সাক্ষাৎ হস্তগত করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে আপনাদিগের বাণিজ্যের মহোন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সুপ্রসিদ্ধ

may suggest an idea of Socotra, Curia Muria, and the coast of Oman, it seems far more probable that his intelligence was imperfect, and that these fleets, which he describes, must have been found in the same port which the *Periplus* assigns them, as long as the monopoly continued in the hands of the Sabeans.

The testimony of Agatharchides is, in one point, highly important; for it is the first historical evidence to prove the establishment of Arabian colonists, or rather resident factors and merchants, in the ports of India: it is a fact in harmony with all that we collect in later periods, from Pliny, and the *Periplus*, and Cosmas: and we may from analogy conclude, that it was equally true in ages antecedent to Agatharchides; that is, as early as we can suppose the Arabians to have reached India. The settlement of their own agents in the country was most convenient and profitable, while the manners and religion of India created no obstacle to the system"—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., pp. 328-329.*

রোমীয় গ্রন্থকার প্লিনির জীবদ্দশাতেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্বে, দলে দলে আসিয়া মালাবার উপকূলে বসতি করিয়াছিলেন*। মালাবার আখ্যাটি তাঁহাদিগের কারণই লক্ক, উহার প্রাচীন নাম “কেরল”†।

খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরবীয়েরা ভারত সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ হয়, জলযানোপযোগী দিগ্-নির্ণয়যন্ত্রের ব্যবহারও শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের ভাষায় যে “বসল” (Bussola) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা তাঁহারা উল্লিখিত যন্ত্রকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। বসল শব্দ সংস্কৃত “বহুল” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র‡।

* “The king retained the native worship of the Indian Bacchus, above the Ghauts; while the inhabitants on the coast were Arabians, or had embraced the superstition of the Arabians.”—*Pliny translated. In Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 284, footnote.*

† Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II., page 326, Note I.

‡ ইটালি ভাষাতেও ঐ শব্দের প্রবেশ কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইটালি দেশীয় বণিকেরা খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভে আলেকজান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তদুপলক্ষে ঐ শব্দটা তাঁহাদের ভাষাতেও প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

উল্লিখিত সময়ে আলেকজান্দ্রীয়া নগর একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণিকেরা তথায় বাণিজ্যোপলক্ষে মিলিত হইতেন। যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বহুলকেরাও ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে গিয়া বাণিজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে প্রতিযোগিতা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্তই, বোধ হয়, “বহুল” শব্দ ইটালি ভাষাতেও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আরবীর ন্যায় এখনও ইটালি ভাষায় উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থের ব্যবহার আছে, কিন্তু এদেশীয় ভাষাতে এখন আর উহার ওরূপ ব্যবহার নাই। এক্ষণ অধুনা সঙ্গজেই এমন ভ্রম হইতে পারে যে, ভারতীয় যন্ত্রটা বুঝি আরব, না হয়, ইটালি দেশীয় যন্ত্রের অনুরূপ।

(বস্তু + লীয়তে = দীয়তে যেন ইতি বস্তুলঃ; যদ্বারা ধনো-পার্জন হয়।) ঐ যন্ত্রই বস্তুকদিগের ধনোপার্জনের উপায়-স্বরূপ ছিল, অতএব উহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। তাঁহাদের আপন আখ্যার সহিত তাঁহাদের দিঙ্-নির্ণয়যন্ত্রের আখ্যার সম্যক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয় আখ্যাই এক ধন-বাচক শব্দে সঙ্গঠিত। বসল ও বস্তুল শব্দের আকারগত যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য মাত্র, তত্ত্বিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। ভারতে তাঁহাদের অধিকার-স্থাপনের পূর্বেই ভারতের সমগ্র বাণিজ্য তাঁহাদেরই হস্তগত হইয়াছিল। তখন জলপথে বাণিজ্য বিষয়ে কেহ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা তখন ভারতের দ্রব্য লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন*।

* সিংহলদ্বীপ-বাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা খালিফ্ অবদল্ মেলেক্ বেন্ মেবুওয়ানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরব ছাড়িয়া ইউফ্রেটিস্ নদী বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কনকান্ প্রভৃতি স্থানে, সিংহলদ্বীপে ও মলয় বা মলক্কাউপদ্বীপে বসতি করেন। যাহারা সিংহল-দ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা ঐ দ্বীপের উত্তর-পূর্ব, উত্তর, এবং পশ্চিম তীরে আটটা বস্তি সংস্থাপন করেন। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মান্নার ও মান্-টোটাহ্ আরবীয়দিগের বাসস্থানের বিশেষ সুবিধা-বশতঃ বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। তথাকার মুসলমানেরা এদিকে ইজিপ্ট, আরব, পারস্য ও মালাবার উপকূলে, ওদিকে করমণ্ডল উপকূলে, স্বদেশোপসাগরের পূর্বতীরে, মলক্কা, সুমাত্রা, যাবা ও মলুক্‌সদ্বীপে এবং চীন দেশে আপনাদিগের বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা

তাঁহাদের সেই বাণিজ্যপ্রভাবে তখন হইতেই বহুকদিগের সমুদ্রপথে গমনাগমন একেবারে রহিত হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থও এদেশে লোপ হইয়া যায়। এদেশে লোপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু আরবীয়-দিগের মধ্যে উহার ঐরূপ অর্থ ই থাকিয়া যায়।

সে যাহা হউক, প্রাচীন গ্রন্থাদি সমালোচনা করিলে হিন্দুদিগের জলপথে বাণিজ্যবিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্বে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা করিয়াছি। পূর্বোক্ত পণ্ডিতবর আগাথার্কাইড্‌স্, যিনি খৃঃ-পূঃ ২য় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনিও তখন আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীদিগের ঐ প্রকার সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা তখন সিন্ধুনদীর মোহানা হইতে যাত্রা করিয়া সেবিয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিতেন (৫৫ পৃষ্ঠা)। গ্রীস্দেশীয় বণিক্‌ এরিয়ান্, যিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইজিপ্ট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও তখন দাক্ষিণাত্যবাসী-দিগের ঐ প্রকার বাণিজ্য-বিষয়ক প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহারা তখন করমণ্ডল উপকূল হইতে বড় বড় জাহাজ

এইরূপে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ার সমগ্র বাণিজ্য-কর্ম্ম আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যবলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহাদের বাণিজ্যের ইয়ত্তা ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা নিষিদ্ধবাদে বাণিজ্য করিয়াছিলেন। পরে পর্তুগীজদিগের আগমনে তাঁহাদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।—(A Letter to the Secretary &c. By Sir Alexander Johnston, Knt., V. P. R. A. S. In Transactions of R. A. S., Vol. I., Art. XXXII., pp. 538-539.)

লইয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া মলয় উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতেন * । চীনদেশীয় ভ্রমণ-কারী ফাহিয়ন্ (Fa-hian); যিনি খৃষ্টীয় ৩৯৯ হইতে ৪১৪ অব্দের মধ্যে ভারত দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তৎপরে যাবাদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন, এবং তথায় তিনি হিন্দুদিগকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন † । জার্মানি-দেশীয় সুপণ্ডিত ডাক্তার বুলার সাহেব এতদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ‡ । খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

* “Among the marts and anchorages along this shore to which merchants from Limurike and the north resort, the most conspicuous are KAMARA and PODOUKE and SOPATMA, which occur in the order in which we have named them. In these marts are found those native vessels for coasting voyages, which trade as far as Limurike, and another kind called *sangara*, made by fastening together large vessels formed each of a single timber, and also others called *kolandiophonta*; which are of great bulk and employed for voyages to KHRUSE and the GANGES.”—*McGrindle's Translation of the 'Periplus,' pp. 140 142.*

† যাবা-দ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, খৃষ্ট-পূর্ব ৭৫ অব্দে হিন্দুরা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে ঐ দ্বীপে গমন করেন। তথায় গমন করিয়া তাঁহারা একটা অদ্ভুত প্রচলিত করেন। ঐ অদ্ভুত এখনও তথায় প্রচলিত আছে।—(Elphinstone's History of India, Cowell's Edition, London : 1866; pp. 185-186.) যাবা দ্বীপ হইতে দেব-দেবীর কতকগুলি প্যাণাময় মূর্তি সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা হইয়া মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এক সময়ে ঐ দ্বীপে হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল।

‡ “During the time when Hindu rulers were strong, travelling beyond the sea, and living in foreign countries, was not forbidden. Numerous Sanskrit inscriptions in Champa, Kambooja (Tonking and Annam), in Java, and Sumatra, tell

ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন হইতেই সনাতন হিন্দুধর্ম কুমংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তখন হইতেই হিন্দুদিগের আচারব্যবহার ও ধর্মকর্ম অনেকাংশেই পরি-
বর্তিত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তখন হইতেই বহুকদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্যকর্ম একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, আফ্রিকা অঞ্চলে ষাঁহার। “বসোকো” বলিয়া প্রসিদ্ধ *, তাঁহারাই যে সেই আদিম বহুক জাতি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বসোকো শব্দ যে বহুক শব্দের অপভ্রংশ, তাহা বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক না দেখিলেও আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করিবেন। বহুক শব্দ আবার কাল ও স্থান ভেদে, বোধ হয়, তথাকার কোথাও বা “বসোগা” †, কোথাও বা “উসোকি” ‡, ইত্যাদি রূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিশেষ পরিচয়ের অভাবে তত্তনামে তথায় এক এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বহুকদিগের সঙ্গে যে সকল তন্তুবায় আফ্রিকাদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা, বোধ হয়,

us that Hindus conquered these countries, and held them from the second century of the Christian era downwards until the twelfth century. Temples of Shiva and Vishnu were built there, the Vedas, the Puranas, and the Bharata, were recited in those distant regions, among whose settlers were numerous Brahmins.”—Dr. Buhler as quoted from the *Bombay Gazette* in “*The Indian Mirror*” of July, 1890.

* “*Basoko*.”—In Darkest Africa. By Henry M. Stanley, D. C. L. Oxon., L. L. D. Edin., London : 1890 ; page 361.

† “*Basoga*.”—Do. Do. page 539.

‡ “*Wasoki*.”—Do. Do. Do. 473.

এখন “বসোনগোড়া”*, অর্থাৎ বসনগড়া নামে পরিচিত। বসনগড়া জাতি আবার স্থানভেদে তথাকার কোথাও বা “উসোনগোড়া”† নামে খ্যাত বলিয়া বোধ হয়।

ভগবান্ মনুর সময় হইতেই বহুকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন; কোন এক সময়ে যে তাঁহারা আবার ওরূপ প্রদেশে গিয়া তন্তুবায় সমেত বাস করিয়া-ছিলেন, তাহাও এক্ষণে এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় বলিয়া অবধারিত করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দে ‡ হিপালসের ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে ভারতের সহিত ইউরোপ-বাসীদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য সংস্থাপিত হয়। ইউরোপ হইতে ভারতে যাতায়াত কালে বণিকদিগের পক্ষে ইজিপ্ট পথই অতি সরল ও সুবিধাজনক ছিল। বিশেষতঃ, ইজিপ্ট-বাসীদিগের বাণিজ্যবিষয়ে তৎকালে

* “*Basongora*.”—Stanley’s *Darkest Africa*, page 123.

† “*Wasongora*” or “*Usongora*.”—Do. Do. 473.

‡ কোন সময়ে হিপালস ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন, তাহা কিন্তু সম্যক অবধারিত নাই। তবে উহা যে সেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক-গ্রন্থকার ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ, তিনি ইজিপ্ট দেশে বাস করিতেন, এবং উহা তাঁহার জীবদশায় ঘটিলে, তিনি অবশ্য তাহা শুনিতে পাইতেন। পক্ষান্তরে, সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে যে, উহা ক্লডিয়স্ নামক রোমীয় সম্রাটের অধিকার কালের ঘটনা। খৃষ্টীয় ৫৪ অব্দে তাঁহার রাজত্বের শেষ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৫৪ অব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে ঐ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (আমরা এ বিষয়ে ডাক্তার ভিন্সেন্ট সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে উপরি ‘৪৭’ অঙ্কটি সন্নিবেশিত করিয়াছি।) কিন্তু উহা যে প্লিনির জীবদশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্বে, তাহা ঐ রোমীয় লেখকের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

সমধিক উৎসাহ ছিল। সেই জন্য ভারতের সহিত পূর্ব

“ And for a long time this was the mode of navigation, until a merchant discovered a compendious route whereby India was brought so near that to trade thither became very lucrative. For every year a fleet is despatched, carrying on board companies of archers, since the Indian seas are much infested by pirates. Nor will a description of the whole voyage from Egypt tire the reader, since now for the first time correct information regarding it has been made public.”—*Pliny translated. In McCrindle's Translation of the 'Periplus,' Introduction, page 5.*

প্লিনির লেখায় স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পূর্বে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতেরা ভারতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতেন না। ঐ অব্দের পর ইজিপ্ট-নিবাসী গ্রীক ও রোমীয় বণিকেরা ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য আরম্ভ করেন, তাহাতেই তাঁহারা ভারতের তদন্ত পাইয়াছিলেন।

খৃষ্ট-পূর্ব ৩০১ অব্দে টলেমি নামে এক জন গ্রীস-দেশীয় সেনাপতি ইজিপ্ট অধিকার করেন। তৎপশ্চাৎ নূপতিরা তথায় ঐ নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব ৩০ অব্দ পর্য্যন্ত উহা গ্রীকদিগের শাসনাধীন ছিল। তাঁহাদিগের অধিকার-কালে তথায় বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তদবধি, এমন কি ষ্ট্রাবোর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের মধ্যে ভারতের সহিত উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য স্থাপিত হয় নাই। তদদেশীয় বণিকেরা তাবৎকাল আরবের অন্তর্গত সেবিয়া নামক প্রদেশে আসিয়া ভারতের দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতেন। ওখানে তখন ভারতের জাহাজ আসিয়া লাগিত। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপনার্থ ডাক্তার ভিন্সেন্ট সাহেবের গ্রন্থ হইতে নিম্নে এতদ্বিষয়ক কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

“Huet, Robertson, and Harris are all very desirous of finding a trade with India under the Ptolemies; but the two latter, as they approach the real age, when this commerce took place, upon the discovery of Hippalus, fully acknowledge, that all proofs of a more early existence of it are wanting; no contemporary author asserts it: and the testimony of Agatharchides, whether we place him in 177, or with Dodwell, in 104, A. C. affords perfect evidence to the contrary. The internal evidence of the work itself carries all the appearance of genuine truth, and copied as it is by Strabo and Diodorus it obtains additional authority. They have both added particulars, but none which prove a direct communication with India in their own age. They

গোলার্কের মধ্যে ইজিপ্ট প্রদেশেই বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে নানাদিগদেশীয় বণিকেরা ইজিপ্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ সময়ে বহুকেরাও তন্তুবায় সমেত তথায় গিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে যেরূপ প্রমাণ লক্ষিত হয়, তাহাতে আমাদিগের এ অনুমান সম্যক্ সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ। ইজিপ্ট-বাণীরা প্রাচীন কালে কার্পাস বিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের রাজা অবধি দ্রিদ্ৰ পর্যন্ত সকলেই শাণবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহারা যে কেবল শাণবস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন, তাঁহাদের খিবস্ নামক রাজধানীতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তথায় যে সকল কবর দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে শাণ-বস্ত্রের উৎপত্তি ও শাণবস্ত্রের বয়ন-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা অতি পরিপাট্যরূপে চিত্রিত আছে। তাঁহাদের নিকট প্রথমে

both terminate their information at Sabea, where he does, and both suppress one circumstance of his work which Photius has preserved, that ships from India were met with in the ports of Sabea. Whatever knowledge of India, or Indian trade, they have beyond this, is such only as they derived from the Macedonians, and is totally distinct from the communication between Egypt and that country."—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., pp. 36-37.*

বাইবেল্ নামক ধর্মপুস্তকে উল্লিখিত সেবীয়া প্রদেশের "সেবা" (Sheba) আখ্যা দৃষ্ট হয় (৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকেরা যে তথায় গিয়া বাণিজ্য করিতেন, উপরি তৎসমসাময়িক লেখকের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অপেক্ষা প্রাচীনতর কাল হইতে আরবের সহিত ভারতের যে এইরূপ ভাবেই বাণিজ্য চলিয়া ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে (পৃষ্ঠা ৭ দেখুন)।

মিহ্দিরা, তৎপরে গ্রীক ও রোমিকেরা শাণবস্ত্রবয়নাদি কৰ্ম্ম শিক্ষা করেন। তাঁহাদের প্রাচীন “মমী” সকলেও কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব প্রাচীন কালে তাঁহারা যে কার্পাসবস্ত্রবয়নাদি কৰ্ম্ম জানিতেন না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না*। যে সময়ে তথায় কার্পাসবস্ত্রবয়নাদি কৰ্ম্ম আরম্ভ হয়, তখনই তথায় তন্তুবায়দিগের বসতি বলিতে হইবে। কিন্তু সেটি কোন সময়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

দ্বিতীয়তঃ। খ্রীস্টাব্দে যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে আলেক্সান্দ্রীয়া নগর ঐ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়াছিল। তখন ভারতীয় দ্রব্যগুলি কেবল তথায় আমদানি হইত, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতেন †। ঐ সময়ে তথায় বণিক বহুকদিগেরও যাতায়াত থাকা সম্ভব।

* “It would appear that the older Egyptians were unacquainted with cotton, for no traces of its peculiar fibres can be found among the swaddling bands so profusely rolled round the ancient mummies, nor are there any paintings of the cotton shrub upon the tombs of Thebes, where accurate representations of flax occur in its different states of growth and manufacture. Linen was, in fact, the clothing staple of that industrious people; held in such esteem as to be used as a raiment by royalty, and diligently imitated by the neighbouring nations. The Jews first, and afterwards the Greeks and Romans, learned to manufacture linen from the Egyptians.” —*Ure's Cotton Manufacture of Great Britain, Simmonds' Edition, London; 1861; Vol. 1., page 80.*

† “Alexandria has the whole monopoly to herself. She is the receptacle of all [Indian] goods, and the dispenser of them to all other nations.”—*Strabo translated. In Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 61, footnote.*

তৃতীয়তঃ। ইজিপ্ট-নিবাসী গ্রীস-দেশীয় পূর্বোক্ত বণিক এরিয়ান্, যিনি প্লিনির পরবর্তী এক সময়ে তাঁহার “পেরিপ্লস” নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন,* তাঁহার সেই গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, পূর্বে ভারতীয় বণিকেরা কখনই ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না। তাঁহারা আরবের অন্তর্গত ইউডেমন্ নগরেই অবতরণ করিতেন, এবং ইজিপ্ট-দেশীয় বণিকেরা তদপেক্ষা দূরবর্তী অপর কোন পূর্বদিকস্থ বন্দরে আসিতে সাহস না করিয়া তথা হইতেই ভারতীয় দ্রব্য

টায়ার (Tyre) নগরের ধ্বংসের পর আলেকজান্দ্রীয়া নগরের পত্তন হয়। টায়ার নগরে ফিনিসীয়দিগের বসতি ছিল। উহা একাদিক্রমে খৃঃ-পূঃ একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যপ্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। খৃঃ-পূঃ ৫৭৩ অব্দে উহার ধ্বংস হয়। বেবিলন্-দেশীয় নূপতি এয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া উহাকে অববোধ করেন, তাহাতে তদ্রূপ বণিকেরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া উহার নিকটবর্তী একটা দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ দ্বীপ পশ্চাৎ নূতন টায়ার (New Tyre) নামে প্রসিদ্ধ হয়। খৃঃ-পূঃ ৬৩২ অব্দে মহাবীর আলেকজান্দার ঐ নূতন টায়ার ধ্বংস করিয়া স্বনাম খ্যাত আলেকজান্দ্রীয়া নগর স্থাপিত করেন। টলেমিদিগের অধিকার কালে ঐ অতিরূপিত নগরে বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। তদবধি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তকাল পর্যন্ত তথায় ঘোরতর বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৪৯৭ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা কেপ্-অব্-গুডহোপ্ দিয়া জলপথে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন, তাহাতেই তথায় বাণিজ্যের অবনতি হয়; কেননা, তখন হইতে বণিকেরা ইজিপ্ট পথ ছাড়িয়া ঐ নূতন পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

* পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এরিয়ান্ তাঁহার “পেরিপ্লস্” (Periplus) নামক গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৮৯ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে প্রণয়ন করেন।—McCrimdell's Translation of the 'Periplus,' Introduction, page 5.

লইয়া যাইতেন* । ইউডেমন্ শব্দ ঋদ্ধিমান শব্দের অপভ্রংশ । পরকীয় ভাষার অন্তরালেও উহার অর্থের কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই । ঐ নগর ভারতীয় বাণিজ্যোপলক্ষে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, সেই কারণেই উহার ওরূপ আখ্যা । এরিয়ান্ আরো বলিয়াছেন যে, তাঁহার কিছু পূর্বে রোমিকেরা উহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তাহাতে আলেক্সান্দ্রীয় নগর উহার স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য তৎপরে ইজিপ্ট দেশের মধ্যদিয়া ভূমধ্যসাগরে আমদানি বা তথ্য হইতে রপ্তানি হইত, সেগুলি তখন ঐ নগরের মধ্যদিয়াই গৃহীত হইত । খৃঃ-পূঃ ৩০ অব্দে

* EUDAIMON ARABIA.—“ It was called Eudaimon (‘rich and prosperous’), because in bygone days, when the merchants from India did not proceed to Egypt, and those from Egypt did not venture to cross over to the marts further east, but both came only as far as this city, it formed the common centre of their commerce, as Alexandria receives the wares which pass to and fro between Egypt and the ports of the Mediterranean. Now, however, it lies in ruins, the Emperor having destroyed it not long before our own times.”—*McCrindle’s Translation of the ‘Periplus,’* pp. 85-86.

এক্ষণে সুয়েজ্ প্রণালী দিয়া জলযানে ভূমধ্যসাগরে যাইবার যেরূপ উপায় হইয়াছে, ইতিপূর্বে কখনই সেরূপ উপায় ছিল না । গ্ৰীস-দেশীয় পুণ্ডিতস্ববিৎ হিরোডোটস্ বলেন যে, ফেরানেকো যিনি খৃষ্ট-পূর্ব ৬১৬ অব্দে ইজিপ্টের গিৎহাসনে আরোহণ করেন, তিনি সুয়েজ্-সোজকে একটা খাল কাটাইবার সূত্রপাত করেন । তৎপরে পারস্যাদিপতি ডেরায়স্ হিস্টাস্পিস্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব ৫২২ অব্দে ইজিপ্ট দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন, তিনি ঐ কার্য সমাক্ সমাধা করিয়াছিলেন । কিন্তু বালুকারাশি অকস্মাৎ স্থলিত হইয়া ঐ পথ গুনঃপুনঃ আবদ্ধ করিয়া ফেলিত, তাহাতে অর্বব্যানের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কা হইত । সেই কারণ ঐ খালের কোন ব্যবহার হইত না । বস্তুকোও, বোধ হয়, সেই কারণে ঐ পথ দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাইবার কোন সুবিধা না দেখিয়া ঋদ্ধিমান নগর পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন ।

রোমিকেরা ইজিপ্ট অধিকার করেন, এবং উহার দশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ২১ অব্দে তাঁহারা আরব দেশ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন। ইউডেমন্ নগরের ধ্বংসের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা স্ককঠিন, কিন্তু উহা যে ঐ অব্দের পরবর্ত্তী এক সময় নষ্ট হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ষ্ট্রাবোর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পূর্বে আলেক্জান্দ্রীয়া নগর ইউরোপ ও আসিয়ার একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল (দ্বিতীয় যুক্তি দেখুন), তাহাও আবার এরিয়ানের মতে ইউডেমন্ নগরের ধ্বংসের পর বলিতে হইবে*। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃঃ-পূঃ ২১

* পূর্ব পূর্ব কালের কথা যাহা হউক, ইজিপ্ট-অধিকারের পর রোমিকদিগের বাণিজ্যবিষয়ে সমধিক উৎসাহ হইয়াছিল। তখন তথায় বাণিজ্য-প্রিয় গ্রীকদিগের বাস। অতএব তাঁহাদের আদর্শে উইদিগের এক্রূপ প্রবৃত্তি বলিতে হইবে। রোমীয় সম্রাট আগষ্টস্, যিনি ইজিপ্ট অধিকার করিয়া খৃষ্টীয় ১৪ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তিনি আরবীয় ফেলিক্স অর্থাৎ সেবা বা সেবিয়া দেশে যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ইউডেমন্ নগর উহার একটি বন্দর মাত্র। ঐ নগর সেই যুদ্ধেই ধ্বংস হইয়া থাকিবে। রোমিকেরা উহার ধ্বংসের পর তথাকার সমস্ত বাণিজ্য আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় দ্রব্যগুলি তথায় আমদানি হইতে লাগিল। অতএব প্রতীতি হয় যে, বস্তুকেরা তখন ইউডেমন্ ছাড়িয়া আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন (৬৫ পৃষ্ঠা)। এক্রূপ পরিবর্ত্তন যে আগষ্টসের সময়েই ঘটিবে, তাহার অপর একটি প্রশস্ত কারণ দেখা যাইতেছে। খৃঃ-পূঃ ২০ অব্দে ঐ সম্রাট ভারতীয় পাণ্ড্য* ও উজ্জয়িনী† দেশস্থ রাজাদিগের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে সন্ধিস্থাপন করেন। অতএব বিচার্যমাণ সময়ে তাঁহার অধিকারের মধ্যে, বিশেষতঃ, যথায় তখন বাণিজ্যের মহোন্নতি, তথায় তখন ভারতীয় বণিক্, অর্থাৎ বস্তুকদিগের ব্যাভ্রাত ঝাকাই সম্ভব।

* Elphinstone's History of India, page 238.

† Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I,—Annals of Mewar, Chapter I.

অব্দের পর খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের মধ্যে কোন এক সময় ইউডেমন্ নগর ধ্বংস হইয়া যায়। আমরা কোন নির্দিষ্ট অব্দের অভাবে, সাধারণতঃ, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ কালই উহার ধ্বংসের সময় বলিয়া ধার্য্য করিলাম*। এক্রপ সময়-নির্দ্ধারণের সহিত আমাদিগের বিচার্য্যমাণ বিষয়টির কাল-নিরূপণবিষয়ে কোন বিরোধ হইতে পারে না। সে যাহা হউক, যে সময়ে ঐ নগরে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তখন বস্তুকেরাই ভারতের বণিক। তথায় ভারতীয় বণিকদিগের যাতায়াতের প্রমাণ থাকিলে, তথায় বস্তুকদিগের যাতায়াত অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, বস্তুকেরা তখন তথায় বাণিজ্য করিতেন, এবং উহার ধ্বংসের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভের পূর্বে তাঁহারা ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না।

চতুর্থতঃ। এরিয়ান্ আরো বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ডাইয়স্কোরাইডস্, অর্থাৎ বর্তমান সোকোট্রা দ্বীপে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতেন†। ঐ দ্বীপ লোহিত ও ভারত সাগরের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ উহা

* ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, ঐ সময়ে সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যে যুদ্ধাধি-বিষয়ক কোন প্রকার উপদ্রব ছিল না,—তখন সর্বত্রই শান্তি, এবং রোমিকদিগের “জেনস্” নামক দেবতার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। অতএব তৎপূর্বেই ইউডেমন্ নগর ধ্বংস হইয়া থাকিবে।

† The Island of DIOSKORIDES.—“The population, which is but scanty, inhabits the north side of the island—that part of it which looks towards the mainland (of Arabia). It consists of an intermixture of foreigners, Arabs, Indians, and even Greeks, who resort hither for the purposes of commerce.”—*McCrindle's Translation of the 'Periplus,'* pp. 92-93.

আফ্রিকার পূর্বে ও আরবের দক্ষিণে অবস্থিত। পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উহার আখ্যা * “দ্বীপ-সুখাধার” শব্দের অপভ্রংশ, অর্থাৎ উহা আদিতে হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত, অধ্যুষিত, ও আখ্যাত ; পশ্চাৎ তথায় গ্রীস-দেশীয় লোকেরা বাণিজ্য বা বসতি করেন, তাহাতেই উহার নামের ওরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেরূপ শাস্ত্রাদি আলোচনায় ইতিপূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন কালে বৈশ্য, অর্থাৎ বহুকেরাই ভারতের (একমাত্র) বণিক ছিলেন (৫১ পৃষ্ঠা)। অতএব আদিতে তাঁহাদের তথায় যাতায়াত থাকাই সপ্রমাণ †।

পঞ্চমতঃ। পূর্বোক্ত বণিক-শ্রেষ্ঠ এরিয়ান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বণিকেরা জাহাজে করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদি লইয়া ক্যাম্বো, গুজরাট ‡ ও কনকান্ হইতে সরল পথে একদল

* “দ্বীপ-সুখাধার” শব্দ গ্রীক ভাষায় “ডাইয়স্কোরাইডস্” (Dioskorides) রূপে বিকৃত। “সোকোট্রা” (Socotra) বা “স্কোট্রা” (Scotra) শব্দও ঐরূপ “সুখাধার” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

† যদি গ্রীস-দেশীয় লোকের পূর্বে তথায় হিন্দুদিগের বাস হয়, তাহা হইলে খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে তথায় হিন্দুদিগের বাসের সময় ধার্য্য করিতে হয়। কেননা, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর আরবীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, মহাবীর আলেকজান্দার গ্রীস-দেশীয় লোক আনাইয়া তথায় বসতি করাইয়াছিলেন*। মহাবীর আলেকজান্দার খৃঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। অতএব ঐ শতাব্দীর পূর্বে তথায় ভারতীয় বণিক বা বহুকদিগের বাস।

‡ চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্থসঙ্গ্ (Hiouen Thsang), যিনি খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমণ করেন, তিনি গুজরাটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উহাকে “গুজ্জর” (Gurjara) বলিয়াছেন।—(Elphinstone's History of India, page 296.) অতএব গুজ্জর উহার অন্যপর একটা নাম। একান্তিন উহার “গুজ্জর” আখ্যা আছে।

* Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II., page 401.

আফ্রিকায়, অপর একদল আবার তথা হইতে আরব দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহাতে ডাক্তার ভিন্সেন্ট সাহেব বলেন যে, এক্ষণে যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তদপেক্ষা প্রাচীনতর কাল হইতে, বোধ হয়, আরব ও আফ্রিকা-দেশের সহিত ভারতের এইরূপই বাণিজ্য চলিয়া ছিল। তিনি আরো বলেন যে, যদি ভারতবর্ষীয় লোকেরা কোন কালে জলপথে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া এই প্রমাণেই উল্লিখিত পথে তাঁহাদের বাণিজ্য করা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে*। ইতিপূর্বে যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত

ডাক্তার ভিন্সেন্ট সাহেব বলেন যে, গুজরাট শব্দ আরবী “গেজির” (Gezira) শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ প্রায়দ্বীপ*। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা পারসী “গুজর” ও সংস্কৃত “রাষ্ট্র” শব্দের অপভ্রংশ। গুজর শব্দের অর্থ গুজরাণ বা জীবন-যাপন। পারসীকেরা স্থলপথে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা ভারতে যাতায়াতকালে ঐ পথ দিয়া গতিবিধি করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এরিয়ানের সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে ব্যাক্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া থিনাই হইতে বারগেজা অর্থাৎ বর্তমান বরোচ নগরে আসিবার পথ ছিল†। গুজরাট একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের পথ, একারণ উহা একটা তাঁহাদের উপার্জনের স্থান, অর্থাৎ “গুজর-স্থান”।

* “It is this voyage between the opposite coasts of India and Africa, connected certainly with the commerce of Arabia, but still capable of being considered in the abstract, which proves, in my opinion at least, the possible existence of this intercourse in ages antecedent to all that history can reach. If it could be believed that the natives of India had been navigators in any age, we might more readily admit their claim in this instance than in any other; for the author mentions, that the imports into Africa are the production of the interior from Barugaza and Ariake; that is, from Cambay, Guzerat, and Concan: and the articles specified confirm the truth of his

* Vincent's Voyage of Nearchus, page 149, footnote.

† McCrindle's Translation of the 'Periplus', pp. 147 and 148.

হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদিগের জলপথে বাণিজ্যবিষয়ে আর কাহারো আপত্তি থাকিবার কারণ দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রেও বলে যে কৈবর্তজাতির “নৌকান্মজীবনং” (৭ পৃষ্ঠা)*, এবং বণিকেরা “সমুদ্রযানকুশলাঃ” (৫২ পৃষ্ঠা)† ছিলেন। শাস্ত্রেও যেরূপ এক্ষণে নষ্ঠাবশেষ প্রকৃত ঘটনাগুলিতেও সেইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত বণিকেরা যে ভারতীয় বস্ক-বণিক, তাহা শাস্ত্রাদি দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। যেহেতু তখনও বৈশ্য, অর্থাৎ বস্ক ভিন্ন অপর কাহারো বস্ক-বাণিজ্যে অধিকার ছিল না (১৭ পৃষ্ঠা)। বস্কেরাই কেবল বস্ক-বণিক। তাঁহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয়

assertion ; for they are rice, ghee, oil of sesamum, cotton, muslins, sashes, and sugar: these commodities, he adds, are brought sometimes in vessels destined expressly for the coast of Africa; at other times, they are only a part of the cargo out of vessels which are proceeding to another port. Thus we have manifestly two methods of conducting this commerce, perfectly distinct: one, to Africa direct; and another, by touching on this coast, with a final destination to Arabia.”—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., pp. 281-282.*

বলা বাহুল্য যে, হিপালসের ভারতে আসিবার পথ-আবিষ্কারের পূর্বে ঐ পথ, বা বায়ুর গতিবিধি ভারতীয় বণিকদিগের কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা কনকান্ প্রভৃতিদেশ হইতে যাত্রা করিয়া সরল পথে আফ্রিকার অন্তঃপাতী এডেল্ প্রভৃতি স্থানে বাহিয়া বাইতেন।

* পূর্বোক্ত ভ্রমণ-কারী ফাহিয়ন্ হিন্দুদিগের জাহাজে করিয়া বাঙ্গালা-দেশ হইতে সিংহলদ্বীপে, সিংহলদ্বীপ হইতে যাবাদ্বীপে, এবং যাবাদ্বীপ হইতে চীনদেশে যাত্রা করেন।—(*Elphinstone's History of India, page 186.*) পূর্ব পূর্ব কালেও ভারতবর্ষীয়দিগের পোত-চালন বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (৬০ ও ৭০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

† ঋগ্বেদ-সংহিতার অনেক স্থলে সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিকের উল্লেখ আছে।

বস্ত্রাদি লইয়া আরব * ও আফ্রিকা দেশে বাণিজ্য করিতে

* ভবিষ্যৎস্মা এজিকিয়েল্, বিনি খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদু-ভূত হইলেন, তিনি ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্তী হারন্, কনে প্রভৃতি নগরীয় ও সেবা বা সেবিয়া প্রভৃতি দেশীয় বণিকদিগের পণ্যজবোর সম্বন্ধে যে সকল বহুমূল্য বস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন *, সে গুলি যে তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া ভারতীয় বণিকদিগের নিকট পাইতেন, তাহা এক্ষণে অতি বিশদরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। সে গুলি যে তাঁহাদের দেশোদ্ভব নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইতিহাস-বেত্তা মারে সাহেব লিখিয়াছেন—

“In the sacred volume, which contains the earliest of our historical records, no statement is made whence we might conclude that the Jews had arrived at any knowledge of India. The Great River (Euphrates), and the territory immediately beyond it, appeared to them the most remote objects to the eastward, and are described under the appellation of the ‘ends of the earth.’ Yet those writings make a direct allusion to the extensive caravan routes, formed at an early period for conveying the manufactures of that opulent region into the kingdoms of the West. We cannot hesitate to believe, with Dr. Vincent, that the embroidered work, and chests of rich apparel bound with cords, mentioned by Ezekiel (xxvii. 23) as brought from Haran, Caneh, and other towns on the Euphrates, were not produced by the ingenuity of the nations on that river, but drawn from the more distant countries of Eastern Asia. We have little doubt, also, that the trade across Arabia, by way of Dedan and Idumea, and of which ‘precious cloths’ are mentioned as the staple, was an Indian trade”—*History of British India. By Hugh Murray, Esq., F. R. S. E., London: 1862, pp. 27-28.*

আমরা এক্ষণে অত প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতীয় দ্রব্য-গুলির প্রাপ্তির উপায় বুঝিতে পারিলাম। তদ্দেশ-বাসীরা তখন ইউফ্রেটিস্ নদী ও তন্নিবর্তী পূর্বপারস্ত ভূমিখণ্ডকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা তখন ভারতের কোন সন্ধান জানিতেন না; তাঁহারা তখন ভারতে আসিতেন না। তাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াই সে গুলি তখন বস্তুকদিগের নিকট প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুকেরা তখন জলপথে সে গুলি লইয়া ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

* ৫৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির পর—

“These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and brodered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise.”—*Ezekiel, XXVII, 24.*

গমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে আরবীয়দিগের ভারতীয় দ্রব্যজাত লইয়া স্থলপথে বাণিজ্য করিবার বিষয়ে ইতিপূর্বে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে (৫৩ পৃষ্ঠা), তদ্বিষয়ে এক্ষণে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা কেবল পারসীকদিগের মধ্যস্থে নহে, বস্তুকদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও সে গুলি স্বদেশে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুকেরা তখন জলপথে সে গুলি লইয়া ঐ অঞ্চলে গিয়া বাণিজ্য করিতেন।

ষষ্ঠতঃ। মিনি যিনি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রথমে ইজিপ্ট দেশে কার্পাসের রোপণ ও কার্পাস-বস্ত্রের বয়নাদি কস্মের উল্লেখ করিয়াছেন*। স্ট্রাবো যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কালের লোক, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, এবং ইজিপ্ট দেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু তথায় ওরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পান নাই, পাইলে অবশ্য লিখিতেন। তিনি পারস্যদেশের সম্বন্ধে ওরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন, একারণ তিনি উহার সম্বন্ধে ওরূপ কথা লিখিয়াছেন। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন;—তিনি এসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া,

* "In Upper Egypt, on the side of Arabia, grows the shrub called by some gossypium, and by others xylon, from which cloths called xylina are woven. The plant is small, and produces a fruit, like a walnut, which contains a woolly down, that may be spun into yarn. This cloth merits a preference over all others for its whiteness and softness; and is made into beautiful robes, which the priests of Egypt delight to wear."—*Pliny translated. In Ure's Cotton Manufacture of Great Britain, Vol. 1., page 84.*

ইজিপ্ট, গ্রীস, মেসিডোনিয়া, এবং প্রায় সমস্ত ইটালি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া ভারতকেই কার্পাসের জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন*। অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে তদদেশীয় লোকের পক্ষে কার্পাসের রোপণ হইতে বস্ত্র-বাণিজ্য পর্য্যন্ত কার্যো এতদূর দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করা সহসা সম্ভব হয় না। অতএব যে দেশ কার্পাসের উৎপত্তি-স্থান ও বস্ত্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র, সে দেশ হইতে ইতিমধ্যে তত্ততৎকর্ম্মাদিগের আসাই সম্ভব। বিশেষতঃ, ইউডেমন্ নগরের ধ্বংসের পর (৬৯ পৃষ্ঠা), ভারতের সহিত ইজিপ্ট দেশের বাণিজ্য সম্যক সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন আবার হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে যাতা-য়াতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের তৎকালীন শাস্ত্রে কোন নিষেধ ছিল না। অতএব ঐরাবোর যত্নের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর প্লিনির যত্নের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে তথায় বহুকদিগের সহিত তন্তুবায়-দিগের বসতি হইয়াছিল বলিতে হইবে (৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এই সকল যুক্তির একবাক্যতা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহুকেরা ভারতীয় বস্ত্র লইয়া দ্বীপ-স্থখাধার ও

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্য এ বিষয়ে মতভেদ নাই—

“Herodotus mentions (lib. iii. c. 106.) that in India there are wild trees that produce a sort of wool superior to that of sheep, and that the natives dress themselves in cloth made of it. And similar statements are made by Strabo (lib. xv. 10.), Arrian (*Indic.* c. 16.), and Mela (lib. iii. c. 7.).” — *McCulloch's Dictionary of Commerce and Commercial Navigation*, page 451.

ঋদ্ধিমান নগরে এবং এডেল্ প্রভৃতি-স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। তাঁহারা তখন ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না ; তাঁহারা তখন ইউডেমন্ নগর হইতেই ফিরিয়া আসিতেন। খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভের সন্নিহিত কালে রোমিকেরা ঐ নগর ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তাহাতে আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্যের মহোন্নতি হয়। তখন বস্তুকেরা ভারতীয় দ্রব্য লইয়া ঐ শেযোক্ত নগরেই আমদানি করিতে লাগিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া স্রবিধা বুঝিয়া বস্তুকেরা তথায় বাস করিয়াছিলেন। খ্রীষাব্দ ২৫৭ অব্দের পর, বোধ হয়, হিপালসরে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর প্লিনির মৃত্যুর পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্বে, কোন সময়ে তাঁহারা তন্তুবায় সমভিব্যাহারে ভারত হইতে কার্পাস-বীজ লইয়া তথায় গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং স্ব স্ব বৃত্তির বশবর্তী হইয়া তথায় তন্তুবয়ন করাইয়া কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্যকর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ইজিপ্ট দেশে কার্পাস-বস্ত্রের বয়ন ও বাণিজ্য-বিষয়ক যে এত উন্নতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলীভূত কারণই এই। তৎপরে কালসহকারে তদ্রত্য বস্তুকদিগের দুর্গতি উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরবীয়েরা রোমিকদিগকে পরাস্ত করিয়া ইজিপ্ট অধিকার করেন, তাহাতে তথায় মহম্মদীয় ধর্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদিগের বাণিজ্যবিস্তারে বস্তুকদিগের বাণিজ্যের

অবনতি ঘটয়াছিল। আবার পশ্চাৎ যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরবীয়েরা স্বহস্তে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ করেন; তাহাতে তন্তুবায়দিগেরও তথায় মহা অনিষ্ট ঘটে। আরবীয়দিগের বাণিজ্যপ্রভাবে বস্ত্রকদিগকে অগত্যা বাণিজ্যেত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হয়। পরে অসভ্য জাতির মধ্যে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহাদিগের উপর অসভ্য জাতির দোষ আসিয়া বর্তে। তাঁহারা এক্ষণে বিধর্মী *।

আমরা ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে ওষধি মাত্রই বৈশ্য, অর্থাৎ বস্ত্রকদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ (১০ পৃষ্ঠা)। বস্ত্রক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের উহাতে বাণিজ্য করিবার

* এরূপ প্রবাদ আছে যে, “মিশর” দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভারতে আসিয়াছিলেন *। এতদ্বারা এইমাত্র অনুমিত হয় যে, এক সময়ে মিশর দেশে হিন্দুদিগের বসবাস ছিল। পরে যখন তথায় মহম্মদীয় ধর্মের প্রচার হয়, তখন তাঁহারা ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত বস্ত্রকেরা তথায় থাকিয়া যান, একারণ তাঁহাদের তথায় ওরূপ হৃদশা ঘটিয়াছে।

আফ্রিকা-অঞ্চলে ভারতীয় লোকের যে বসতি হইয়াছিল, তাহা উহার স্থানবিশেষের আখ্যা দ্বারাষ্ট সপ্রমাণ হইয়া থাকে। স্পেন-দেশীয় পণ্ডিত বেন্‌জামিন্ (Rabbi Benjamin), যিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-ভূর্ত্ত হইলেন, এবং তৎপশ্চাৎ ভেনিস-দেশীয় বণিক্ মার্কোপলো, (Ser Marco Polo), যিনি খৃষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে আবিসিনিয়াকে “মধ্যবর্ত্তী ইণ্ডিয়া” (Middle India) অর্থাৎ ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II., page 365, Note 1, দেখুন।) তথায় ভারতীয় লোকের বসতি না থাকিলে, অকস্মাৎ ওরূপ আখ্যা হওয়া অসম্ভব।

* Wilson's Glossary under the word “Misr”. মিশর বা মিড্‌রেম নোয়ার গোত্র। তিনি ইজিপ্টের স্থাপন-কর্ত্তা। এইহেতু ইজিপ্টের অপর একটা আখ্যা মিশর।

অধিকার ছিল না। অতি প্রাচীন কালের কথা দূরে থাক্, খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈদিক বা মানব-ধর্মশাস্ত্র সর্বত্রই হিন্দুদিগের মধ্যে সাদরে ও সর্গোরবে পরিগৃহীত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা)। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে যে সকল ভারতীয় ঔষধি গ্রীস্-দেশে ব্যবহৃত হইত, সেগুলি বহুকেরাই স্বদেশ হইতে লইয়া গ্রীস্-দেশে বিক্রয় করিতে গমন করিতেন*। অত প্রাচীন কালে

* “কেবল আরবে নয়, বহু পূর্বে গ্রীস্দেশেও ভারতবর্ষীয় ঔষধাদি প্রচলিত হয়। হিপক্রেটিজ্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ চিকিৎসক খৃ, পূ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাহুভূত হন। তিনি খৃ, পূ, ৩৬১ অব্দে ৯৯ নিরনব্বই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাজ্ঞন (অর্থাৎ শজিনা), এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান, বিরেজা, হিঙ্গু, চিরতা, এই সমস্ত দ্রব্য রোগ-বিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় ঔষধ-দ্রব্য। এ সমস্ত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে গ্রীস্দেশে নীত ও বিক্রীত হইত। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ পূর্ব কালেও ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা ইয়ুরোপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রীক্ চিকিৎসকের সাম্প্রদায়িক বৈদ্যগ্রন্থ সমুদায় পর্যালোচনা দ্বারা এইটি অবধারিত হইয়াছে যে, অন্ত-চিকিৎসা বিষয়ে গ্রীক্দিগের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে সে সমুদায়ের কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মৃত-দেহ ছেদন করিয়া তাহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শিরাদির গঠন ও স্বরূপ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মতা দি সংস্কৃত সুপ্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব কালে হিন্দু চিকিৎসকেরা অশ্মরী রোগ, প্রসব বাধা, মৃতগর্ভ-নিঃসারণ ইত্যাদি অনেক স্থলে কঠিন কঠিন অন্ত-চিকিৎসা করিতেন। সূক্ষ্মত ঐ প্রথমোক্ত ক্রিয়াটির বিবরণ করেন; পশ্চাৎ সেন্সাস্ নামক ল্যাটিন পণ্ডিত তাহা ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়া দেন। তিনি মিশর-দেশীয়দিগের নিকট তাহা অবগত হন এবং মিশর-দেশীয়েরা পূর্ব-দেশীয় (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়) চিকিৎসকদিগের সমীপে শিক্ষা করেন। অতএব গ্রীক্ হিপক্রেটিজ্ অন্ত-চিকিৎসাবিষয়েও ভারতবর্ষীয়দের নিকট

গ্রীস্-দেশীয় লোকের ভারতে আসিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। তবে যে সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বর্তমান আছে, সে গুলিতে এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, উহার অনেক অধস্তন কালে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইজিপ্ট-নিবাসী গ্রীস্-দেশীয় বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্যগুলি আনয়নোপলক্ষে আরবের অন্তর্বর্তী লোহিত সাগরের উপকূলস্থ সেবিয়া বা বর্তমান য়েমেন নামক স্থানে যাতায়াত করিতেন। তৎপরে তাঁহারা আফ্রিকার অন্তঃপাতী মোসুলন বা বর্তমান বার্বেরা নামক বন্দরে গিয়া উক্ত দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিয়া যাইতেন।

ঋণ-বদ্ধ ছিলেন ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব ও সম্ভব।—Transactions of the Second Session of the International Congress of Orientalists, for 1874, pp., 255-259.”—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, টিপ্পনি, ৩১৩—৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

রোমীয় চিকিৎসক সেল্‌সুস্ খৃষ্টীয় ২০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মিশর-দেশীয়দিগের নিকট অশ্বরী বা পাথরী চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং মিশর-দেশীয়েরা তাহা ভারতীয় চিকিৎসক অর্থাৎ অশ্বষ্ঠ জাতির (৫ পৃষ্ঠা) নিকট শিক্ষা করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় শকের সন্নিহিত কালে, অর্থাৎ যে সময়ে আমরা ভারতীয় বণিক অর্থাৎ বস্তুকদিগের মিশর-দেশে যাতায়াতের প্রমাণ পাইয়াছি (৬৫ পৃষ্ঠা), সেই সময়ে তথায় অশ্বষ্ঠ জাতিরও যাতায়াত স্বীকার করিতে হয়। অত প্রাচীন কালে মিশর-দেশীয়দিগের ভারতে আসিবার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই; অতএব তখন অশ্বষ্ঠ জাতিরই তথায় যাতায়াত থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রীক্-চিকিৎসক হিপক্রেটিজ্ খৃষ্ট-পূর্ব ৩৬১ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশর দেশে ওরূপ শাস্ত্রের আলোচনার কোন প্রমাণ নাই। অতএব তাঁহার তথায় আসিয়া তাহা শিক্ষা করা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি স্বদেশে থাকিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। তখন বস্তুকদিগের ন্যায় অশ্বষ্ঠ জাতিরও তথায় অবশ্য যাতায়াত ছিল।

অতঃপর তাঁহারা তদুপলক্ষে আরবের অন্তর্বর্তী সাগর-
তীরস্থ হাদ্রামট্ নামক স্থানে গতিবিধি করিতেন। অব-
শেষে তাঁহারা স্বয়ং ভারতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও
আবার ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর
বলিতে হইবে (৬৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা প্রথমে সাগরের কূলে
কূলে বাহিয়া, পরিশেষে হিপালসের ভারতে আসিবার
পথ-আবিষ্কারের পর তাঁহার নির্দিষ্ট মার্গে যাতায়াত করিয়া
ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন *। অতএব দেখা যাইতেছে
যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীস-দেশীয় বাণিক-
দিগের দ্বারা ভারতীয় ঔষধাদি কখনই গ্রীস-দেশে নীত
বা বিক্রীত হয় নাই। অত প্রাচীন কালে বহুক ভিন্ন অপর
কোন জাতি দ্বারা কখনই এবশ্প্রকার বাণিজ্য প্রণালী
প্রবর্তিত হয় নাই।

উহার কিঞ্চিৎ অধস্তন কালে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয়
শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের তীরবাসী গ্রীকদিগের সহিত ভারত-
বাসীদিগের যে সাতিশয় আলাপ ও পরিচয় ছিল, তাহার
অতি সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তখন ভারতে

* "As far as can be collected from the authorities which remain, it appears, that in the age of Agatharchides, the Greeks of Egypt went no farther than Sabea or Yemen, to fetch the commodities of India; that they afterwards passed the straits, and found a better market in the port of Mosullon, one of the harbours of Adel; that in a later period they advanced as far as Hadramaut, on the southern coast of Arabia; and that all these efforts were made for obtaining the productions of India, till at last they reached that country themselves, first by adhering to the coast, and finally by striking across the ocean in consequence of the discovery of the monsoon by Hippalus."—
Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 123.

অশোক রাজার রাজত্ব (৪৭ পৃষ্ঠা)। তাঁহার অনেকগুলি অনুশাসনপত্র ভারতের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে এক খানিতে অস্ত্রিয়োক, তুরমায়া, অস্ত্রিকোন, মকো, ও অলিকহুনরি নামে এই পাঁচটি রাজার নাম উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহারা যথাক্রমে এন্টিওকস্, টলেমি, এন্টিগোনস্, মেগস্, ও আলেকজান্দার*। ইহারা গ্রীক রাজা এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহাদিগের সহিত অশোক রাজার পরিচয় থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ইতিপূর্বে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় বণিক্দিগের ভূমধ্যসাগরে যাতায়াত ছিল (৭৮ পৃষ্ঠা)†। গ্রীস্দেশীয় বণিক্দিগের তত প্রাচীন কালে ভারতে আসিবার

* Antiochus II. of Syria B. C. 261-246, Ptolemy Philadelphus of Egypt B. C. 284-246, Antigonus Gonatus of Macedon B. C. 276-243, Magas of Cyrene B. C. 308-258, and Alexander II. of Epirus B. C. 272-254.

† উল্লিখিত রাজাদিগের মধ্যে টলেমি ইজিপ্টের অধীশ্বর। তিনি খৃষ্ট-পূর্ব ২৮৪ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব ২৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অশোক রাজার বন্ধুতা ছিল, এবং তিনি ডায়োনিসিয়স্ নামক এক জন দূতকে উক্ত মগধাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বহুকেরা ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না (৬৯ পৃষ্ঠা)। না করিলেও তাঁহাদের সহিত তন্নিবাসী গ্রীক্দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ কোন না কোন স্থানে বাণিজ্য চলা আশ্চর্য্য নহে। খৃষ্ট-পূর্ব ৩৩২ অব্দে নূতন টায়ার ধ্বংস হইলে (৬৬ পৃষ্ঠা) কিছুকাল আলেকজান্দ্রিয়া নগরের সহিত ভারতের এইরূপে বাণিজ্য চলিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। পরে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে তদ্রূপ গ্রীকেরা সেবিয়াদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন (৭৯ পৃষ্ঠা)।

বিষয়ে যে কোন প্রমাণ নাই, তাহা ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে (৭৯ পৃষ্ঠা) *। অতএব ভারতীয় বণিকদিগের তথ্য যাতায়াত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এতদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীতে গ্রীকদিগের মধ্যে অনেকগুলি ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় †। অতএব অবশ্য

* খৃষ্ট-পূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকদিগের ভারতে প্রথম প্রবেশ। তখন মহাবীর আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন (১৭ পৃষ্ঠা)। তিনি পঞ্জাব পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। ভারতের সহিত তাঁহার বাণিজ্য সংস্থাপন করিবার কল্পনা থাকিলেও, তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। খৃষ্ট-পূর্ব ৩২৪ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। তাঁহার পূর্বে গ্রীকদিগের সহিত ভারতীয় বণিকদিগের বাণিজ্য চলিয়াছিল। তখন ভারতীয় বণিক, অর্থাৎ বস্তুকদিগের ঐ অঞ্চলে যাতায়াত থাকাই সর্বথা সম্ভবপর।

† গ্রীক-কবি হোমর (Homer) যিনি খৃঃ-পূঃ ৯০৭ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি অনেকগুলি ভারতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন *। ভারতের অবস্থিতির কথা দূরে থাক, তিনি উহার নাম পর্যন্তও জানিতেন না। তখন অবশ্যই ভারতীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। নচেৎ এ সকল দ্রব্য তাঁহারা কি প্রকারে পাইলেন?

হোমরের গ্রন্থে কেবল যে ভারতীয় দ্রব্যগুলির উল্লেখ আছে, এমন নয়, উহার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানবিশেষে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।—(Indian Wisdom. By Monier Williams, Esq., M. A., London : 1875; Lecture XIV.) হিন্দুরা তাঁহাদের গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন, এবং তদ্বিষয়ক গান ও কীর্তন করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এ সকল বিষয় লইয়া গান ও কীর্তন করা তাঁহাদের মধ্যে নূতন প্রথা নহে, উহা আবহমান প্রচলিত আছে (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ, ৮ম শ্লোক)। অতএব হোমরের সময়ে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ১০ম শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থবিষয়ক মূল উপাখ্যানগুলি তথ্য প্রচলিত থাকা সর্বতোভাবে সম্ভব।

* হোমরের গ্রন্থে “কাসিটেরিস্” (Kassiteros) ও “এলিফাস্” (Elephas) শব্দের উল্লেখ আছে। প্রথমটা সংস্কৃত “কস্তুর” শব্দের অপভ্রংশ। দ্বিতীয়টা সংস্কৃত “ইভ” শব্দের অপভ্রংশ,—উহার পূর্ববর্তী “এলু” একটি উপসর্গ যাত্র। “কস্তুর” অর্থে “টিন্” (Tin) বা রাঙা, এবং ইভ অর্থে হস্তী।

স্বীকার করিতে হইবে যে, সে গুলিও তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্তুকদিগের নিকট প্রাপ্ত হইতেন, এবং বস্তুকেরা তখন ভূমধ্যসাগরে গিয়া বাণিজ্য করিতেন * ।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বস্তুকেরা সমুদ্র-যান অবলম্বন করিয়া যে পথে বাণিজ্য করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই পথস্থ দ্বীপ-পুঞ্জের আখ্যা গুলিতে তাঁহাদের সেই বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অভ্রান্ত ও অশ্রলিত প্রমাণ রহিয়াছে । খৃষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীতে তাঁহারা গ্রীস্দেশে বাণিজ্য করিতেন । তাঁহারা তখন কস্তীর দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া থাকিবেন । তৎপরে গ্রীস্দেশীয় বণিকেরা

* অত প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের গ্রীস্দেশে বাতায়াত্তের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকায় সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্-পণ্ডিত পিথাগোরসের সময়ে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৪৮৬ অব্দের পূর্বে, তথায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রচাব থাকা সর্বতোভাবে সম্ভব ও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় । পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেব উভয় দেশের শাস্ত্র লইয়া বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীস্-দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন * । এরূপ অবস্থায় পিথাগোরসের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিবার বিষয়ে যে প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় । অতএব বলিতে হইবে যে, ভারতীয় চার্লক্‌সা শাস্ত্রের ন্যায় (৭৯ পৃষ্ঠা) ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রও হিন্দুদিগের দ্বারাই গ্রীস্-দেশে নীত ও প্রচারিত হইয়াছিল । পিথাগোরসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ২৫।২৬ বৎসর পরে হিপক্রেটিজের জন্ম । ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় উভয় শাস্ত্রই এক সময়ে গ্রীস্দেশে প্রচারিত ছিল ।

“It is well argued by Mr. Colebrooke, that the Indian philosophy imbles that of the earlier rather than of the later Greeks ; and that if the Hindus had been capable of learning the first doctrines from a foreign nation, there was no reason why they should not in like manner have acquired a knowledge of the subsequent improvements. From which he infers that ‘the Hindus were, in this instance, the teachers and not the learners.’”—*Elphinstone’s History of India*, page 138.

খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কোন পূর্বতন কালে ঐ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যান * ।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, ফেরা-নেকোর অধিকার কালে (৬৭ পৃষ্ঠা), অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব ৬০৪ অব্দে ফিনিসীয়েরা লোহিত সাগর বাহিয়া আফ্রিকা প্রদক্ষিণান্তর ভূমধ্যসাগর দিয়া ফিরিয়া যান। অর্থাৎ, যে পথ পশ্চাৎ তাস্‌কো ডি গামা আবিষ্কার করেন (৬৬ পৃষ্ঠা), সেই পথ তৎপূর্বের

* মহাভারতে যে শ্বেত-দ্বীপের উপাখ্যান আছে, তদ্রূপে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পুরাকালে ভারতবাসীদের ইউরোপ খণ্ডে যাতায়াত ছিল * । শ্বেত-দ্বীপ “আলব্রিয়ন্” (Albion) বা বর্তমান “গ্রেট-ব্রিটেন” হউক আর না হউক, ভারতীয় বণিকদিগের ঐ অঞ্চলে গতিবিধি ছিল বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। তথায় যে সকল মিলিদ্বীপ (Scilly Isles) আছে, উহাদিগের প্রাচীন নাম “কাসিটেরাইডস্” (Cassiterides)। পূর্বোক্ত গ্রীক-গ্রন্থকার হিরোডোটস্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব ৪১৩ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন, তাহার গ্রন্থে উহাদিগের ঐ আখ্যাই দৃষ্ট হয়। কাসিটেরাইডস্ গ্রীক শব্দ, কিন্তু উহা সংস্কৃত কস্তীর শব্দের অপভ্রংশ মাত্র + । অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ দ্বীপগুলি সর্বপ্রথমে হিন্দুদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও আখ্যাত; পশ্চাৎ তথায় গ্রীকদিগের যাতায়াত, তাহাতেই ঐ শব্দটি গ্রীক ভাষায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও আবার হিরোডোটসের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মহাভারত খৃষ্ট-পূর্ব সাক্ষিষ্ট সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত (৪২ পৃষ্ঠা), এবং তাহাতে হিন্দুদিগের ইউরোপখণ্ডে যাতায়াতে প্রমাণ আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা দ্বীপ-সুখাদার (৭০ পৃষ্ঠা) ও আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া প্রশান্তমহাসাগর বাহিয়া কস্তীব ও শ্বেত দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, কস্তীরদ্বীপে কস্তীব, অর্থাৎ “টিন্” পাওয়া বাহিত, একারণ উহার ওরূপ আখ্যা।

* “The legend of Sveta-dvipa in the Maha-bharata (XII. 12703) certainly favours the idea of some intercourse with Europe at an early date.”—*Indian Wisdom*, page 138, footnote.

+ The Student's Hume's History of England, page 2.

তাঁহাদেরই দ্বারা একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল *। কিন্তু ইতিপূর্বে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব সার্ক ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে সেই পথ ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্তুকদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা তখন শ্বেত-দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অতি প্রাচীন কালে যিহুদী ও ফিনিসিয়া-নিবাসী বণিকেরা ভারতে আসিতেন। কিন্তু একথা কখনই সপ্রমাণ হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, সলোমনের অধিকার কালে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ একাদশ ও দশম শতাব্দীতে (B. C. 1015-975.) উল্লিখিত বণিকেরা “থার্সিস্” ও “আফির্” নামক প্রদেশে বাণিজ্য করিতেন (পশ্চাৎ দেখুন। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “থার্সিস্” শব্দে স্পেন নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু আফিরের

* ফিনিসীয়দিগের ঐ পথ আবিষ্কার হইয়াই শেষ হইল; ঐ পথ দিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য করিবার অবকাশ হয় নাট। তখন স্বদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই তাঁহাদের দেশ ধ্বংস হইয়া যায় (৬৬ পৃষ্ঠা)। নিয়ে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্ক্তি পাঠ করিলে বিদেশীয় বণিকদিগের প্রাচীন কালে জলপথে বাণিজ্যের অবস্থা-গত বহুতর প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

“The boldest naval enterprise of the ancients was the Periplus of Hanno, who sailed (570 B. C.) from Carthage to the coast of Guinea, within four or five degrees of the line. Africa was not known by the ancients to be almost circumnavigable. They had a very limited knowledge of the habitable earth. They believed that both the torrid and frigid zones were uninhabitable; and they were but very imperfectly acquainted with a great part of Europe, Asia, and Africa. Denmark, Sweden, Prussia, Poland, the greatest part of Russia, were unknown to them. In Ptolemy’s description of the globe, the sixty-third degree of latitude is the limit of the earth to the north, the equinoctial to the south.”—*Tytler’s Elements of General History, Tomlin’s Edition; London: 1844, pp.97-98.*

অধিষ্ঠান-ভূমি লইয়া মহাগোলযোগ। কেহ কেহ বলেন যে, তদ্বারা ভারতকেই বুঝাইত। কিন্তু উহা তাঁহাদের কেবল অনুমান মাত্র। উহাতে যুক্তির লেশ মাত্রও নাই। উল্লিখিত বণিকেরা স্পেন দেশে বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু আফ্রি উহার নিকটবর্তী কোন স্থান বলিয়া সপ্রমাণ হয় না। থার্সিসের অবস্থিতির সঙ্গে আফিরের অবস্থিতি অনুমিত হইতে পারে না।

সলোমনের সময়ে যিহুদী ও ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা জাহাজে করিয়া যে সকল দ্রব্য লইয়া যাইতেন, তন্মধ্যে কতকগুলি যে ভারতীয় দ্রব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে গুলি ভারতীয় দ্রব্য বলিয়াই যে, তাঁহারা সে গুলি ভারত হইতেই লইয়া যাইতেন, অথবা আফ্রিকেই যে ভারত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। এরূপ নির্দ্ধারণের পক্ষে কিছু না কিছু প্রমাণ থাকা আবশ্যক। যখন থার্সিস্ শব্দে স্পেন নির্দিষ্ট হইতেছে, যখন আবার সে গুলি তথা হইতেই নীত হইত*, তখন

* “For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.”—1. Kings, X. 22.

যে ভাষায় খৃষ্টপূর্বাব্দীয়দিগের ধর্ম্যপুস্তক প্রথম লিখিত হয়, তাহার নাম হিব্রু। ঐ ভাষায় “কফ্” শব্দে বানর বুঝায়। উহা যে সংস্কৃত “কপি” শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিব্রু “খুকি” শব্দ তামিল “টোকৈ” শব্দের অপভ্রংশ; অর্থ ময়ূর। হিব্রু “যেন্‌হাবীম্” শব্দের অর্থ গজদন্ত। জেসিনিয়স্ সাহেব বলেন যে, উহা “যেন্‌হা-ইবীম্” শব্দের অপভ্রংশ। তন্মধ্যে “ইবীম্” শব্দটী সংস্কৃত “ইভ” শব্দের রূপান্তর মাত্র, অর্থ হস্তি; উহার পূর্বের কেবল মাত্র একটী বিশেষণ-বাচক হিব্রু শব্দ আছে।—(Elphinstone's History of India, page 183, foot-note.) যিহুদীরা খৃঃ-পূঃ ১১ শ ও ১০ম শতাব্দীতে

এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে ভূমধ্যসাগর দিয়া বাণিজ্য চলিয়া ছিল। ফিনিসিয়াদেশীয় বণিকেরা ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করিতেন, এ কারণ তাঁহাদের উহারই উপকূলে বসতি। ঐ অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্য চলিয়াছিল, এ কারণ ঐ দিকে তাঁহাদের উপনিবাসের প্রমাণ আছে *।

বস্তুকেরা আরব ও আফ্রিকা আতিক্রম করিয়া স্পেন ও উহার নিকটবর্তী স্থানে বাণিজ্য করিতেন, এবং ফিনিসীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন;—এতদ্ব্যতীত অপর কোন অনুমান যুক্তি-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। এখনকার তায় তখন স্বেচ্ছাযোজকের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না।

ফিনিসীয়দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থার্সিস্ অর্থাৎ স্পেন হইতে জলপথে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের তখন ভারতে আসিতে হইত না। তাঁহারা তখন ভারতের কোন সন্ধান রাখিতেন না (৭৩ পৃষ্ঠা); তাঁহারা স্পেন দেশেই সে গুলি প্রাপ্ত হইতেন। অতএব তখন তথায় ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্তুদিগের যাতায়াত থাকা সর্বতোভাবে সম্ভব।

* “The Phœnicians (the Canaanites of Scripture), were a commercial people in the days of Abraham.—In the time of the Hebrew judges, they had begun to colonise.—Their first settlements were Cyprus and Rhodes; thence they passed into Greece, Sicily, Sardinia, and Spain, and formed establishments likewise, not only on the northern, but even on the western coast of Africa.—The Sidonians carried on an extensive commerce at the time of the Trojan war”.—*Tytler's Elements of General History*, page 7.

ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা এলব্রাহামের সময় হইতে (B. C. 1996-1828.), অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব বিংশ বা উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু উপরি বেক্রপ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্বেচ্ছা স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্তুদিগেরও ঐ অঞ্চলের কোথায় না কোথায় বাণিজ্য চলিয়াছিল।

অতএব তখন ঐ পথ দিয়া জাহাজ চলিত না। কালসহকারে আবার বস্তুকেরা স্পেন অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগর বাহিয়া গ্রীস-দেশেও বাণিজ্য করিয়াছিলেন। তত্পলক্ষে ভারত-বাসীরা ঐ অঞ্চলে আপনাদিগের শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া থাকিবেন (৮৩ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য যে, অতি প্রাচীন কালেই তথায় বিদ্যার অনুশীলন হইয়াছিল। এই হেতু তথায় ভারতীয় পণ্ডিতদিগেরও সমাগম হইয়া থাকিবে। ইহাতে আরো প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা টায়ার দেশে গিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তথায় বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যেহেতু উহা গ্রীস হইতে বহুদূর নহে। খৃষ্ট-পূর্ব একাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত তথায় বাণিজ্য-লক্ষ্মী অচলভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন (৬৬ পৃষ্ঠা)।*

* যে লোহিত রঙ পুরাকালে টায়ার-দেশীয়-মৎস্য-সম্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, বাস্তবিক উহা যে তথাকার মৎস্য-সম্ভূত নহে, তাহা পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তথায় ওরুপ মৎস্য (Murex) পাওয়া যায় না। ঐ রঙ মৃত কীট শুকাইয়া প্রস্তুত হইত*। উহা ভারতীয় কীট। ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা ঐ রঙ লইয়া তথায় বিক্রয় করিতে বাইতেন, এতদ্ভিন্ন অপর কোন অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা তখন জলপথে ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

* "Passing by Tyre I came to be a mournful witness of the truth of that prophecy, That Tyre, Queen of Nations, should be a rock for fishers to dry their nets on. Two wretched fishermen, with miserable nets, having just given over their occupation, with very little success, I engaged them, at the expence of their nets, to drag in those places, where they said shell-fish might be caught, in hope to have brought out one of the famous purple fish. I did not succeed, but in this I was, I believe, as lucky as the old fishers had ever been. The purple fish at Tyre seems to have been only a concealment of their knowledge of cochineal, as, had they depended upon the fish for their dye, if the whole city of Tyre applied to nothing else but fishing, they would not have coloured twenty yards of cloth in a year."—Bruce's Travels, 1790, Vol. 1., Introduction, p. lix.

সলোমনের সময়ে হুয়েজ্ যোজকের মধ্য দিয়া জল-
যানে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের কোন উপায় না থাকিলেও
(৬৭ পৃষ্ঠা), লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিবার বিশেষ সুবিধা
হইয়াছিল * । তিনি সিরিয়া দেশে, ট্রিপোলি ও ডামাস্কাসের

পরে প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ রঙ ভারত
হইতে পারস্যদেশে নীত ও ব্যবহৃত হইত । এজিকিয়েলের সময়ে, অর্থাৎ
খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া-দেশীয় বণিকেরা যে রঙ লইয়া টায়ার
দেশে বিক্রয় করিতেন *, তাহাও ভারতীয় রঙ । উহাই পুরাকালে
টায়ার-দেশীয়-মৎস্য-সম্ভূত রঙ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে । উহা
তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন, তখন ভারতীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে
গিয়াও বাণিজ্য করিতেন (পশ্চাৎ দেখুন) ।

* পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আধুনিক মতে ইডুমিয়ানরা প্রাচীন
কালে লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিতেন, এবং সেই কারণেই উহার ওরূপ
আখ্যা (৫৪ পৃষ্ঠা) । ষ্ট্রাবো, যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে ইহ লোক পরিত্যাগ
করেন, তিনি কিন্তু উহার নামের উৎপত্তির বিষয়ে বলেন—

“Some say that the sea is red from the colour arising from
reflexion either from the sun, which is vertical, or from the
mountains, which are red by being scorched with intense heat;
for the colour it is supposed may be produced by both of these
causes. Ktesias of Knidos speaks of a spring which discharges
into the sea a red and ochrous water.”—*Strabo translated. In
McCrindle's Translation of the “Periplus,” &c., page 210, foot-
note.*

টাসিয়স্ একজন গ্রীস-দেশীয় ইতিহাস-লেখক । তিনি খৃষ্ট-পূর্ব
৩৮২ অব্দে পরলোক গমন করেন । তিনি বলেন যে, ভূমধ্য হইতে লোহিত
সাগরের জল উঠিয়া লোহিতসাগরে পতিত হইত, তাহাতেই উহার ওরূপ
আখ্যা । অথবা ষ্ট্রাবো যেক্রপ জনশ্রুতির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন,
তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, সূর্য্যরশ্মি উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায়,
উহার ওরূপ নাম হইয়াছে । সে যাহা হউক, ইডুমিয়ানরা সাগরের তীর-

* “Syria trafficked with thee by reason of the multitude of the
wares of thy making; they gave for thy merchandise emeralds, purple
and brodered work, and fine linen and agate.”—*Ezekiel XXVII. 16,
according to Gesenius.*

মধ্যবর্তী স্থলে, “বেয়ালথ্” নামক একটি নগর নির্মাণ করেন। তিনি আবার আরবীয় পিট্রা বিভাগে, আলেপ্পোর কিষ্কিৎ দক্ষিণ-পূর্বে, “টাড্‌মোর্” নামক অপর একটি নগর স্থাপিত

বানী নহে। তাঁহাদের পর্তুগীজের বাস ছিল*,—ইহা দ্বারা নাবিক বিদ্যায় তাঁহাদের পারদর্শিকতা প্রমাণ হইতেছে না। তাঁহারা লোহিত-সাগরের কূলে কূলে বাহিয়া সেবিয়া হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন,—এই পরিমাণমাত্র তাঁহাদের জলপথে বাণিজ্য প্রমাণ হইতে পারে। তখন ভারতীয় বণিকেরা তথায় গিয়া বাণিজ্য করিতেন (৭৪ পৃষ্ঠা); তাহাতেই তাঁহাদের দেশের অত ঐশ্বর্য্য। পুরাকালে যে পথ দিয়া আরবীয়েরা পদব্রজে ইজিপ্ট দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন (৫৩ পৃষ্ঠা), সেই পথেই ইউমিয়ান্দিগের বাজার বা দেশ ছিল (৫৫ পৃষ্ঠা)†। তাঁহারা জলপথে স্থানান্তরে গিয়া কোথাও বাণিজ্য করিতেন বলিয়া প্রতিপাদিত হয় না।

* “Thy terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart, O thou that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill: though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord.”—*Jeremiah*.

উনিষদ্বাদশ জেরিমিয়া খৃঃ-পূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি ইউমিয়ান্দিগকে পর্তুগীজ বানী নির্দেশ করিয়াছেন।

† “While the Israelites were detained in bondage in Egypt, the Edomites, descended from Esau, became a rich and powerful nation, possessing a rampart of impregnable fortresses in the fastnesses of Mount Seir, a country generally fruitful, and the command of the great roads by which the earliest commercial caravans travelled. Its capital city, called Bozrah in the Old Testament, and Petra by the Greeks, was situate at the foot of Mount Hor, in a deep valley; the only means of access to this metropolis was through a defile, partly natural and partly cut through the solid rocks, which hung over the passage, and often intercepted the view of the heavens. The breadth of this pass is barely sufficient for two horsemen to ride abreast, and near the entrance a bold arch is thrown across at a great height, connecting the opposite cliffs. The pass gradually slopes downwards for about two miles, the mountain-ridge still retaining its level, until at the close of the dark perspective, a multitude of columns, statues, and graceful cornices, burst upon the view, retaining at the present day their forms and colours, as little injured by time and exposure as if they were just fresh from the chisel. The sides of the mountains are covered with countless excavations, of which some are private dwellings and some sepulchres.”—*Taylor's Ancient History; New Edition; London: 1871; page 281.*

করেন * । তিনি এইরূপে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াতের কষ্ট নিবারণ করিয়া লোহিতসাগরের উপকূলস্থ ইডুমিয়া দেশের ইলাথ ও ইজিয়ন্‌জিবাব্ নামক বন্দরদ্বয়ে জাহাজ প্রস্তুত করেন । ট্যায়ার-দেশাধিপতি হিরাম তাঁহার সাহায্যে ফিনিসিয়াদেশীয় সুশিক্ষিত নাবিক প্রেরণ করেন । যিহুদীরা এইরূপে ফিনিসীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া আফ্রিকাদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন †, এবং তথা হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন । তখন সেবা বা সেবিসাদেশে যে ভারতীয় দ্রব্যগুলি আমদানি হইত, তাহা আমরা ইতিপূর্বে সবিস্তরে সমালোচনা করিয়াছি (৭৪ পৃষ্ঠা) । অতএব অনুমিত হয় যে, যিহুদী ও ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা তখন সেবা দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন । উহাই তাঁহাদের আফ্রিক । তথায় ভারতীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যাইত । তাঁহারা তখন ভারতে আসিতেন না । তাঁহারা তখন ভারতের কোন সন্ধান জানিতেন না (৭৩ পৃষ্ঠা) । ভারত কখনই আফ্রিক নহে ‡ ।

* “And Solomon built Gezer, and Beth-horon the nether, And Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land.”—*I. Kings, IX. 17-18.*

† “And King Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.

And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.

And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought it to King Solomon.”—*I. Kings, IX. 26-28.*

‡ সলোমন যে “আলুমণ্” কণ্ঠ মন্দির নির্মাণ করেন, তাহাও তিনি অপরায়ণ ভারতীয় দ্রব্যগুলির ন্যায় সেবা দেশে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন (৭৪ পৃষ্ঠা) । উহা ট্যায়ার-দেশীয় বণিক কর্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারত

সলোমনের বহু কাল পরে, অর্থাৎ আনুমানিক খৃঃ-পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা ভারতের অবস্থিতির বিষয় কতক অস্পষ্ট সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা উহার নাম জানিতে পারেন নাই। পূর্বোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েল্ (৫৩ পৃষ্ঠা) ট্যায়ার-দেশীয় নৃপতিকে লক্ষ্য করিয়া পারস্যোপসাগরস্থ “বেরিন্” নামক দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত “দেদান্” দ্বীপের সম্বন্ধে যে সকল দূরদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, * তাহা ভারতীয় দেশ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু তখনও তাঁহারা উহার নাম

হইতে নীত বা গৃহীত বলিয়া সপ্রমাণ হয় না। আমরা এ বিষয়ে মহাত্মা টড সাহেবের অনুমানে অনুমোদন করিতে পারিলাম না *। তখন যে ভারতীয় বণিকেরা লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এ কথা তিনি সঙ্গত বলিয়া থাকেন। আবার সলোমনের লোকেরা তখন তথায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন†। অতএব সলোমন তথা হইতেই উক্ত কাষ্ঠ পাইয়া থাকিবেন।

* “The sons of Dedan were thy merchants: many distant lands were the merchandise of thine hand: they brought thee for a requital horns, ivory, and ebony.”—*Ezekiel, XXVII, 15.*

* “The wood of Solomon’s temple is called *al-mug*; the prefix *al* is merely the article. This is the wood also mentioned in the annals of Guzerat, of which the temple to ‘Adinath’ was constructed. It is said to be indestructible even by fire. It has been surmised that the fleets of Tyre frequented the Indian coast; could they thence have carried the *Al-Mug* for the temple of Solomon?”—*Tod’s Rajasthan, Vol. 1.,—Annals of Mewar, Chapter VII.*

† “The distance of the Nile from the Indian shore forms no objection; the sail spread for Ceylon could waft the vessel to the Red Sea, which the fleets of Tyre, of Solomon, and Hiram covered about this very time. That the Hindus navigated the ocean from the earliest ages, the traces of their religion in the isles of the Indian archipelago sufficiently attest; but on this subject we have already said enough.”—*Tod’s Rajasthan, Vol. 1.,—Religious Establishments, &c., of Mewar, Chapter, XX.*

জানিতে পারেন নাই। এ অঞ্চলে তখন তাঁহাদের যাতায়াত থাকিলে, তাঁহারা অবশ্য উহার নাম জানিতে পারিতেন। দুই শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহারা উহার নাম শুনিয়াছিলেন। খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্ম-পুস্তকের মধ্যে কেবল “এস্ভার” নামক বিভাগে ভারতের নাম পাঠ করা যায় *। উক্ত বিভাগে কেবল পারস্যদেশের ইতিহাস বর্ণিত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে, ভারত “অহসুএরস্” (Ahasuerus) নামক নৃপতির রাজ্যের বহি-ভূত। তখন পারস্য-দেশ ভারত পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। অহসুএরস্ ডেরায়সের পুত্র ছিলেন। ডেরায়স্ খৃষ্ট-পূর্ব ৫২২ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব ৪৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত পারস্য-দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬৭ পৃষ্ঠা)। হিরোডোটস্, যিনি তাঁহার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বলেন যে, ঐ নৃপতি ভারতবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কর আদায় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারতীয় রাজ্যাংশটী তাঁহার সমস্ত পারসীক রাজ্যের বিংশতিতম বিভাগ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ডেরায়স্ ভারতের মধ্যে যে কতদূর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত ইতিহাস-বেত্তার গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ

* “Then were the king’s scribes called at that time in the third month, that is, the month Sivan, on the three and twentieth day thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which are from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language,”—*Esther, VIII, 9.*

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পারসীকেরা সেই প্রাচীন কালে ভারতে আসিয়া আৰ্য্য-বর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্রই বসতি করিয়াছিলেন * । জেনারেল্ সার্

* ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পারসীকেরা ভারতীয় দ্রব্য লইয়া স্থলপথে বাণিজ্য করিয়াছিলেন (৫৪ পৃষ্ঠা) । এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহাদের ভারতে প্রথম প্রবেশ । অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী কালে তাঁহারা ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্তুক-দিগের সাহায্যে স্বদেশে বসিয়া ভারতের দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হইতেন । তাঁহারা তখন ভারতে আসিতেন না । বস্তুকেরা ঐ প্রাচীন কালে সে গুলি লইয়া স্থলপথে পারস্যদেশাভিমুখে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন (৫৫ পৃষ্ঠা) । তৎপরে ঐ শেষোক্ত শতাব্দী হইতে পারসীকেরা ভারতে আসিয়া স্থলপথে সে গুলি লইয়া বাটতেন । হিরোডোটস্ যে সকল বস্তু “সিণ্ডন বীস্মীনা” (Sindon byssina) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সে গুলি, বোধ হয়, তখন হইতে তাঁহাদেরই কর্তৃক সাফাৎ সম্বন্ধে ভারত হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে নীত ও বিক্রীত হয় । সিণ্ডন শব্দ যে “সিন্ধু” শব্দের অপভ্রংশ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । বীস্মীনা শব্দ যে “বস্ত্র” শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই । [“বস্ত্র (ক্লো) বসনং”—ইতি বিখঃ ।] সিণ্ডন বীস্মীনা যে শাণবস্ত্র নহে, তাহা এক-প্রকার দৃঢ় করিয়া বলা যাইতে পারে । তখন ইজিপ্ট দেশে ওরূপ বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত * (৬৫ পৃষ্ঠা) ; অতএব অনুমিত হয় যে, তখন ভারত হইতে ওরূপ বস্ত্র রপ্তানি করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না । সে গুলি আবার রেসম-বস্ত্র নহে, কারণ রেসম-বস্ত্র উহার অনেক অধস্তন কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে নীত ও ব্যবহৃত হয় । সে গুলি কার্পাস-বস্ত্র । পারসীকেরা খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে স্থলপথে সিন্ধুদেশে আসিয়া সে গুলি লইয়া বাটতেন † । সে গুলি সিন্ধুদেশ হইতে রপ্তানি হইত, কিন্তু

* Ezekiel, XXVII, 7.

† যেরূপ হিরোডোটস্ বলেন, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, পারসীকেরা ডেরারসের ভারত-আক্রমণের পূর্বে স্থলপথে ভারতে আসিবার পথ জানিতেন না । ডেরারস্ অগ্রে ঐ পথ আবিষ্কার করিতে লোক প্রেরণ করেন । তাঁহার প্রেরিত লোকেরা সিন্ধুনদী হইতে যাত্রা করিয়া সার্কী ছুই বৎসর পরে লোহিতসাগরে উপস্থিত হন । পরে তিনি ভারত আক্রমণ করেন । পারসীকেরা ঐ সময় হইতে স্থলপথেও বিচরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহাদের ওরূপ বিচরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (৫২ পৃষ্ঠা) ।

আলেকজান্দার ক্যানিঙ্ক্‌হ্যাম্ সাহেব অসাধারণ পরিশ্রম ও
অধ্যবসায় সহকারে স্থানে স্থানে তাঁহাদের দেবালয় আবিষ্কার
করিয়াছেন। সেই সকল দেবালয়ের একতম তাঁহাদের
“জেরাক্সস্” (Xerxes) নামক নৃপতির অধিকার কালে,

সে গুলি সিদ্ধদেশে নির্মিত নহে। সে গুলি বঙ্গদেশোদ্ভব। বস্তুকেরা
সে গুলি বঙ্গদেশ হইতে লইয়া সিদ্ধদেশে বিক্রয় করিতে যাইতেন। তখন
সিদ্ধদেশ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠে। তখন বা তদপেক্ষা বহুপ্রাচীন
কালে বঙ্গদেশে যে কার্পাস-বস্ত্র নির্মিত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।
পূর্বোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েল্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত
হয়েন, তিনি পারস্যোপসাগরস্থ বেরিন্ নামক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দেদান্
দ্বীপ হইতে যে সকল বস্ত্র টায়ার দেশে গৃহীত হইত বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন (৫৩ পৃষ্ঠা), বস্তুকেরা সে গুলি ভারত হইতে বিক্রয়ার্থ তথায় লইয়া
যাইতেন। সেগুলি যে বঙ্গ-দেশোদ্ভব কার্পাস-বস্ত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে
সহজে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার বচনে যে হিব্রু “বিগ্‌ডেহ্”
(Bigdeh) শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহা “বেগেড্” (Beged) শব্দের
বহুবচন। বেগেড্ বা “বাগাড্” (Bagad = to clothe) শব্দ যে সংস্কৃত
“বঙ্গ” শব্দের অপভ্রংশ, তাহা কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রাতি-
পন্ন হইবে। বঙ্গ হইতে “বাড্‌গ্”, পরে “বাগড্”, শেষে “বাগাড্”;—এই-
রূপে বঙ্গ শব্দটি উল্লিখিত ভাষার ক্রমে পরিণত হইয়া থাকিবে। বঙ্গ
শব্দের অর্থ কার্পাস-বস্ত্র; যথা মেদিনীকোষে—

“ব্যাঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে বঙ্গং সীসকরঙ্গয়োঃ।

বার্ত্তাকেকহপি চ কার্পাসে পুংভূমি নীরদন্তরে ॥”

গদ্যিকম্, ২৪।২৫ শ্লোক।

ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই প্রথম কার্পাস-বস্ত্রের বয়ন, এই জ্ঞাত উহার
ওরূপ আখ্যা। বেগেড্ ও বঙ্গ এই দুই শব্দে আপাততঃ যাহা কিছু
বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেশ কাল ও ভাষাভেদে উচ্চারণ-গত
বৈলক্ষণ্য বৈ আর কিছুই নয়। উহার আদৌ এক। অতএব বলিতে
হইবে যে, অতিপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় লোহিত রঙের ন্যায়
(৮৯ পৃষ্ঠা), ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্রও টায়ার দেশে নীত ও ব্যবহৃত হইত,
এবং বস্তুকেরা ঐ প্রাচীন কালে দেদান্ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।
দেদান্ শব্দটি, বোধ হয়, সংস্কৃত কোন শব্দের অপভ্রংশ হইবে।

অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত *। জেরাক্সস্ ডেরায়সের পুত্র ; তাঁহার অপর নাম অহসূএরস্ (৯৩ পৃষ্ঠা)।

পারসীকদিগের ভারতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিবার বিষয় উপরি সমালোচিত হইল। এক্ষণে তাঁহাদের ভাষায় বহুক শব্দের অনুপ্রবেশের কারণ ও সময় অনু-সন্ধান করা হইবে।

আমরা ইতিপূর্বে আফ্রিকা অঞ্চলে বহুক জাতির অবস্থিতির বিষয় সমালোচনা করিয়াছি (৬১ পৃষ্ঠা)। তাহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বহুক শব্দ তদদেশীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমরা আবার তৎপূর্বে (৪৫ পৃষ্ঠা) কর্ণাটী ভাষায় বহুক শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। আমরা পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার ব্যবহার দেখিব। আমরা এক্ষণে পারসী ভাষায় উহার অর্থের সমালোচনা করিব। উহা তথায় “বোসোক্”-আকারে বিকৃত। ‘ব’-কারের স্বভাব-সুলভ অপভ্রংশ ‘বো’-কার, ‘সু’-কারের ‘সো’-কার, এবং ‘ক’-কারের ‘ক্’-কার। বহুক শব্দ এইরূপে উচ্চারণভেদে পারসী ভাষায় বোসোক্-আকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই দুই শব্দে যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা ভাষাভেদে উচ্চারণ-গত বৈলক্ষণ্য বৈ আর কিছুই নয়। উহারা যে মূলে এক, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। বোসোক্ শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পারসীকেরা এই শব্দটী তন্তুবয়ন কর্মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা চরকায় সূতা কাটিবার নিমিত্ত তুলার যে

* Archæological Survey of India. By A. Cunningham, Esq., C.S.I., Major-General, Royal Engineers. Vol. V., Plates 45—50.

পাঁজ প্রস্তুত করেন, পারসী ভাষায় তাহাকে বোসোক বলে। বসুক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি। উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি, উহাতে বৈশ্যই বুঝাইয়া থাকে। বসুকেরা বণিক। তাঁহাদিগের বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল। তাঁহারা তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রবয়ন করাইয়া লইতেন। পারসীক মহিলারা হিন্দু মহিলার আদর্শে চরকায় সূতা কাটিতেন*। তাঁহারা বসুকদিগের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিতেন, এবং

* “কর্ত্তন” শব্দে স্ত্রীলোকদিগের কাটনা কাটা বুঝাইয়া থাকে ;
বথা, মেদিনীকোষে—

“কর্ত্তনং ন দ্বয়োচ্ছেদে নারীণাং সূত্রনির্মিতৌ ॥”

নত্রিকম্ ৪৭ শ্লোক।

যে সকল স্ত্রীলোকে কাটনা কাটিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে “কর্ত্তনী” বলে। “কাটনী” শব্দ কর্ত্তনী শব্দের অপভ্রংশ। কর্ত্তনী শব্দ এক্ষণে কেবল “কর্ত্তরী” বা “কাঁচী” অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু এক সময়ে উহা “সূত্রনির্মাণ-কাৰিণী” অর্থেও প্রচলিত ছিল। প্রচলিত কোন অভিধানে উহার ওরূপ অর্থ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার অপভ্রংশ কাটনী শব্দ অদ্যাপি ঐ অর্থেই প্রসিদ্ধ। ঐ শব্দটি এক্ষণে ডুমুরাও নগরের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। ডুমুরাও চাকার ১০।১২ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। পূর্ব কালে উহা বস্ত্র-নির্মাণের জন্মই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানো তথায় অনেক তন্তুবায়ের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে এই একটা প্রবাদ আছে যে, তথাকার সুপ্রসিদ্ধ কর্ত্তনীর এক রতি ওজনের তুলায় একশত পঁচাত্তর হস্ত সূত্র কাটিয়া দিতেন*।

* সুলেম্‌ব নামে একজন আরবীয় বণিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্যোপ-সাগর হইতে কয়েকবার ভারত ও চীনদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ৮৫১ অব্দে একখানি আরবী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপাঠে বঙ্গদেশীয় কর্ত্তনাদিগের কার্যনৈপুণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

“There is a stuff made in his country” (i. e., in the country of the King of RUMI) “which is not to be found elsewhere ; so fine and delicate is this material that a dress made of it may be passed through a signet-ring It is made of cotton, and we have seen a piece of it. Trade is carried on by means of Kauris, which are the current money of the country. They have gold and silver in the country, aloes, and the stuff called samara, of which madabs are made.”—*Sukaiman translated. In Sir Henry M. Elliot's History of India, edited by Professor Dowson ; London: 1867 ; Vol. 1, page 5.*

চরকায় সূত্র কাটিবার নিমিত্ত তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিতেন। সেই সমস্ত তুলা বস্ত্রকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইত, পরে আবার সূত্র বা বস্ত্রাকারে তাঁহাদিগকেই প্রদত্ত হইত, এই আদান-প্রদান ক্রিয়ার অবাস্তব সম্বন্ধবশতঃ ঐ সকল তুলার পাঁজ বস্ত্রক বা বোসোক্ নামে আখ্যাত*। ধন-বাচক

* পারসীকদিগের মধ্যে বস্ত্র-বয়নাদি কার্যে “দাদনি” নামে একটী বন্দোবস্তের অস্থগ্ঠান হইয়া থাকে। পারসী ভাষায় “দাদ্” শব্দের অর্থ “দান করা,” এবং তাহা হইতেই “দাদনি” শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহার মূলে যে সংস্কৃত “দদনং” শব্দ আছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। [“দদনং (ক্রী) দানং”—ইতি শব্দরত্নাবলী।] ঐ শব্দে এই এক পদ্বীতি লক্ষিত হয়—কোন কার্যের চুক্তি হইলে শ্রমোপজীবীকে কিকিংশ অর্থ অগ্রিম দেওয়া রীতি। দাদনি প্রথাটী পারসীকদিগের নূতন শিক্ষা বলিয়া বোধ হয়। যদি আদিতে ঐ প্রথাটী তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আরবীয়েরা ঐ প্রথার সহিত ঐ শব্দটীও গ্রহণ করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরবীয়দিগের সহিত পারসীকদিগের বাণিজ্য-কার্যের সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। তাঁহারা পারসীক-

খৃষ্টীয় ১৬৬৬ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ করাসী-বণিক ট্যাভার্নিয়য়ার বঙ্গদেশ দর্শন করেন। তখনও তথায় সুনিপুণ কৰ্ত্তনীদের বাস ছিল। তাঁহারা যে কিরূপ সূত্র কাটিতেন, নিয়ে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্ক্তির পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। উল্লিখিত বণিক লিখিয়াছেন—

“The broad *baftas* are $1\frac{1}{2}$ cubit wide, and the piece is 20 cubits long. They are commonly sold at from 5 to 12 *mahmudis*, but the merchant on the spot is able to have them made much wider and finer, and up to the value of 500 *mahmudis* the piece. In my time I have seen two pieces of them sold, for each of which 1000 *mahmudis* were paid. The English bought one and the Dutch the other, and they were each of twenty-eight (28) cubits. Muhammad Ali Beg, when returning to PERSIA from his embassy to INDIA, presented CHA SEFI II. with a cocoa-nut of the size of an ostrich's egg, enriched with precious stones; and when it was opened a turban was drawn from it 60 cubits in length, and of a muslin so fine that you would scarcely know what it was that you had in your hand. On returning from one of my voyages, I had the curiosity to take with me an ounce of thread, of which a *livre's* weight cost 600 *mahmudis*, and the late Queen-Dowager, with many of the ladies of the Court, was surprised at seeing a thread so delicate, which almost escaped the view.” — *Travels in India by Jean B. Tavernier. Translated from the original French Edition of 1676. By V. Bull, LL. D., F. R. S., F. G. S.; London: 1889; Vol. II, pp. 7-8.*

বহুক শব্দ পারসী ভাষায় যে তুলার পাঁজ অর্থে ব্যবহৃত

দিগের আদর্শে বাজার বসাইয়া ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের বোজরা ও পারসীকদিগের বাজার—উভয়ে একই শব্দ (৫৫ পৃষ্ঠা)। আরবীয়েরা যখন পারসীকদিগের কারুওয়ান্ প্রথা গ্রহণ করিলেন,—সে সময়ে পারসীকদিগের মধ্যে দাদনি প্রথা প্রচলিত থাকিলে, তাহাও অবশ্য গ্রহণ করিতেন, ও সেই সঙ্গে দাদনি কথাটিও আরবী ভাষায় প্রবিষ্ট হইত *।

পারসীকেরা ভারত হইতেই দাদনি প্রথা শিক্ষা করিয়াছেন। ডেরায়সের ভারত-অধিকারের পর তাঁহারা যে ভারতে আনিয়া সপরিবারে বাস করেন, তদ্বিষয়ে ইতিপূর্বে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে (৯৪ পৃষ্ঠা)। পক্ষান্তরে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মানব-ধর্মশাস্ত্রই সর্বত্র হিন্দু-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা)। তগবান্ মনুর ব্যবস্থা সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, কোন অঙ্গীকৃত কার্য সমাধা না হইলে, কাহারও পাওনা দেওয়া হইত না; এবং কার্য সে পরিমাণে সম্পন্ন হইত, পাওনাও সেই পরিমাণে দেওয়া হইত † (৫২ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, যখন মানব-ধর্মশাস্ত্রের পূর্ণ প্রাচুর্য, তখন অবশ্য দাদনি প্রথাটি কখনই হিন্দুদিগের দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই। তাহার কোন অধস্তন কালে ঐ প্রথাটি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছে। অতএব ঐ প্রথাটি অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এক সময়ে উহা যে হিন্দু ও পারসীক, উভয় জাতির মধ্যে সমভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ প্রথাটির সহিত পারসী বোসোক শব্দের অর্থ সমন্বয় করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্বে পারসীক মহিলারা হিন্দু মহিলার আদর্শে চরখায় সূতা কাটিতেন, এবং দাদনির সহিত বহুকদিগের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিতেন।

তিন শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্বে, যখন বাঙ্গালায় ববনাখিকাব, তখন যে হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ অপার বহুক প্রচার ছিল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী-

* আরবীয়দিগের মধ্যে যে “মুয়ল্লিহ্” প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা দাদনি প্রথা হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা মাকল্য মূল্য অগ্রিম দিয়া পশ্চাৎ দ্রব্য লইয়া থাকেন। পারসীকেরা দ্রব্য পাইবার পূর্বে উহার কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া থাকেন, দ্রব্য পাইলে অবশিষ্ট মূল্য দেন।

† “চক্রবর্ত্তি সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।

অতিক্রামন্ দেশকালো ন তৎফলমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৫৬ ॥

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্পদর্শিনঃ।

স্থাপয়ন্তি তু যাং বুদ্ধিং সা তত্রাবিগমং প্রতি ॥” ১৫৭ ॥

মহা, ৮ ম অধ্যায়।

(“চক্রবর্ত্তি শব্দেনাত্র চক্রবচ্ছকটাদিভাটকরণা বুদ্ধিরভিযতা”—ইতি কুল্লকটটঃ।)

হইল, তাহার মূলীভূত কারণই এই,—তদ্বিন্ন ঐ শব্দটি

কাব্যে—“মহাদেবের মনোহর বেশধারণ” প্রকরণে—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ কাব্যখানি খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রচিত হয় (পরিশিষ্টে দেখুন)। তাহাতে লিখিত আছে; যথা—

“প্রভুর দোসর নাই উপায় কে করে।

কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে ॥

দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।

টুটিল হুতার কড়ি উপায় কি হবে ॥

দুপণ কড়ির হুতা এক পণ বলে।

এত দুঃখ লিখেছিলো অভাগী কপালে ॥”

স্ট্রীলোকেরা দাদনি লইয়া কাটনা কাটিতেন। কি হিন্দু, কি পারসীক, উভয় জাতির মধ্যে এক সময়ে এই একই প্রথা ছিল।

ইংরাজ বণিকেরাও ভারতে আসিয়া দাদনি প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চাৎ সমালোচনা হইবে।

এক্ষণে শ্রেণীবিশেষে যে “আগুরি” উপাধি দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, তাহা এই দাদনি প্রথা হইতেই আসিয়াছে। আগুরি শব্দ “অগ্র” শব্দের অপভ্রংশ। তাঁহারা অগ্রে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করিতেন, পরে কার্য সমাধা হইলে অবশিষ্ট মূল্য বুঝিয়া পাইতেন। অগ্র বা আগুরি শব্দ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের ইংরাজি অভিধানে সেগুলি সংগৃহীত আছে; যথা,—

“Agari, Agaree, H. (from the S. *agra* অগ্র, before), Money, &c., paid in advance. There are various dialectical modifications of the same, as, *Agari* or *Agace*, *Aguri* or *Agocree*, *Agau*, *Agavu*, &c., all derived from *Agra*, meaning, Before, either in place or time, through the Vernacular form *Age*.”—*Wilson's Glossary*.

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দাদনি প্রথার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর আগুরি উপাধির সৃষ্টি হয়। ঐ উপাধি তত্ত্ববায়দিগের মধ্যেও আছে। “আগরুওলা” উপাধিরও ঐরূপ সৃষ্টি বোধ হয়।

আগুরি-তত্ত্ববায়দিগের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের কার্য ছিল। খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে শত্রাটু ফরকসিয়ান্ ইংরাজ বণিকদিগকে যে সনন্দ পত্রখানি প্রদান করেন, তাহাতে আগুরি-তত্ত্ববায়দিগের উল্লেখ আছে*।

* Considerations on India Affairs. By William Bolts, Esq., Second Edition, London; 1772; Part II., Vol. III., page 6.—Copy of the original Persian Firman granted by the Emperor Furrukhsier in 1717.

অন্য কোন কারণে ওরূপ অর্থে ঐ ভাষায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর নহে * ।

পারসীকেরা খৃষ্টীয় শকারস্তের সন্নিহিত কালে স্বদেশে বস্ত্র-বয়ন করিতে আরম্ভ করেন । সেই গ্রীক-গ্রন্থকার ক্র্যাবো, যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, এবং বহু দেশ

* বস্তুকদিগের তুলার ব্যবসায় ছিল, এবং তাহা হইতেই তুলার বস্তুক বা বোসোক্ আখ্যা । বণিকদিগের নিজ আখ্যা যে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের উপর আরোপ হইয়া থাকে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে । সচরাচর এরূপ বহুতর প্রমাণ দৃষ্ট হয় । ইটালি ভাষায় যে “শেঠা” (Seta) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে সংস্কৃত “শ্রেষ্ঠী” বা উহার অপভ্রংশ “শেঠ” শব্দের রূপান্তরমাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । উহা তথায় রেসম অর্থে ব্যবহৃত । শ্রেষ্ঠীদিগের রেসমের ব্যবসায় ছিল । মানব-ধর্মশাস্ত্রানুসারে রেসম বৈশ্যের পণ্যদ্রব্যবিশেষ । ভগবান্ মনু আপৎকালে জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বৈশ্যের নির্দিষ্ট কতকগুলি পণ্যদ্রব্যে জীবিকা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে রেসমের ব্যবসায় করিতে একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন । রেসম চিরকালই বৈশ্যের পণ্যদ্রব্য (১০ পৃষ্ঠা) । শ্রেষ্ঠীরা বৈশ্য-বণিক ছিলেন । রেসম তাঁহাদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া উহাও স্থলবিশেষে শ্রেষ্ঠী বা শেঠ আখ্যায় আহৃত হইত বলিয়া বোধ হয় । হিপালসের ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর, ইটালি-দেশীয় বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন (৬৩ পৃষ্ঠা) । তাঁহারা শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট রেসম ক্রয় করিতেন ; তদুপলক্ষে তাঁহারা রেসমের সহিত উহার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ আখ্যাও গ্রহণ করিয়া থাকিবেন । বস্তুক শব্দ যেরূপ পারসী ভাষায় তুলা অর্থে ব্যবহৃত, শ্রেষ্ঠী শব্দও সেইরূপ ইটালি ভাষায় রেসম অর্থে ব্যবহৃত । বলা বাহুল্য যে, শ্রেষ্ঠী শব্দটী বস্তুকদিগের অধস্তন কালের একতম উপাধিমাত্র ; কালে “জি”-কারের লোপে উহা শ্রেষ্ঠ বা শেঠ আকারে পরিণত হইয়াছে । এখানে বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, সাধারণের মতে রেসম খৃষ্টীয় শকের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থলপথে চীনদেশ হইতে ইটালি দেশে প্রথম নীত ও ব্যবহৃত হয় । চীনদিগের প্রাচীন নাম “সেরিস্” (Seres), সেই জনাই উহার অশ্রু একটী আখ্যা “সেরিকম্” (Sericum) । তদবধি ইটালি দেশে রেসমের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া শ্রেষ্ঠীরা হয়ত ঐ অঞ্চলে উহার বাণিজ্য করেন । তদুপলক্ষে বস্তুক শব্দের ন্যায় (৫৭ পৃষ্ঠা), ইটালি ভাষায় শ্রেষ্ঠী শব্দের প্রবেশ হইলেও হইতে পারে ।

ভ্রমণ করিয়া কার্পাসের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ভারতকেই নির্দেশ করেন (৭৫ পৃষ্ঠা), তিনি তখন তাঁহাদের সুসিয়েনা (Susiana) প্রদেশে কার্পাস-বস্ত্রের রোপণ ও কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন * । অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভকালে বস্ত্র শব্দ পারস্য দেশে তুলার পাঁজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা ভারতে আসিয়া বসতি করিয়াই বস্ত্রবয়ন কর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন † । বস্ত্র শব্দ যেরূপ অর্থে তাঁহাদের ভাষায়

* Vincent's Commerce and Navigation, Vol. 1., page 456.

† পারসী ভাষায় যে “বাক্” শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা সংস্কৃত “বাপ” শব্দের অপভ্রংশমাত্র । সংস্কৃত বাপ শব্দে তন্তুবয়ন, পারসী বাক্ শব্দে তন্তুবায় । এস্থলে “প”-কারের স্থানে “ফ্”-কার উচ্চারিত হইয়াছে, এই মাত্র ভেদ । পারসী “বাক্” শব্দও, বোধ হয়, সংস্কৃত “বাপিত” শব্দের রূপান্তরমাত্র । কালে এই দুই শব্দের অর্থ-বিষয়ে অনেক অন্তর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উহার মূলে এক বলিয়া বোধ হয় । বাক্ শব্দে আবার কার্পাস-বস্ত্র বুঝাইয়া থাকে । অতএব বলিতে হইবে যে, পারসীকেরা ভারতে আসিয়া কার্পাস-বস্ত্র বয়ন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন ।

পারসী ভাষায় যে “কার্গাহ” * শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সংস্কৃত “কার্য্য-গেহ” শব্দের অপভ্রংশ বই আর কিছুই নয় । উল্লিখিত ভাষায় উহার অর্থ, “কার্য্যালয়” ও “তাঁত” । পারসীকেরা ভারতে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিয়া তন্তুবয়ন কর্মে এতই প্রোৎসাহী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহাকে তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছিলেন । তখন তাঁত বা তন্তুবয়ন তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল । কার্য্য-গেহ শব্দ এইরূপে বিকৃত হইয়া পারসী ভাষায় তাঁত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব বলিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে, অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহাদের ভারতে আসিয়া বাস (৯৪ পৃষ্ঠা), সেই সময়েই তাঁহাদের এখানে তন্তুবয়ন কর্মের আরম্ভ ।

* তন্তুবায়েরা তাঁতের কারণ রাজাকে যে কর প্রদান করিতেন, তাহাকে “কার্গাহি”, অর্থাৎ কার্য্য-গেহি বলিত । খৃষ্টীয় ১৭৯৫ অব্দের দ্বিতীয় রেগুলেসনে ঐ কর রহিত হইয়া যায় । তাহাতে ঐশব্দটি “খের্গুই” (Khergui) রূপে লিখিত আছে ।

গৃহীত, তাহাতে তাঁহাদের ভারতে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিবার আবশ্যকতা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহারা এখানে থাকিয়া বস্ত্রকদিগের নিকট কার্পাস পাইয়া কাটুনা কাটিতে বা বস্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিলে কালে অর্থের বিস্তারবশতঃ উল্লিখিত শব্দে যে ওরূপ অর্থ সংযোজিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে ঐ অর্থ-যোজনায় সময় ধার্য্য হয়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ প্রাচীন কালে বস্ত্র শব্দ ঐরূপ অর্থে পারস্য দেশে ব্যবহৃত বলিয়া প্রমাণ হয় না*। ইতি-পূর্বে যে রূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, উহা খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভকালের পূর্বে

* গ্রীক-গ্রন্থকার টাসিয়স্ (৮৯ পৃষ্ঠা), যিনি পারস্যাদিধিপতি আর্টাক্সেস্ নীমোন্ নামক নৃপতির চিকিৎসা উপলক্ষে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পারস্যদেশে গিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করেন ও ঐ দেশের একখানি ইতিহাস লিখেন, তাঁহার সেই ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখনও পারস্যেরা ভারতীয় বস্ত্র লইয়া ব্যবহার করিতেন। তখন বস্ত্র-বয়ন প্রচলিত থাকিলে, তিনি অবশ্য উহার বিষয় কিছু না কিছু লিখিতেন। অতএব বলিতে হইবে যে, অত প্রাচীন কালে বস্ত্র শব্দ পারস্য দেশে প্রচলিত বলিয়া সপ্রমাণ হয় না।

টাসিয়স্ ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত্ত কয়েক পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

“The few particulars appropriate to India, and consistent with truth, obtained by Ctesias, are almost confined to something resembling a description of the Cochineal plant, the fly, and the beautiful tint obtained from it, with a genuine picture of the monkey and the parrot; the two animals he had doubtless seen in Persia, and flowered cottons emblazoned with the glowing colours of the modern chintz, were probably as much coveted by the fair Persians in the Harams of Susa and Ecbatana, as they still are by the ladies of our own country.”—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 17.*

পারস্যদেশে কখনই ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বস্ত্র-বয়নের আরম্ভ হইতেই তথায় বস্ত্রক শব্দের ওরূপ অর্থে ব্যবহার ধরিতে হইবে।

আমরা উপরি পারসী ভাষায় বস্ত্রক শব্দের অর্থ সমালোচনা করিলাম। আমরা পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার ব্যবহার দেখিব। আমরা এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে উহার বর্তমান অর্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, বস্ত্রকেরা যে কেবলমাত্র বস্ত্র-বাণিজ্য ছিলেন, এমন নহে ; বস্ত্র ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যেও তাঁহাদের বাণিজ্য ছিল। তাঁহারা বৈশ্য, স্ততরাং বৈশ্যের নির্দিষ্ট যাবতীয় পণ্যদ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য থাকাই সম্ভব।

প্রচলিত অভিধান সকলের মধ্যে অমরকোষ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে বস্ত্রক শব্দ অর্ক ও লবণবিশেষ অর্থে স্মৃত হইয়াছে। আমরা এ সকল কথা ইতিপূর্বে উত্থাপন করিয়াছি (৪৯ পৃষ্ঠা)। তখন কিন্তু এ সকল বিষয়ের কোন আলোচনা করিবার প্রকৃত অবসর হয় নাই। আমরা এক্ষণে তত্তদর্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বস্ত্রক শব্দ ধন-বাচক, এবং উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। কিন্তু কি প্রকার অবস্থায় যে অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উহার এরূপ অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ ঐতিহাসিক বা আভিধানিক প্রমাণ নাই। এরূপ স্থলে আমরা এতদ্বিষয়ে কেবল যুক্তির পথই অবলম্বন করিলাম। অর্ক বৃক্ষের একটি নাম বস্ত্রক ; যথা, অমর-কোষের ওষধিবর্গে—

“সিতেহর্জকোহত্র পাঠী তু চিত্রকো বহিসংজ্ঞকঃ ।

অর্কাহবল্লুকাহক্ষোটিগগরূপবিকীরণাঃ ॥ ৮০ ॥

মন্দারশ্চাহর্কগণোহত্র শুক্লহলর্কপ্রতাপসৌ ॥”

অর্ক রূক্ষের অপর একটি আখ্যা “প্রতাপস”। কিন্তু উহার বস্তুক আখ্যা হওয়াও বিচিত্র নহে। শাস্ত্রানুসারে বস্তুকেরা অর্ক রূক্ষের বাণিজ্য করিতেন; যেহেতু ঔষধি-মাত্রই তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য। বস্তুকদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া অর্ক রূক্ষের ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। শব্দতত্ত্ব-বিদ্যা অনু-শীলন করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে যে দ্রব্য যে যে জাতির বিশেষ সম্পর্কে আসিয়াছে, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই জাতির কোন না কোন প্রকার নাম ধারণ করিয়াছে। বৈদ্যেরা যে বাসক রূক্ষের বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা “বৈদ্যমাতা” বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইতিপূর্বেও ঐরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে (১০১পৃষ্ঠা)।

অর্ক রূক্ষ “আকন্দ” জাতীয় রূক্ষ বটে; কিন্তু উভয়ে এক নহে*। আকন্দ রূক্ষের পুষ্পের দল সকল (Petals) সরল ভাবে উদ্ধমুখ হইয়া একটি গোলাকার পাত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়†; অর্ক রূক্ষের দল সকল কুণ্ডের দিকে (Calyx) বাঁকিয়া থাকে‡। অর্ক রূক্ষের জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

অর্ক রূক্ষ ঔষধার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা বাত, শোথ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রমি,

* *Materia Indica*. By Whitelaw Ainslie, Esq., M. D., M. R. A. S., Vol. I., London : 1826 ; page 488.

† *Calotropis gigantea*.

‡ *Asclepias gigantea*.

প্রভৃতি নানা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে * । অর্ক বৃক্ষ
যেদ্রুপ মহৌষধ, তাহাতে উহা যে সাধারণের মধ্যে বিশেষ
প্রয়োজনীয় হইবে, এ বড় বিচিত্র নয় । তামিল ভাষায়
উহাকে “য়েরুকম্পল্” বলে । “পেনুর্ল্” নামক প্রাচীন
তামিল গ্রন্থে শোথ রোগে উহার ব্যবস্থা আছে । ঐ গ্রন্থখানি
মহর্ষি অগস্ত্যের প্রণীত বলিয়া জন-প্রবাদ † । কিন্তু অগস্ত্য
মুনির সময় নিরূপণ করা দুর্লভ । ডাক্তার ক্যাড্ডয়েল্
সাহেব তাঁহাকে খৃঃ-পূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক
বলিয়া অবধারিত করিতে চাহেন ‡ । সে মত অবলম্বন
করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ প্রাচীন কালে
অর্ক বৃক্ষের মহৌষধত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না । বহুকেরা
অন্ততঃ ঐ প্রাচীন কাল হইতেই উহার বাণিজ্য করিয়াছেন,
শাস্ত্রানুসারে উহা তাঁহাদের একতম পণ্যদ্রব্য ছিল ।

আরবীয়েরা অর্ক বৃক্ষকে “উষর্” বলেন । সুপ্রসিদ্ধ
আবু আলি হোসেন্ বেন্ আবদ আল্লা বেন্ সীনা, যিনি
খৃষ্টীয় ৯৮০ অব্দে বোখারায় জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১০৩৬
অব্দে হামাদান নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন, তিনি
উহাকে মহোপকারী বলিয়া স্বীয় গ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন ।

আরবীয়েরা ভারত হইতেই অর্ক বৃক্ষের মহৌষধত্ব
অবগত হইয়া থাকিবেন । চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি ভারতবর্ষীয়
চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্রগুলি আরবী ও পারসী ভাষায় অনু-

* “ভাবপ্রকাশ” দেখুন ।

† Ainslie's *Materia Indica*, Vol. I., page 488.

‡ Elphinstone's *History of India*, page 237, foot-note.

বাদিত হইয়া তন্ত্রে প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে। “উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ অত্বা” নামক এক খানি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অস্বদেশীয় চিকিৎসকেরা বোগদাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে চিকিৎসা-বিষয়ক বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ হরুন্ অল্ রযীদ্, যিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি অস্বদেশীয় দুইজন চিকিৎসককে আপন চিকিৎসার জন্য তথায় লইয়া যান*। আরবীয়েরা ভারত হইতে যে, অর্ক রক্ষের মহোপকারিত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। তাঁহারা খৃঃ-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন

* “উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ অত্বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগদাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও বা কঙ্কঃ, কাহারও নাম বা বাথর্ বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাথর্ ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব-রাজ্যেশ্বর হরুন্ অল্ রযীদেব উৎকট পীড়া হয়। কোন রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্ককে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্বিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকে দাহর্, জব্হর্, রাহঃ, অঙ্কর্, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জওদর্, বানাক্, সনুজহল্, এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্বেক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নাম গুলি বিবৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরব দেশে নৌত সিরক্, সসর্দ ও বেদান্ নামে তিন খানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক-গ্রন্থেব বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয়।”—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১৩৩ পৃষ্ঠার টীকা হইতে উদ্ধৃত।

(৫৫ পৃষ্ঠা)। তদবধি তাঁহারা উহার মহৌষধত্ব জানিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অত প্রাচীনকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। উল্লিখিত হরুন্ অল্ রযীদের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসক সুপ্রভুল ছিল না ; এখান হইতে চিকিৎসক লইয়া তথায় চিকিৎসা হয়। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি অপ্রাচীন কালে তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমাদর ও কতক আলোচনা হইতে আরম্ভ হয় * ।

খৃষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরবীয়েরা রোমিকদিগকে (৬৮ পৃষ্ঠা) পরাস্ত করিয়া ইজিপ্ট অধিকার করেন। তদুপলক্ষে অস্বদেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্র সকল ক্রমে আরব হইতে ইজিপ্ট দেশে প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আরবীয়েরা ইউরোপের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন (৫৪ পৃষ্ঠা)। তাহাতে অস্বদেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্র সকল ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অস্বদেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্রগুলি এই রূপে প্রচারিত হইলে, অর্ক বৃক্ষের গুণ ক্রমে আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ও উহার ব্যবহার হইতে থাকে† ।

* "The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India, and place their knowledge on a level with that of the Greeks. It helps to fix the date of their becoming known to the Arabs, to find that two Hindus, named Manka and Saleh, were physicians to Harun al Rashid in the eighth century."—*Elphinstone's History of India*, p. 159 .

† আরবীয়েদের কর্তৃক আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু তদন্ত দেশে

যাবাদ্বীপ-বাসীরা অর্ক বৃক্ষকে “বদুরি” (Waduri) বলেন *। যাবাদ্বীপ হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল। ডাক্তার বুলার সাহেব বলেন যে, হিন্দুরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬১ পৃষ্ঠা)। সম্পূর্ণ সম্ভব যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়া বসতি করেন। তাহাতে অর্ক বৃক্ষের গুণ যাবাদ্বীপে প্রচারিত হয়।

বস্কেরা অর্ক বৃক্ষের এত প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া উহার বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, শাস্ত্রানুসারে ওষধিমাত্রাই বৈশ্য, অর্থাৎ বস্কদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ। উহার বাণিজ্য যে বস্ক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের আয়ত্ত ছিল না, তাহা আমরা ইতিপূর্বে (১০ পৃষ্ঠা) মনুসংহিতামূলে অবগত হইয়াছি। কেবলমাাত্র বস্কেরাই যে উহার বাণিজ্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বস্কেরা শাস্ত্র-সম্মত বলিয়াই উহার বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; এই জন্যই উহার একতম আখ্যা বস্ক। অর্ক বৃক্ষের বস্ক নাম এইরূপে অর্ক-ব্যবসায়ী বস্কদিগের নাম হইতেই হইয়াছে।

উহার এই প্রথম প্রচার নহে। খৃষ্টীয় শকারম্ভের সন্নিহিত কালে, অর্থাৎ বস্কদিগের ইজিপ্ট দেশে বাণিজ্যের সূত্রপাতেই অস্বর্গ্য জাতির তথায় যাতায়াত হয়, এবং সেই জন্যই ভারতীয় বৈদ্যক শাস্ত্রের আলোচনার পক্ষে তদদেশীয় লোকের সুবিধা হয় (৭৯ পৃষ্ঠা)। আবার তদপেক্ষা বহুপূর্বে বস্কদিগের গ্রীসদেশে বাণিজ্য চলিয়াছিল, সে কারণ অত প্রাচীন কালে ঐ অঞ্চলে ভারতীয় চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বিত হয়। এ সকল বিষয় ইতিপূর্বে সবিস্তরে সমালোচিত হইয়াছে (৮৩ পৃষ্ঠা)।

* Ainslie's Materia Indica, Vol. I., page 486.

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের পূর্বে অর্ক বৃক্ষ বস্কক আখ্যায় অভিহিত হয়। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অমরসিংহ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি নবরত্নের অন্যতম পণ্ডিত বরাহমিহিরচার্যের সমসাময়িক। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে ৫০৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের আমরাজ-কৃত টীকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে (৫০ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বতন কালে অর্ক বৃক্ষ বস্কক আখ্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঐ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কাল পর্য্যন্ত বস্ককেরা অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করেন। শাস্ত্রে বস্কক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। ভগবান্ মনুর সময় হইতে ঐ শতাব্দীর অনতিপূর্ব-কাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বস্ককেরা অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করিয়াছিলেন। বস্ককভিন্ন অপরাপর দ্রব্যও যে তাঁহাদের বাণিজ্য ছিল, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে।

অর্ক বৃক্ষ যে বস্ককদিগের বাণিজ্য-দ্রব্য, তাহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তাঁহাদিগের লবণের ব্যবসায় সমালোচিত হইবে।

অমরকোষে বস্কক শব্দ অর্ক ব্যতীত “রৌমক লবণ” অর্থে দ্রুত হইয়াছে ; যথা, বৈশ্ববর্গে—

“সৈন্ধবোহস্ত্রী সিতশিবং মাণিমহুঞ্চ সিন্ধুজ্ঞে

রৌমকং বস্ককং পাক্যং বিড়ঞ্চ কৃতকে দ্বয়ম্ ॥” ৪২ ॥

রাজস্থানের অন্তঃপাতী শান্তরিদেশে রুমা নামে একটি লবণাকর ছিল। ঐ আকরোদ্ভব লবণের নাম রোমক*। বহুক শব্দ রোমক অর্থে গৃহীত হইবার সম্ভবতঃ এই কারণ বলিয়া বোধ হয় যে, বহুকেরা শান্তরি লবণের ব্যবসায় করিতেন। অতএব বহুক শব্দ রোমকবিক্রয়ীর পরিবর্তে বহুকদিগের বিক্রেতব্য রোমক লবণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানব-ধর্মশাস্ত্রানুসারে লবণ বৈশ্য, অর্থাৎ বহুকদিগের পণ্য-দ্রব্য-বিশেষ। আপেক্ষিক জীবিকা-নির্বাহের উপায়স্বরূপ ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বৈশ্যের বৃত্তিবিশেষের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে লবণের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন†। লবণ একমাত্র বহুকদিগের আয়ত্ত ছিল। অতএব বলিতে হইবে যে, যখন মানব-ধর্মশাস্ত্রের সম্যক্ গৌরব ছিল, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টীয়

* “শান্তরিদেশে রুমানামকো লবণাকরঃ তত্র ভবৎ রোমকম্। চণ্ডে কাদিতি ষঃ রোমং ততঃ স্বার্থে কঃ রোমকমিতি” অমরটীকায়াং ভরতঃ ॥

† যথা, মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

“সর্বানুসানপোহেত কৃত্যরক্ষ তিলৈঃ সহ।

অশ্বানো লবণৈশ্চৈব পশবো যে চ মানুযাঃ ॥” ৮৬ ॥

অত্র কুল্লকভট্টঃ। “তানি বর্জ্জনীয়ান্যাহ সর্বানিতি। সর্বান্ চোদ্যমানান্ রসান্ তথা সিদ্ধান্তিলপাষণলবণপশুমনুয্যান্ ন বিক্রীণীত। রসত্বেনৈব লবণস্য নিষেধসিদ্ধৌবিশেষেণ নিষেধোদ্যোগৌরবজ্ঞাপনার্থঃ শুভ প্রায়শ্চিত্তগৌরবার্থমেব এবমন্তরাপি পৃথগ্বিষেধোব্যাত্যেয়ঃ ॥” ৮৬ ॥

অর্থ। আপেক্ষিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্য সমূহের মধ্যে কোন প্রকার রস, সিদ্ধান্ত, তিল, প্রস্তর, লবণ, পশু, ও মনুষ্য (এবং ব্যাক্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি) বিক্রয় করিবে না ॥ ৮৬ ॥

(ইহার পূর্ব ও পরবর্তী শ্লোকদ্বয় ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে হইতে—বস্তুকেরা শাস্ত্রি লবণের বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যদি শাস্ত্রি লবণ বা রৌমকের আকরের আবিষ্কার অত প্রাচীন না হয়, উহা যে অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে আবিষ্কৃত, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বতন কালে তাঁহাদের ওরূপ বাণিজ্য চলিয়াছিল, এই জন্যই ঐ লবণের ওরূপ আখ্যা।

এক্ষণে প্রমাণ হইল যে, বস্তুভিন্ন বস্তুকদিগের অর্ক ও শাস্ত্রি লবণের ব্যবসায়ও ছিল। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের স্পষ্ট নিষেধে বৈশ্য, অর্থাৎ বস্তুক ভিন্ন অপর কাহারো এ সকল দ্রব্য বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। বস্তুকেরাই আবহমান এই সকল দ্রব্য বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, যে যে দ্রব্য যে যে জাতির বিশেষ সংসর্গে আসিয়া থাকে, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই জাতির কোন না কোন প্রকার নাম ধারণ করে। বস্তুকেরা এই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য করিতেন, অতএব ওগুলি তাঁহাদের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বস্তুক শব্দ ধনবাচক, এবং উহা বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। কোন কোন দ্রব্য আবার বস্তুকদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া সে গুলিও বস্তুক আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানে বস্তুক শব্দ ধন-বাচক বা বৈশ্যের উপাধি বলিয়া দ্রুত নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্তনায় আখ্যাবর্তের বহুতর গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায় (৪৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের

হিন্দু রাজত্বগণের যত্নে ও কোশলে সেরূপ অনেক গ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছিল। তথায় হিন্দুগ্রন্থের সহিত অনেক হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থও সংরক্ষিত হইয়াছে। আমাদিগের বিচার্যমাণ এই বস্ক শব্দ তাহার একতম। এই জন্য দাক্ষিণাত্যের ভাষা-বিশেষে উহার প্রকৃত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটী ভাষায় যে উহার ব্যবহার আছে, তাহা ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে। তথায় উহা বোন্ধন আকারে বিকৃত, এবং ধন-বাচক অর্থেই ব্যবহৃত (৪৬ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার কিরূপে প্রবেশ দেখা যাউক। তথায় উহা “বসক” আকারে পরিণত, এবং বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। তথায় কাল ও স্থানভেদে বস্ক শব্দের ‘স্ক’-র উকার অকার হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। বস্কেরা বাণিজ্যার্থ রাজাকে কর প্রদান করিতেন। শাস্ত্রানুসারে বণিকেরাই কর-প্রদায়ী (৪৪ পৃষ্ঠা)। বস্কেরা বণিক্, তাহারাই রাজাকে কর প্রদান করিতেন। কালে বস্ক শব্দ বসক রূপে পরিণত হইয়া কর-প্রদায়ী বৈশ্য-বণিক্ সম্প্রদায়ের পরিবর্তে বৈশ্য-বণিক্-প্রদত্ত করবিশেষ অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের স্মৃতিখ্যাত ইংরাজী অভিধানে বসক শব্দের অর্থ; যথা,—

“Basak, Basaki, or Baski, Mar. (বসক, বসকী *) Tax or toll for holding a stall in a market.”—*Wilson's Glossary*.

* এস্থলে মহারাষ্ট্রীয় অক্ষরের পরিবর্তে বাঙ্গালা অক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় “বসক” বা “বসকী” শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহারাষ্ট্রীয় দেশে বস্কেরাই বণিক ছিলেন * ;—বাজারে তাঁহাদের দোকান থাকিত, এবং ঐ দোকান রাখিবার জন্য তাঁহারা রাজাকে যে রাজস্ব দিতেন, তাহাই তাঁহাদের নামানুসারে বস্ক আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পরে কালসহকারে বস্ক শব্দ বসক আকারে পরিণত হইয়াছে। এরিয়ানের গ্রন্থ সমালোচনা করিলে, স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, হিপালসের ভারতে আসিবার সরল পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর পাশ্চাত্যদেশীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত বস্কদিগের তথায় বাণিজ্য চলায় পরকীয় ভাষার উচ্চারণ-ভেদে ঐ শব্দটী, বোধ হয়, ওরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে। পরে উহার বিশুদ্ধ আকারের পরিবর্তে ক্রমে উহার ঐ বিকৃত আকারই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় দেশে বস্কদিগের বাণিজ্য চলিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে কর প্রদান করিতেন, এই জন্য বস্ক শব্দ তদ্দেশীয় ভাষায় কর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত

* আজ্ কাল্ মহারাষ্ট্রীয় দেশে বৈশ্যদিগের মধ্যে বস্ক উপাধির ব্যবহার নাই। তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে “শ্রেষ্ঠী” উপাধি-বিশিষ্ট বৈশ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী যে বস্কদিগের অধস্তন কালের উপাধি, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনুমিত হয় যে, কালসহকারে তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহাদের সেই শাস্ত্রীয় বর্ণ-বাচক বস্ক উপাধির ব্যবহার লোপ হইয়াছে ;—এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের কেবল সেই অধস্তনকালীন উপাধির ব্যবহার আছে।

ভাষায় ওরূপ অর্থে ঐ শব্দের প্রবেশ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অধস্তন কালের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না। ঐ শতাব্দীর পর বহুক শব্দের ওরূপ ভাবার্থ হওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঐ শব্দটি ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবার সম্ভবপর কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, তখন তথায় বহুক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের মধ্যে বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বিত বা তজ্জন্য কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয় নাই। সেরূপ হইলে বর্ণবিশেষের উপাধি কেন কর অর্থে ব্যবহৃত হইবে? ঐ শতাব্দীর পর শূদ্রেরাও তথায় বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন (১৯ পৃষ্ঠা)। তখন হইতে তাঁহাদেরও উপর কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক, যে সময়ে উল্লিখিত শব্দটি ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই মানব-ধর্মশাস্ত্রের সম্যক প্রাদুর্ভাব, অর্থাৎ তখন বহুকেরাই একমাত্র বণিক ছিলেন, এবং কেবলমাত্র তাঁহাদের কর-দায়িত্ব থাকায় তাঁহাদেরই উপাধির ওরূপ ভাবার্থ। ঐ শতাব্দীর পর শূদ্রদিগের উপর কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তখন তথায় বহুকদিগের বহুক বা বসক উপাধি রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বহুক শব্দের আকার-গত ঐরূপ পরিণাম দৃষ্টে, বাঙ্গালা ভাষায় উহার ওরূপ পরিণাম আর বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না*। যেহেতু বহুকদিগের তথায় বাণিজ্য চলিলেও, বাঙ্গালাদেশীয় জাতিগণের সহিত তাঁহাদের আহার

* হিপালসের ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর, পাশ্চাত্যদেশীয় বণিকেরা ভারতের পশ্চিমাংশের ন্যায় ভারতের পূর্বাঞ্চলেও বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তখন সপ্তগ্রামের,

ব্যবহারাদি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই*। ঐ কারণেই বাঙ্গালা ভাষাতেও বহুক শব্দের বসক আকারে বিকৃতি

অন্তর্বর্তী সরস্বতী নদীর উত্তরদিকস্থ মহাতীর্থ ত্রিবেণী* বাঙ্গালাদেশের একমাত্র বাণিজ্য বন্দর হইয়া উঠে। সেই রোমীয় প্রস্কার প্লিনি, যিনি খ্রীষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন (৬২ পৃষ্ঠা), তিনি বলিয়াছেন যে, বণিকেরা গোদাবরী নদী অবলম্বনে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়া ত্রিবেণীতে বাহিয়া যাইতেন। তৎপরে তাঁহারা তথা হইতে পাটনায় চলিয়া যাইতেন†। অতএব দেখা বাইতেছে যে, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয়, উভয় দেশেই এক সময়ে প্রবল প্রভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল। বহুকদিগের উভয় দেশেই যুগপৎ বাণিজ্য চলিয়াছিল বলিয়াই উভয় দেশে তাঁহাদের উপাধির একাকারত্ব ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

* বাঙ্গালা-দেশীয় বহুকদিগের সহিত মহারাষ্ট্র-দেশীয় বহুকদিগের পরস্পর আহাৰব্যবহার ও আদানপ্রদানাদি বাবতীয় সামাজিক কার্য-কলাপ, বোধ হয়, বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগের পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

* সপ্তগ্রাম হুগলি জিলার অন্তঃপাতি। ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একগে যে স্থানে কয়েক খানি পর্ণকুটিরমাত্র দৃষ্ট হয়, উহাই প্রাচীন সপ্তগ্রামের অধিষ্ঠান ভূমি। রোমীয়েরা উহাকে “গ্যান্জেন্স রিজিয়া” (Ganges Regia) বলিতেন। সরস্বতী নদী উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ঐ নদীর উত্তরে ত্রিবেণী। মহাত্মারতে লিখিত আছে; যথা—

“প্রভ্রায়নগরাদ্ বামো সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।”

তদদক্ষিণপ্রয়াগন্ত গঙ্গাতো যমুনা গতা॥

স্নাত্তা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥”

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃত মহাত্মারতীর বচন।

“দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যদক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ॥”

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃত বচন।

অর্থ। প্রভ্রায়ন নগরের দক্ষিণে, এবং সরস্বতী নদীর উত্তরে সেই দক্ষিণ-প্রয়াগ। তথায় গঙ্গা হইতে যমুনা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তথায় স্নান করিলে প্রয়াগের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়॥

দক্ষিণ-প্রয়াগের অন্য নাম উন্মুক্তবেণী। উহা সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত॥

† “Tribeni was formerly noted for its trade : Pliny mentions that the ships assembling near the Godavery sailed from thence to Cape Palinurus, then to Tentigale, opposite Fulta, then to Tribeni, and lastly to Patna.”—*The Banks of the Bhagirathi*. By Rev. J. Long. In *Calcutta Review*, Vol. VI.

বলিতে হইবে। “বসাক” শব্দ বসক শব্দের স্বভাব-সুলভ অপভ্রংশ। উহার অর্থ ধন, সম্পত্তি ; ভাবার্থ কর, রাজস্ব ; এবং উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বসাকেরা যে বৈশ্য ও তাঁহাদের উপাধি যে বস্ক, তাহা অতি বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে (৩৫ পৃষ্ঠা)। বস্কদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বসাকদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। বস্ক ও অপরাপর দ্রব্য বস্কদিগের সম্বন্ধে যে বাণিজ্য সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বসাকদিগের সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। ঐ সকল দ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য

বল্লালসেন খৃষ্টীয় ১০৬৬ অব্দে বাঙ্গালার রাজা হন, এবং খৃষ্টীয় ১১০৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে কেহই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই (২৭ পৃষ্ঠা)। অতএব, বোধ হয়, ঐ কারণেই উদ্ভব-বধি উদ্ভয়-দেশীয় বস্কদিগের মধ্যে জাতিবিষয়ে এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু যে সময়ের কথা উপরি উল্লিখিত হইয়াছে, তখন যে মহারাষ্ট্র-দেশীয় বৈশ্যদিগের মধ্যে বস্ক বা বসক উপাধির ব্যবহার ছিল, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। বাঙ্গালার বৈশ্য বা বস্কদিগের পাণ্ডিত্য ঘটলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর, মহারাষ্ট্র দেশে বস্ক বা বসক উপাধির ব্যবহার নিকাত্ত অবমান-সূচক বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। অতএব, বোধ হয়, ঐ সময় হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ উপাধির ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। মহারাষ্ট্র দেশে লোপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উহার ঐরূপ ব্যবহার থাকিয়া গেল। যেহেতু উপাধি ত্যাগে এখানে আর তাঁহাদের বৈশ্যত্ব-রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। আবার ঐ সময় হইতেই বস্কদিগের বাণিজ্য-বিষয়ে বিষম অবনতি ঘটয়াছিল। তখন হইতে আরবীরদিগের বাণিজ্য-বিষয়ে সমগ্রিক প্রাচুর্য্য হইয়া উঠে। তাঁহারা ভারতের সমগ্র বাণিজ্য-কর্ষ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয়, উদ্ভয়দেশেই বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন (৫৮ পৃষ্ঠা)। কাজে কাজেই তখন হইতে উদ্ভয়-দেশীয় বস্কদিগের পূর্ব্বের ন্যায় আর উদ্ভয় দেশে পরস্পর বাণিজ্য চলিবার সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় তখন হইতেই স্ব স্ব দেশে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহাতে ক্রমে তাঁহাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা আলাপ ও পরিচয়, সকলই রহিত হইয়া গেল।

দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বৈশ্যের নির্দিষ্ট যাবতীয় পণ্যদ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য চলিয়াছিল (১০৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশ্যজাতি। বহুক তাঁহাদের উপাধি। কালে উহা বসক আকারে বিকৃত হইয়াছে। এখনকার বসাক উপাধি প্রথমে বহুক ও ইতিপূর্বে বসক ছিল। অতএব বসাক মূলে অতি প্রাচীন উপাধি।

সপ্তগ্রামে ইতিপূর্বে বসাকদিগের বাস ছিল। তথাকার একটা পুষ্করিণী অদ্যাপি তাঁহাদের নামানুসারে “বসকা” নামে খ্যাত আছে। সপ্তগ্রামে বাসকালে বসাকদিগের বসক উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর উহা বসাক আকারে পরিণত হয়। ক্রমে দেখান হইবে যে, আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বহুকেরা সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অতএব বলিতে হইবে যে, অদ্য হইতে সার্ব্বিক তিন শত বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের বসক উপাধি বসাক আকারে বিকৃত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আপন চণ্ডীকাব্যে কলিকাতার * মৌলিক ভাগদ্বয়ের একতর গোবিন্দপুরকে †

* কলিকাতা বড় অধিক প্রাচীন সহর নহে; অল্পদিন হইল বাসোপযোগী হইয়াছে। উহা সুন্দরবনের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইতিপূর্বে ওগাঙ্গে “সুন্দরী” গাছ জন্মিত, এবং জোয়ারে জোয়ারে উহা জলে প্লাবিত হইয়া থাকিত। এতদ্বিষয়ে কয়েকটা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে (পরিশিষ্টে দেখুন)।

এখানে বলা, বোধ হয়, আবশ্যক যে, বর্তমান কলিকাতা ও চণ্ডীকাব্যোক্ত কলিকাতা, উভয়ে আরতনে সমান নহে। একটা অপরটির অংশমাত্র (পৃষ্ঠা ৭ দেখুন)।

† ভবিষ্যপুরাণে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে; যথা,—

“তাত্তলিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।

গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে॥”

ব্রাহ্মধণ্ড, ২২। ৯ ॥

“ধনন্তগ্রাম” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্তের

কিন্তু ঐ পুরাণ খানি যে অতি অপ্রাচীন তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উহাতে ঐ গ্রামের উল্লেখ থাকি কিছু বিসদৃশ নহে।

শ্রেষ্ঠি-বস্তুকেরা, অর্থাৎ বস্তুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠীরা (১০১ পৃষ্ঠা) সন্তগ্রাম হইতে আসিয়া ঐ গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন। তাঁহাদের কুলদেবতা “গোবিন্দজী” ঠাকুরের নামানুসারে ঐ গ্রামের ওরূপ আখ্যা, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন*। কাপ্তেন্ আলেক্সান্দার হামিলটন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে কলিকাতার আসিয়া বৎসর-ব্যধি বাস করেন, তিনি গোবিন্দপুরের অধিষ্ঠান ভূমি নির্ণয় করিয়া বলিয়া-ছেন যে, উহা ফোর্ট উইলিয়াম্ নামক দুর্গের দক্ষিণে:—গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে ঐ দুর্গ তিন মাইল্ উত্তরে†। তিনি যে দুর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম্ (Old Fort William) নামক দুর্গ। খৃষ্টীয় ১৬৯৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স্ (Court of Directors) নামক ইংলণ্ডস্থ ব্যবস্থাপক সভা হইতে সার্ চার্লস্ আইয়ার্ (Sir Charles Eyre) সাহেবের উপর দুর্গ নিষ্কাশনের আদেশ

* “To the north of Alipur flows Tolly’s Nala, called after Colonel Tolly, who also gave his name to Tollyganj; he excavated a portion of it in 1775—the old name given to it was the Govindpur-creek, being the southern boundary of Govindpur, which was formerly the chief residence of the natives, the Sets, who, along with the Baysaks, constituted the oldest Hindu families of Calcutta; they lived in the neighbourhood of the old pagoda and on the site of Fort William, the whole district being called Govindpur—a name derived from a deity called Govinda. Colonel Tolly made the nala at his own expense, in the bed of what was called Surman’s Nala. Government granted him the tolls on it, exclusively, for twelve years, and it soon yielded a net profit of 4,300 Rs. monthly. The Colonel died soon after its completion. This canal, in the course of thirty years, upto 1820, had silted up six feet—its native name is Burhi Gunga. On its banks is Kali Ghat temple, built about sixty years ago by one of the Sabarna Chaudaris of Barsi Byeala.”—*Calcutta in the Olden Time—its Localities*. By Revd. J. Long. In *Calcutta Review*, Vol. XVIII., 1852.

† “About a League farther up on the other side of the River, is Governapore, where there is a little Pyramid built for a Land-mark, to confine the Company’s Colony of Calcutta, or Fort William, on that side, and about a League farther up, stands Fort William.”—*A New Account of the East Indies*. By Capt. Alexander Hamilton, Edinburgh; 1727; Vol. II., page 7.

“The Company’s Colony is limited by a Land-mark at Governapore, and another near Barnagul, about six Miles distant; and the Salt-water Lake bounds it on the Land side.”—*Do. Do.* page 18.

সিংহলদেশে যাত্রাকালে লিখিয়াছেন-

হয়; তাহাতে অনারেল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্যকুটী
“ফোর্ট উইলিয়াম” নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় উইলিয়াম তৎ-
কালীন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে উহার ওরূপ নাম
রাখা হয়। ঐ বাণিজ্যকুটী খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে প্রথম সংস্থাপিত হয়।
সেই প্রাচীন কুটী বা দুর্গ জেনারেল্ পোর্ট আফিস্, কন্টম্ হাউস্, ও
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিসের অধিকৃত ভূমির উপর নির্মিত ছিল।
খৃষ্টীয় ১৮২০ অব্দে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। জেনারেল্ পোর্ট আফি-
সের উত্তরদিকস্থ পূর্বমুখী দ্বারের অনতিদূরে ভিতর দিকে সেই অপপ্রসিদ্ধ
“অন্ধকূপ” নামক গৃহ ছিল,—ঐ দ্বারের উপরি ভাগে ভিতর দিকে এ কথা
লিখিত আছে, এবং উহার সম্মুখে প্রস্তর দ্বারা সেই গৃহের নিসানা দেওয়া
আছে*। ইংরাজদিগের কুটী বা দুর্গ যে স্থানে নির্মিত ছিল, তাহা স্মৃতা-
লুটীর অন্তর্গত। তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের প্রাচীন লিপি সকল
খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭ শে মার্চ পর্য্যন্ত “স্মৃতালুটী” হইতে প্রেরিত বলিয়া
উক্ত আছে। স্মৃতালুটী কলিকাতার অপর একটি নামমাত্র, কারণ তাহা না
হইলে তাঁহাদের ঐ কুটীর লিপি সকল ঐ বৎসরের ৮ই জুন হইতে “কলি-
কাতা” হইতে প্রেরিত বলিয়া লিখিত হইত না। পরে যখন তাঁহাদের
ঐ কুটী “ফোর্ট উইলিয়াম” নামে অভিহিত হয়, তখন, অর্থাৎ ঐ বৎ-
সরের ২০শে আগষ্ট হইতে সে স্থলি “ফোর্ট উইলিয়াম” হইতে প্রেরিত
বলিয়া চিহ্নিত হইরাছে†। অতএব স্মৃতালুটী কলিকাতার অধস্তনকালীন
আখ্যামাত্র, এবং প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ কলিকাতা বা স্মৃতা-
লুটী গ্রামে নির্মিত ছিল। ঐ প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গের
কিছু দক্ষিণে একটি নদী বা খাল ছিল। বাদ্যার সহিত ঐ খালের যোগ
ছিল। ঐ খাল ওরেলিঙ্কট্ন্ ইন্স্‌টারারের ট্যাক্স দিয়া চাঁদপালের ঘাট পর্য্যন্ত
প্রবাহিত ছিল। (খৃষ্টীয় ১৭৯৩ অব্দে প্রকাশিত অপ্‌জন্ (Upjohn) সাহে-
বের মানচিত্র দেখুন।) এক্ষণে ঐ খালের কোন নাম শুনা যায় না।

* “The stone pavement close to this marks the position and size of the Prison cell in old Fort William known in History as the ‘Black Hole’ of Calcutta.”

† “In the letter-books of the Factory Council in the India Office the earlier letters from this establishment” (i. e., from Chuttanutte) “are lost, but down to 27th March, 1700, they are dated from ‘CHUTTANUTTE’; and after June 8th, from ‘Calcutta’, and from August 20th in the same year from ‘Fort William’ in Calcutta.”—*Anglo-Indian Glossary. By Messrs. Yule and Burnell; London : 1886; under the word ‘Chuttanutte’.*

“দুরায় চলিল তদ্বী তিলেক না রয় ।
 চিংপুর সালিখা এড়াইয়া যায় ॥
 কলিকাতা এড়াইল বেগিয়ার বালা ।
 বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥ *
 বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে ।
 ধনন্তগ্রাম খান সাধু এড়াইল বামে ॥
 ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজিলির পথ ।
 রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবন্ত ॥
 বালীঘাটা এড়াইল বেগিয়ার বালা ।
 কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা ॥
 মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর ।
 তাহা মেলান বেয়ে যায় মাইনগর ॥”

শ্রীমন্ত কলিকাতা এড়াইয়া “ধনন্তগ্রাম” প্রাপ্ত হইয়া-

কিন্তু তাহা গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বা হুতালুটী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সীমা ছিল। যখন গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমান্ত খান “গোবিন্দপুরের খাত” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল *, তখন অনুমিত হয় যে, উহার উত্তর সীমান্ত খালেরও প্রকৃপ নাম ছিল।

ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বর্তমান কলিকাতা প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর, অন্য ভাগের নাম কলিকাতা। কবিচক্রণের চণ্ডী কাব্যে প্রথমোক্ত ভাগ “ধনন্তগ্রাম” ও শেষোক্ত ভাগ কলিকাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৭ দেখুন)। কলিকাতার অধস্তন কালের আখ্যা হুতালুটী চণ্ডীকাব্যে নাই; উহার রচনার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পর তাহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। আইন্ আকবর-দ্বিত “ওয়াশীল তুমার জমার” তালিকা মধ্যেও তাহার কলিকাতা আখ্যাই লিখিত আছে†। গ্রাণ্ট সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, টোডর মল খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে ঐ তালিকা প্রস্তুত করেন। আইন্ আকবর গ্রন্থখানি আবার খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে সংকলিত। অতএব হুতালুটী প্রাচীন কলিকাতার উল্লিখিত দুইগ্রন্থের পরবর্তী কালের আখ্যা।

* হলওয়েল সাহেবের গ্রন্থে ঐ খালের উল্লেখ আছে,—তখন উহা অতি প্রশস্ত ও গভীর ছিল—

“On my joining the fleet at Fulda, I did hear he was sent into Govind-pore Creek, to burn and destroy the great boats there, that they might not be employed by the enemy in the attack or pursuit of the ships.”—*India Tracts. By Mr. Holwell, and Friends. Second Edition; London: 1764, page 238.*

† Gladwin's Ayeen Akbery, Vol. II., page 209.

ছিলেন। কবি যে স্থানে তাঁহার এই ধনস্তুত্রামের অবস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গোবিন্দপুর ব্যতীত অপর কোন স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীমন্ত পরপারস্থ বেতাই চণ্ডিকার পূজা * করিয়া আদ্যগঙ্গায় প্রবেশ করিলে,

বহুকদিগের গোবিন্দপুর পত্তনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে ভ্যান্ডেন্‌ডু ব্রুক (Vanden Broucke) নামে জনৈক ওলোন্দাজ একখানি মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে স্ত্রীলুটী (Soelamotti) গ্রামের উল্লেখ আছে *। তথায় স্ত্রীলুটী প্রস্তুত হইত, সেই জন্য উহার এক আখ্যা “স্ত্রীলুটী”। কলিকাতার স্ত্রীলুটী আখ্যা হইবার কারণ ও সময় এক্ষণে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। তৎপূর্ব কালে তন্তু-বায়েয়া কলিকাতায় আসিয়া স্ত্রীলুটী প্রস্তুতাদি কৰ্ম অবলম্বন করেন, সেই জন্য উহার ওরূপ আখ্যা,—তাহাও আবার চণ্ডীকাব্য ও আইন আকবরী গ্রন্থদ্বয়ের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর, এবং উল্লিখিত মানচিত্রের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বাঙ্গের মধ্যে বলিতে হইবে।

* এরূপ প্রবাদ আছে যে, বেতাইচণ্ডীর পূজা উপলক্ষে পূর্বে বেত-ডায় † বৎসর বৎসর মেলা হইত। পূর্বোক্ত ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক সাহেব বলেন যে, তাঁহার সময়ে তথায় অসংখ্য জাহাজ আসিত, ও অসংখ্য বাজার বসিত। জাহাজ সকল যত কাল তথায় নঙ্গর করিয়া থাকিত, বণিকেরা তথায় পণ্যকুটীর নিষ্কাশন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। তখন তথায় একটা গ্রাম বসিয়াছে বলিয়া ভ্রম হইত। যখন আবার জাহাজগুলি চলিয়া যাইত,

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1., page 376.

† বেতড়া আধুনিক ব্যাটড়া। উহা হাবড়া টেম্‌স্‌ হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে। বেতড়ার খালকে এক্ষণে “বেতাকীর খাল” বলে। উহার মোহনা আদ্যগঙ্গার মোহনার প্রায় সম্মুখে। পূর্বে বণিকেরা ঐ খাল দিয়া সন্ত্রীয়া বাতায়িত করিতেন। ফ্রেডারিক (Fredericke) নামে জনৈক ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় ১৫৭০ অব্দে বাঙ্গালা দর্শন করেন। তখন ঐ খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। উহাতে তখন ছোট ছোট জাহাজ ব্যতীত বড় জাহাজ চলিত না। তৎপরে মুকুন্দরায় চক্রবর্তীর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে উহা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়। ফ্রেডারিক সাহেব লিখিয়াছেন—

“Buttor, ‘a good tide’s rowing before you come to Satgaw, from thence upwards the ships do not go, because that upwards the river is very shallow and little water, the small ships go to Satgaw and there they lade.’”—*The Banks of the Bhagirathi.*

ধনস্তুগ্রাম খানি বামদিকে দর্শন করিয়াছিলেন। “ধনস্তু” শব্দ “ধনস্থ” শব্দের অপভ্রংশ। “ধনস্তুগ্রামের” অর্থ ধনমূলক, অর্থাৎ ধনীদিগের গ্রাম। এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবি বসুকদিগের জাতি, বৃত্তি, সম্পত্তি, উপাধি ও অবস্থিতির অরোধে গোবিন্দপুরকে এরূপভাবে

ঐ সকল পর্ণকুটীর দগ্ধ করিয়া ফেলা হইত। আবার পর বৎসর যখন জাহাজ আসিত, তখন পূর্বের ন্যায় পুনর্বার নূতন নূতন কুটীর প্রস্তুত হইত*। বসুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করিবার পূর্বে বৎসর বৎসর সপ্তগ্রাম হইতে বেতড়ার বাণিজ্য করিতে আসিতেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া স্থবিধা বুঝিয়া গোবিন্দপুরে আবাস গ্রহণ করেন।

বেতাকীর খাল ভাগীরথীর শাখায়াত্র। পূর্বে সরস্বতীর অধিকাংশ জল ঐ খাল দিয়া হিজলির পথে সাগরে গিয়া মিলিত। ঐ খালে চড়া গড়িলে, হুগলির সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথীর যে শাখা, তাহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তদবধি বণিকেরা সপ্তগ্রামে যাতায়াত কালে এই নূতন পথট অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার কালে গরিফা, গোন্দলপাড়া, চিহ্নাপুর, মাহেশ, খড়বল, কোলগর, চিংপুর, সালিখা, প্রভৃতি নগর গুলি অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সম্মুখ দিয়া আদ্যগঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইত। বেতাকীর খাল রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পর, ক্রমে যে ঐ সকল নগর বা গ্রামের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চত্বীকাব্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হাট-সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। সে গুলিও ঐ খালের স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কবি ধনপতির সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে লিখিয়াছেন—

“ধালীপাড়া মহাস্থান, কলিকাতা কুচিনান,

ছুই কূলে বসাইয়া বাট।

পাষণে রচিত ঘাট, ছুকূলে যাত্রীর নাট,

কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥”

* “Buttor has an infinite number of ships and bazars; while the ships stay in the seasons, they erect a village of straw-houses, which they burn when the ships leave, and build again the next season.”—*Fredericke. In the Banks of the Bhagirathi.*

বর্ণনা করিয়াছেন। বসুকেরা চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্বে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বসতি করেন। তাঁহারা উহার আদিম-নিবাসী। ঐ গ্রাম তাঁহাদের কুল-দেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারে আখ্যাত * (১১৯ পৃষ্ঠা)। পশ্চাৎমির্দিষ্ট আলোচনায় প্রতীত হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দ

স্মৃতালুটীর অন্তর্গত যে “হাটখোলা,” তাহা, বোধ হয়, ঐ সময়েই সংস্থাপিত। উহার তখন বিশেষ কোন নাম ছিল না। বোধ হয়, উহাকে তখন লোকে “হাট-তলা” বলিত। চলিত কথার লোকে “হাটে যাইব বা যাইবে” ইত্যাদি স্থলে, “হাট-তলা যাইব বা যাইবে” ইত্যাদি রূপ বলিয়া থাকেন। সাধারণের মুখে ঐ প্রকার ভাষা সতত প্রয়োগ থাকায়, “হাট-তলা” আখ্যাটী ঐ হাটের নাম হইয়া পড়িয়াছে। ঐ প্রকার “রথ-তলা” প্রভৃতি অপ্রাচীন আখ্যাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমান “হাট-খোলা” শব্দটী “হাট-তলা” শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হাট-তলা শব্দটী আবার সংস্কৃত “হট্টস্থলী” শব্দের অপভ্রংশ।

* উপরি বসুকদিগের যে গোবিন্দজী ঠাকুরের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে, অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫২৫ অব্দে ত্রৈলোক্য-দেশীয় লক্ষ্মণভট্টের পুত্র পরমার্থতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবপ্রবর বল্লাভাচার্য ভারতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তির উপাসনা প্রচার করেন। ওরূপ যুগলমূর্তির উপাসনার এই প্রথম প্রচার, কি না, বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অতিপ্রাচীন কালের কথা বাহা হউক, ইতিপূর্বে বৈষ্ণবধর্মের এই অঙ্গটি প্রচারিত ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ওরূপ উপাসনা সবিস্তরে বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু ঐ পুরাণখানি যে নিতান্ত অপ্রাচীন, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বসুকেরা আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঐ যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ঐ দেবতাদের নামানুসারে তাঁহাদের অচিরস্থাপিত গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখা হয়। তাঁহাদের গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীশ্রীগোপাল, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, প্রভৃতি কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় মূর্তির অর্চনা হইয়া থাকে। অতএব গোবিন্দপুর গ্রাম যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তির উপাসনা প্রবর্তিত হইবার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫২৫ অব্দের পর সংস্থাপিত হয়, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। ভবিষ্যপুরাণে ঐ গ্রামের উল্লেখ থাকায় ঐ পুরাণখানির কেবল অপ্রাচীনত্বই সপ্রমাণ হইতেছে (১১৮ পৃষ্ঠা)।

হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫৯২ অব্দে চণ্ডীকাব্যের রচনা সমাপ্ত হয়। অতএব ঐ কাব্য রচনা পর্য্যন্ত বনুকদিগের উপাধির ধন-বাচকত্ব যে সাধারণের বিদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ কাব্যরচনার পূর্বে, অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৫৭৭ অব্দের পূর্বে, এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তির উপাসনা প্রচারের পর, অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৫২৫ অব্দের পর, বনুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন। আমরা কোন নির্দিষ্ট অব্দের অভাবে, সাধারণতঃ, খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই তাঁহাদের তথায় বসবাসের সময় বলিয়া ধাৰ্য্য করিলাম। তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রভাবে আশু তাঁহাদের বাণিজ্য-স্থান সাধারণের গোচর হয়। তখন ঐ পথ দিয়া বাণিজ্য চলিতে লাগিল ;—বেতাকীর খালে তখন চড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল (১২৩ পৃষ্ঠা) *।

খৃস্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন গোবিন্দপুরে বর্তমান দুর্গ নিষ্কাণের আয়োজন হয় *, তখন বনুকেরা তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীকে লইয়া বড় বাজারে উঠিয়া আইসেন। তখন তথায় একটি মন্দির নিষ্কাণ করিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করা হয়। গোবিন্দজীর সেই প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। টাকশালের দক্ষিণ-পূর্বে বড়বাজারে যাইবার পথের পূর্বদ্বারে তাঁহার সেই মন্দির।

* কথিত আছে যে, মোগলেরা হুগলির সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথীর শাখা অতিশয় গভীর করিয়া দেন; তাহাতে ভাগীরথীর যে কিছু জল পূর্বে সপ্তগ্রামের ক্রোড়-বাহিনী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইত, তাহা

* "We have been obliged to remove all the Natives out of Govindpore, where the new citadel will stand, the brick houses having been valued in the most equitable manner, and, when reported to the Board, will be paid for; those who dwell in thatched houses have had a consideration made them for the trouble and expense of removing, and have been allowed ground in other parts of the town and outskirts to settle in."—*Letter to the Court of Directors, dated January 10th, 1758, para. 110. In Selections from Unpublished Records of Government. By the Revd. J. Long. Vol. 1., Calcutta, 1869; page 117.*

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসাকেরা কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। তৎপূর্বে তাঁহাদের সপ্তগ্রামে বাস ছিল, এবং তখন তাঁহাদের বসক উপাধি ছিল (১১৮ পৃষ্ঠা)। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর কোন সময়ে তাঁহাদের বসক উপাধি বসাক রূপে পরিণত বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ২০শ অর্দে, অথবা উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে, ইংরাজেরা বাঙ্গালা প্রদেশে প্রথম বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। তাঁহাদিগের সহিত বসকদিগের তদবধি যে অবাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই বাণিজ্যোপলক্ষে বসক শব্দ ভাষান্তরিত হওয়ায় বসাক আকারে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ‘অ’-কার ও ‘আ’-কারের উচ্চারণ-সূচক স্বতন্ত্র সতন্ত্র বর্ণ নাই। এক বর্ণে, অর্থাৎ ‘A’-দ্বারা উভয় কার্যই সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু ‘A’-র স্বাভাবিক উচ্চারণ ‘আ’ কার-বৎ। ইতিপূর্বে বসক শব্দ ইংরাজী ভাষায় যেরূপ লিখিত হইত, তাহাতে উহার উচ্চারণ স্বতঃই বসাক হইয়া পড়ে।

নিবারণিত হইল*। এ দিকে বেতাকীর খালে চড়া পড়ায়, সরস্বতীর স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, পরে হুগলি নদীর প্রবাহ ওদিকে প্রতিহত হওয়ার সরস্বতী নদী একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। সরস্বতী নদী শুকাইয়া গেলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য পক্ষে বিশেষ হানি হইতে লাগিল, তাহাতে সপ্তগ্রামের ধ্বংস উপস্থিত হয়। “পাদিসাহা” নামক পারসী গ্রন্থে লিপিত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৬৩২ অর্দে সপ্তগ্রামের সমাক ধ্বংস হইয়াছিল†। ঐ বৎসর হইতে হুগলি মোগলদিগের রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠিল। তখন তাঁহাদের দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলিতে উঠিয়া আসিল।

* The Banks of the Bhagirathi.

† Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I., page 386, footnote.

এরূপ ভ্রম নিষারণের কোন উপায়ই ছিল না। কাজেই বসক শব্দ ইংরাজী ভাষার লিখন-প্রণালীতে বসাক-রূপে বিকৃত হইয়া অদ্যাপি সেই ভাবেই লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লিপি সকল সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তৎকালে বসক শব্দ “Bysack” রূপে লিখিত হইত*। এই শব্দটির বর্ণবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, উহা বসক রূপে লিখিত হইলেও, সহজেই বসাক রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব অনুমিত হয় যে, ইংরাজদিগের বাঙ্গালায় আগমুনাবধি উহা এই ভাবেই লিখিত হইয়া আসিয়াছে। বসক শব্দ বিদেশীয় ভাষাগত অসুবিধায় পড়িয়া বসাক আকারে বিকৃত হইয়াছে, এবং উহার ওরূপ পরিবর্তনের কাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধই ধরিতে হইবে। বসাক শব্দ এইরূপে আদিতে বস্ক, ও মধ্যকালে বসক ছিল। এক্ষণে পাঠকবর্গে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, বসাক উপাধির পরিবর্তে উহার বিশুদ্ধ আকার বস্ক উপাধি ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না? কেবল ঐ উপাধি ধারণ নহে, এখন

* *Proceedings, September 3, 1767.*—“Soveram Bysack and several principal Merchants and other inhabitants attending, were called upon to know on what terms they were willing to become Farmers of the Company's lahds for the Bengal year 1174, and having been for months past acquainted with the statements drawn out by the President of the value of the several districts, were asked what terms they were willing to offer.”—*Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., page 480.*

বৈশিষ্ট্যে স্বত্ব সাব্যস্ত করিবারও প্রকৃত অবসর। এখন উপ-
নয়নাদি সংস্কার আবশ্যক (৪ পৃষ্ঠা) * ।

* ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

“যেবাং বিজানাং সাবিদ্রী নানুচ্যোত যথাবিধি ।

তাংস্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥”

মনু, ১১শ অ, ১৯২ শ্লোক ।

অত্র কুল্লকভট্টঃ । “যেবামিতি । যেবাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনু-
কল্লিককালেহুপ্যনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতবান্ তান্ প্রাজাপত্যাত্রয়ং কারয়িত্বা
যথাশাস্ত্রমুপনয়েৎ । যন্তু বাজ্রবক্ষ্যাদিতি ব্রাত্যন্তোমাদিপ্রারশ্চিত্তমুক্তং তেন
সহাস্যগুরুলাঘবমনুসঙ্কার জাতিশক্ত্যান্যাপেক্ষা বিকল্পো মন্তব্যঃ ॥”

অর্থ । যে সকল দ্বিজের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাবিধি
উপনয়ন না হয়, তাহাদিগকে কষ্টসাধ্য তিনটা ব্রত করাইয়া তাহাদিগের
যথাবিধি উপনয়ন দিবে ॥

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভগবান্ মনুর এই ব্যবস্থা মর্গোরবে
প্রচলিত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা) । তৎপরে বাজ্রবক্ষ্য ঋষির আবির্ভাব । তিনিও
মনুর আদর্শে একরূপ অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থা দেন । বাজ্রবক্ষ্য ঋষি খৃষ্টীয়
চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, এবং তাঁহার ঐ ব্যবস্থা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী
পর্য্যন্ত অবাধে ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল (১৯ পৃষ্ঠা) । অতএব
বলিতে হইবে যে, আনুকল্লিক কালে যথাবিধি উপনয়নাদি সংস্কার না
হইলেও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রারশ্চিত্ত করিলে ওরূপ সংস্কারের
কোন আপত্তি হইত না । খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গালী ব্যবস্থা প্রব-
র্ত্তিত হয় (২৭ পৃষ্ঠা) । তাহাতে বাঙ্গালাদেশীয় বনুকদিগের সংস্কারাদি
রহিত হইয়া যায়, ও সেই অবধি মহারাষ্ট্রীয় বনুকদিগের সহিত তাঁহাদের
ব্যবহারাদি সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (১১৬ পৃষ্ঠা) । কিন্তু বাঙ্গালাদেশীয়
বনুকদিগের শূদ্রভাবাপন্ন হইবাব পক্ষে তাঁহাদের নিজের কোন দোষ দেখা
যায় না ;—আমরা এ বিষয়ে ইতিপূর্বে সবিস্তরে সমালোচনা করিয়াছি
(২৬ পৃষ্ঠা) । বঙ্গালের পর শত বৎসরের মধ্যে (A. D. 1205.) মুসল-
মানেরা নবদ্বীপ অধিকার করেন । তাঁহাদিগের অধিকার কালে হিন্দুধর্মের
যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল, ইতিপূর্বে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া
গিয়াছে (২০ পৃষ্ঠা) । তৎপরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাতিভেদ-
বিলোপী বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব । এখন আবার জাতি-বিচার উপ-
স্থিত হইয়াছে । অতএব আশা করি বনুকদিগের জাতিবিষয়ে এক্ষণে বিচার
হইবে । বিচার হইলে তাঁহাদের বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীনতা ঘুচিয়া যাইবে ।

উপসংহার ।

ঢাকা অঞ্চলের বসাকেরা সামান্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সেই দুই শ্রেণীর নাম তদন্তগত বন্ধকদিগের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্তই হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম “বড়-ভাগীয়”, অন্য শ্রেণীর নাম “ছোট-ভাগীয়”। বড়-ভাগীয়দিগের সংখ্যা অধিক, ছোট-ভাগীয়দিগের সংখ্যা অল্প। ছোট-ভাগীয়দিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা প্রথমে “কায়স্থ” ছিলেন, পরে বসাক উপাধি ধারণ করিয়া বসাকদিগের সমজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রবাদটির মূলে এইরূপ থাকাই সম্ভব যে, ইতিপূর্বে তাঁহাদিগের মধ্যে বন্ধক উপাধি অস্থূলিত ভাবেই প্রচলিত ছিল। পরে তাঁহারা ঐ শব্দের পরিবর্তে বড়-ভাগীয়দিগের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত বসাক উপাধি ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ছোট-ভাগীয়েরা যখন উপাধির কেবল আকার-গত পরিবর্তন করেন, তখন অবশ্য তাঁহারা জানিতেন যে, বন্ধক ও বসাক, একই উপাধি, একটি অপরটির অপভ্রংশমাত্র। সম্প্রতি এই তথ্যটি তাঁহাদের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হওয়ায়, তাঁহাদের মনে একটি অসঙ্গত ধারণা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে;— তাঁহারা এক্ষণে ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের উপাধির পরিবর্তনে তাঁহাদিগকে জাত্যন্তর হইতে হইয়াছে। কিন্তু

যখন অনেকানেক জাতি জাত্যন্তরের উপাধি গ্রহণ করিয়াও স্ব স্ব জাতি হইতে পতিত হয়েন নাই, তখন যে কেবল ছোট-ভাগীয়েরা সেরূপ কার্য্যে জাত্যন্তরে পতিত হইয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে জাত্যন্তরে থাকিয়া বসাক উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথাও আবার সপ্রমাণ হয় না। তাঁহারা ইতিপূর্বে, বোধ হয়, কোন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া তথায় বসতি করিয়া থাকিবেন। তথায় যেরূপ কিংবদন্তি আছে, তাহাতে এ কথাটী সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। ঢাকার লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, যখন রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠিয়া আসে, তখন কতকগুলি বসাক রাজমহল হইতে আসিয়া ঢাকায় বসতি করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নবাব ইস্লাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। তদনুসারে খৃষ্টীয় ১৬০৮ অব্দে, বা উহার সম্বন্ধিত কালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে ছোট-ভাগীয়েরা, বোধ হয়, ঐ সময়ে তথায় আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত ফরাসী-বণিক্ ট্যাভার্নিয়ান্, যিনি উহার ৫০।৬০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬৬ অব্দে রাজমহল ও ঢাকা দর্শন করেন (৯৮ পৃষ্ঠা), তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতেও প্রতিপন্ন হয় যে, রাজমহল হইতে তৎকালে অনেক বহুক-বণিক্ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাজমহল হইতে গঙ্গা নদী অপসৃত হওয়ায়, ও অন্যান্য কারণে বাঙ্গালার

শাসনকর্ত্তা ও তত্রত্য বণিকেরা ঢাকায় উঠিয়া যান * । অত-
এব ঢাকায় রাজধানী সংস্থাপিত হইলে রাজমহল হইতে
কতকগুলি বস্ক-বণিকের তথায় আগমন একপ্রকার সপ্রমাণ
বলিতে হইবে। বোধ হয়, ছোট-ভাগীরেয়াই সেই শ্রেণীয়
বস্ক হইবেন। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ইহাও অবশ্য
বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহারা
তথা হইতে ঢাকায় উঠিয়া গিয়া স্বজাতির ন্যায় তৎকাল-
প্রচলিত বসাক উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহারা যখন
এরূপ উপাধি ধারণ করেন, তখন তাঁহারা অবশ্য জানিতেন
যে, তাঁহাদিগের ও তত্রত্য বসাকদিগের একই উপাধি,
একটী অপরটীর অপভ্রংশমাত্র। এখন ঐ সন্ধানটী তাঁহা-
দের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হওয়ায়, তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন
যে, তাঁহারা জাতান্তর হইয়াছেন ;—তাঁহারা বসাক উপাধি
গ্রহণ করিয়া বসাকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন ।
কিন্তু ইহা তাঁহাদের অধস্তনকালীন ভ্রম বই আর কিছুই

* “ RAJMAHAL is a town on the right bank of the GANGES, and when you approach it by land you find that for one or two coss the roads are paved with brick up to the town. It was formerly the residence of the Governors of BENGAL, because it is a splendid hunting country, and, moreover, the trade there was considerable. But the river having taken another course, and passing only at a distance of a full half league from the town, as much for this reason as for the purpose of restraining the King of ARAKAN, and many Portuguese bandits who have settled at the mouths of the GANGES, and by whom the inhabitants of DACCA, up to which place they made incursions, were molested,—the Governor and the merchants who dwelt at RAJMAHAL removed to DACCA, which is to-day a place of considerable trade.”—*Ball's Translation of Tavernier's Travels in India, Vol. 1, page 125.*

নয়। অনেকে অন্য জাতির উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বহুক বা বসাক উপাধি যে এতাবৎকাল অন্য কোন জাতির ছিল না, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে তাহার কারণ নিশ্চিত হইবে। ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত বৈশ্যেরা পতিত বলিয়া সাধারণের মধ্যে যে এক প্রবাদ আছে (২৭ পৃষ্ঠা), সেরূপ প্রবাদ সত্ত্বে তাঁহাদের বর্ণ-বাচক উপাধি গ্রহণ করিতে কাহারই বা ইচ্ছা হয়? * এরূপ অবস্থায় ছোট-ভাগীয়েরা কায়স্থ হইলে যে ওরূপ উপাধি গ্রহণ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ছোট-ভাগীয়েরা তখন স্বজাতীয় উপাধি ব্যতীত অপর কোন জাতীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের স্বজাতীয় উপাধি তখন বড়-ভাগীয়দিগের মধ্যে এক রূপ বিকৃত আকারে বর্তমান ছিল। তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন এ বিষয়ে অপর কোন কথা বলা সঙ্গত হয় না। তাঁহারা যে “বহু” উপাধির উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা বহুক উপাধির সংক্ষেপ-মাত্র হওয়াই সম্ভব;—কালে বিস্মরণবশতঃ বহুক শব্দের ‘ক’-কারের লোপ করিয়া থাকিবেন। বহুক উপাধির সহিত কায়স্থ মহোদয়দিগের “বহু” উপাধির আকার-গত এত সৌসাদৃশ্য যে, সহজেই এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উল্লিখিত বসাকেরা পূর্বে কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপাদিত

* পাঠকবর্গের অবগতি স্মরণ থাকিবে যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশীয় বহুকদিগের পাতিত্য ঘটিলে মহারাজীয় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহাদের ঐ বর্ণ-বাচক উপাধির ব্যবহার অবমান-সূচক বলিয়া পরিভ্রান্ত হয় (১১৭ পৃষ্ঠা)।

হইতেছে। যখন বসুক উপাধির পরিবর্তে বসাক উপাধি অবলম্বিত হয়, তখন বসুক ও বসাক, যে মূলে এক, তাহা অবশ্য ছোট-ভাগীয়দিগের পূর্বপুরুষদিগের সম্যক স্মরণ ছিল। ছোট-ভাগীয়েরা এখন ঐ তথ্যটি ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে এই এক নূতন মতের অবতারণা হইতেছে। সে মত এক্ষণে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ; এবং তৎপরিবর্তে আপনাদিগের বসুক উপাধি গ্রহণ করাই উচিত * ।

* ছোট-ভাগীয়দিগের সহিত বড়-ভাগীয়দিগের ব্যবহারাদি এক্ষণে প্রচলিত নাই। তাহার কারণ, বোধ হয়, ছোট-ভাগীয়েরা রাঢ়ীয়। রাজ-মহলের দক্ষিণে বাঙ্গালার যে প্রদেশ, পূর্বদিক্-প্রবাহিনী ভাগীরথীর দক্ষিণ ও দক্ষিণদিক্-প্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিম, সেই প্রদেশের নাম “রাঢ়।” ভাগীরথীর পূর্ব ও পদ্মার উত্তর, বাঙ্গালার যে প্রদেশ, উহার নাম “বরেন্দ্র”। ভাগীরথীর পূর্ব, এবং পদ্মার দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগরের উত্তর, ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম, বাঙ্গালার যে প্রদেশ, তাহাকে “বঙ্গ” বলে। বাণিজ্যজীবী বসুকেরা বাণিজ্যার্থ বঙ্গ, বরেন্দ্র ও রাঢ়, তিন প্রদেশেই বাস করিতেন। সেই জন্য বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগ কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে (১১৭ পৃষ্ঠা), তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাহাদের তৎকালে বঙ্গে বাস ছিল, তাঁহারা “বঙ্গজ” ; যাহাদের তৎকালে বরেন্দ্রে বাস ছিল, তাঁহারা “বারেন্দ্র” ; এবং যাহাদের তৎকালে রাঢ়ে বাস ছিল, তাঁহারা “রাঢ়ীয়” সংজায় আখ্যাত হন। রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে আবার দুইটি বিভাগ ; যথা “উত্তর-রাঢ়ীয়” ও “দক্ষিণ-রাঢ়ীয়”। সে বাহা হউক, আট শত বৎসব হইল, বসুকদিগের নিবাসভূমি-ভেদে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়, ও সেই কারণ শ্রেণী-নির্কিশেষে পরস্পর আদান প্রদান রহিত হইয়া যায়।

পরিশিষ্ট ।

৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “রুমী” (Ruhmi) দেশের
অধিষ্ঠান ভূমি বিষয়ে বিচার—

“Rahma or Ruhmi.

“According to Sulaiman, this state is bordered by those of Balhara, Jurz and Tafand, and is constantly at war with the two former. Masudi says, it stretches along the sea and continent, and is bounded inland by a kingdom called Kaman. He adds that Rahma is the title of their kings, and generally their name also. They had great strength in troops, elephants, and horses. Reinaud says, it ‘appears to correspond with the ancient kingdom of Visapour,’ but it is difficult to fix the locality of this kingdom. The name is probably the Sanskrit Rama. The use of kauris for money, the extremely fine cotton fabrics, and the existence of the rhinoceros in the country, would point to a locality on the Bay of Bengal about Dacca and Arracan. If the neighbouring kingdom, which Masudi calls Kaman, is the same as that which Ibn Khurdadba calls Kamrun and places on the borders of China, there can be no doubt that Kamrup or Assam is intended, and this identification, which is exceedingly probable, will confirm the locality of Dacca as the probable site of the kingdom of Rahma. The accounts of this kingdom and of Kamrup were probably gathered by the Arab writers from mariners who had visited the ports in the Bay of Bengal, and their ignorance of the interior of the country, led them to infer that the territories of the Balhara on the western coast were conterminous with those of Rahma on the eastern side.”—*Elliot's History of India, Vol. I., Appendix Note (A), page 361.*

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনার সময় ।

(১০০ পৃষ্ঠা দেখুন ।)

চণ্ডীকাব্যের শেষ ভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয় ; যথা—

“শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা ।

—কত দিনে—দিল গীত হরের বনিতা ॥”

অর্থ । চণ্ডীদেবী ১৪৯৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দে এই গীত আদেশ করেন ।

এই শ্লোকটি গ্রন্থসমাপ্তিতে রচিত, কিন্তু উহা গ্রন্থ-সূচনার সময়নির্দেশক বই আর কিছুই নয় । কবি ১৪৯৯ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন * । পরে গ্রন্থ

* চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যবনদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আরড়া নগরে পলাইয়া যান । পথি মধ্যে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে দর্শন দেন । তখন দেবী তাঁহাকে এই কাব্যখানি রচনা করিতে আদেশ করেন । “গ্রন্থোৎপত্তির কারণ” প্রকরণে তাহার বৃত্তান্ত আছে । তদ্বিবয়ক অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর, উপনীত কুচুটে নগরে ।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করি পান, শিশু কান্দে উদরের ভরে ॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈলু কুমুদ প্রস্থনে ।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেহু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত ।
করে লয়ে পত্র মণী, আপনি কলমে বসি, নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব ॥
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া বাই, আরড়া নগরে উপনীত ।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ বাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান ।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাবিহু নৃপমণি, রাজা দিল দশ আড়া ধান ॥
সুখত বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিলে সকল দায়, স্নত পাশে কৈল নিয়োজিত ।
তঁার স্নত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত ॥”

সমাপ্ত হইলে, উহার আরম্ভকাল-নির্দেশস্থলে যখন তিনি উল্লিখিত শকাব্দটী লিখিলেন, তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, “তাইত তাহা যে অনেক দিন হইল”, তাহাতে তিনি পরক্ষণেই “কতদিন” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব ১৪৯৯ শকাব্দই গ্রন্থরচনার আরম্ভকাল বলিতে হইবে। এখন গ্রন্থসমাপ্তিকালের অনুসন্ধান করা যাউক।

কবি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিষয়ে লিখিয়াছেন——

“ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুদামুজে ভূঙ্গ,

গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।

যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,

হইল রাজা মামুদ সুরিক ॥”

প্রথম শ্লোকে কবি রাজা মানসিংহকে গৌড় ও বঙ্গ ব্যতীত উৎকলেরও অধিপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৫৮৯ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৬০৪ অব্দ পর্যন্ত রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পূর্বে উৎকল তাঁহার অধিকৃত হয় নাই। উহা তখন পাঠানদিগের শাসনাধীন ছিল। পাঠান-নায়ক কতলুখাঁ খৃষ্টীয় ১৫৮৪ অব্দে বাঙ্গালার শাসন-কর্তা সাবাজ্ খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া উড়িষ্যায় স্বাধীন হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রাজা মানসিংহ পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ আপন রাজ্যাভিভূক্ত করেন। তৎপূর্বে রাজা মানসিংহকে “গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ” বলিয়া বর্ণনা করা কোনরূপে সম্ভব হয় না, তাহা হইলে উৎকলের আধিপত্য অসমর্থরূপে তাঁহার উপর

আরোপিত হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে তিনি প্রথম “গোড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ” হয়েন।

দ্বিতীয় শ্লোকে এরূপ প্রকাশ আছে যে, যখন বৈষ্ণব-চুড়ামণি রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকৰ্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক জন মুসল্মানধর্মাবলম্বী তাঁহার পরিবর্তে উহার শাসন-কার্য্য সমাধা করিতেন। ইতিহাসেও ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৫৮৯ অব্দে যখন রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকৰ্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তখন উহার জলবায়ু তাঁহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায়, তিনি সয়েদখাঁকে * তথায় তাঁহার প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং বিহার অঞ্চলে অবস্থিতি করেন †। পরে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে, অর্থাৎ উড়িষ্যা জয়ের পর, রাজমহলে (১৩১ পৃষ্ঠা) আসিয়া তথায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, এই তিনি প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য

* চণ্ডীকাব্যে “মামুদ সরিফ” লেখা আছে। কবি যে তদ্বারা সয়েদখাঁকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। “মামুদ” অর্থে মহম্মদীয়ধর্মাবলম্বী। “সরিফ” অর্থে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; বথা—

“Sharif, H. (A. * * *) Noble, exalted, a person of rank.”
—*Wilson's Glossary*.

† A. D. 1589.—“Man Sing having an unfavourable opinion of the climate of Bengal, continued to reside in Behar, and allowed Sayid Khan to remain as his deputy at Tondah.”—*History of Bengal. By Charles Stewart, Esq., M. A. S.*; London: 1813, page 181.

[টণ্ডা (Tondah) রাজমহলের পূর্ব ও গোড়ের পশ্চিম।—do. page 95.]

পর্যালোচনা করেন *। অতএব বুঝিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দ হইতে মুসলমান্ধর্ম্মাবলম্বী কেহ বাঙ্গালার শাসন-কর্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন না ;—রাজা মানসিংহ স্বয়ং উল্লিখিত তিন প্রদেশের অধীশ্বর হয়েন।

প্রথম শ্লোকের সহিত ইতিহাসের একবাক্যতা রাখিয়া রাজা মানসিংহকে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে ও তৎপরবর্তী কালে “গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ” বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থানুসারে ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া এক জন মুসলমান্ধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে ও তৎপূর্ববর্তী কালে বাঙ্গালার শাসন-কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া এই উভয় শ্লোকের অর্থ সমন্বয় করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, যখন কবি তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেন, তখন রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়া “গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ” হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বাঙ্গালার শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন নাই ;—তখন এক জন মুসলমান্ধর্ম্মাবলম্বী

* A. D. 1592.—“ He” (i. e., Raja Man Sing) “ then” (i. e., after the conquest of Orissa, &c.) “determined upon taking charge of both the governments of Behar and Bengal; and fixed upon the city of Aghmahel, the name of which he changed to Rajemahel (Palace of Sovereignty), as the capital of the three provinces” (i. e., Bengal, Behar and Orissa).—*Stewart's History of Bengal*, page 186.

[রাজমহলে এই প্রথম বাঙ্গালার রাজধানী নহে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে পাটলিপুত্র বা পাটনা (১১৬ পৃষ্ঠা) ধ্বংস হইলে, কৃত্যয় রাজধানী উঠিয়া আসে। তখন হিন্দুদিগের অধিকার এবং উহার নাম “রাজগৃহ” ছিল।—ভারতবর্ষীয় উপাদক-দস্তাদায়, ১ম ভাগ, উপ, ৫৬ পৃ, ও Elphinstone's History of India, p. 157, footnote.]

উহার শাসন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই উভয় ঘটনার অন্তর্বর্তীকালে কবি আপনার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যখন আবার খৃস্টীয় ১৫৯২ অব্দেই উভয় ঘটনার সংযোগ, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, কবি ঐ অব্দে তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই তাঁহার গ্রন্থ-রচনাসমাপ্তির শক। ইতিপূর্বে তাঁহার গ্রন্থসূচনার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, কবি খৃস্টীয় ১৫৭৭ অব্দে গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়া খৃস্টীয় ১৫৯২ অব্দে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়া গ্রন্থোৎপত্তির কারণ শেষে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডীকাব্যের রচনা সমাপ্ত হইলে রাজা রঘুনাথ রায়ের * বাটীতে আট দিবস ঘটস্থাপনা হইয়া চণ্ডীদেবীর পূজা হয় † ।

* যখন চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ হয়, তখন রঘুনাথ রায় বালক, —তাঁহার পিতা বাঁকুড়া রায়ই রাজা ছিলেন (১৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। ঐ কাব্যরচনার সমাপ্তিকালে রঘুনাথ রায় রাজা ছিলেন।

† “ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী,
স্থিতি কর এ অষ্ট বাসর।
লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥”

—ইতি “ঘটস্থাপন”।

“তাজিয়া কৈলাস গিরি, উরগো এ মর্ত্য পুরী,
ভক্তের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট,
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥”

—ইতি “গানারঞ্জে প্রার্থনা”।

গায়নেরা ঐ আট দিবসে চণ্ডীকাব্যখানি গান করিয়াছিলেন * ।

* “নিত্য দেন অমৃত, রঘুনাথ নরপতি,

গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥

ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,

প্রকাশিলা নৃতন মঙ্গল ।

তঁাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,

মম ভাষা করিয়া কুশল ॥”

—ইতি “গ্রন্থোৎপত্তির কারণ” ।

কলিকাতায় সূঁদ্রীবন ।

(১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন ।)

অল্পদিন হইল কলিকাতা বাসের যোগ্য হইয়াছে । ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, ইতিপূর্বে তথায় সূঁদ্রীগাছ জন্মিত, ও জোয়ারে জোয়ারে ২ ফুট হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়া সমুদায় প্রাবিত হইত । যে ভূমিতে ঐ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিত, তাহা এক্ষণে কমবেশ বিশ ফুট বসিয়া গিয়াছে ও জোয়ারে জোয়ারে যুতিক পড়িয়া ক্রমে উন্নত হইয়াছে । এ বিষয়ে এখানে দুই একটি প্রমাণ নির্দেশ করা আবশ্যক ।

খৃস্টীয় ১৮৬৫ অব্দে সার্কুলার রোডের পূর্ব ধারে ৩০ ফুট গভীর একটি পুষ্করিণী খনন হয় । ঐ পুষ্করিণীর তলায় কয়েকটি সূঁদ্রী গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায় । সূঁদ্রী

গাছ স্বভাবতঃ যে স্থানে জন্মে, সে স্থান জোয়ারের জল-স্তর হইতে ২ ফুট হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত নীচু থাকে, ও ভাটার জলস্তর অপেক্ষা ৬ বা ৮ ফুট উচ্চ থাকে। জোয়ারে জোয়ারে জল আসিলে ঐ সকল গাছের গোড়া ডুবিয়া থাকে। ভাটা পড়িয়া আবার জল চলিয়া গেলে, তাহাদের গোড়ায় কয়েক ঘণ্টা বাতাস লাগিয়া থাকে। উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যেরূপ নিম্নে ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, তথায় সুন্দরী গাছ জন্মিতে পারে না;—উহা সদাই জলে ডুবিয়া থাকিত, বাতাস লাগিবার যো ছিল না*। যথায় এক্ষণে সুন্দরী গাছ জন্মিতেছে, তথাকার, অর্থাৎ সুন্দরবনের নদীর ভাটার জলস্তর অপেক্ষা হুগ্লির ভাটার জলস্তর যদি ১৮ বা ২০ ফুট উচ্চ বলিয়া ধরা না হয়, তাহা হইলে শিয়ালদার জমী যথায় এক্ষণে ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, তথায় ঐ জাতীয় গাছ জন্মিবার পর তাহা ঐ পরিমাণে বসিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে†। অনুগঙ্গ প্রদেশমাত্রই ঐ পরি-

* উল্লিখিত পুষ্করিণীর তল শিয়ালদার বর্তমান ক্ষেত্রতল হইতে ৩০ ফুট, ও হুগ্লির ভাটার জলস্তর হইতে ১৩ ফুট নীচু।

† শিয়ালদা পূর্বে “দহ” অর্থাৎ হ্রদ ছিল। আসুপাশের জমী ভরাট হইয়া উঠিলে পরও, ঐ স্থান যে ঐ ভাবেই ছিল, তাহা অবশ্য লোকের স্মরণ ছিল, নচেৎ উহার ওরূপ নাম হইবে কেন? কলিকাতার অধিকাংশ স্থানই জলময় ছিল, লোকের বসতির পর ক্রমে যে একরূপ ভরাট হইয়াছে, তা অজ্ঞতা স্থানগুলির আখ্যাতেই প্রকাশ পায়। ঘোড়া-সাঁকো, পাথরিয়াঘাটা, ডিক্কাভাঙ্গা উল্টাডিক্কা, নারিকেলডাঙ্গা, বেলে-ঘাটা, পটলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অল্প দিন হইল লোকের বসতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানের আবার খানা ডোবা বুজিয়া গিয়া কেবল জঙ্গল হইয়া-ছিল। ঘোড়াবাগান, বাহুড়াবাগান, বকুলবাগান, হাতিরবাগান, ওয়েল-বাগান, হতুকিরবাগান প্রভৃতি স্থানগুলি কেবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

মাণে বসিয়া গিয়া থাকিবে। পরে জোয়ারে জোয়ারে ভরাট হইয়া ঐ সমস্ত জমী ক্রমে উন্নত ও বাসোপযোগী হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮৩৬-৪০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম নামক বর্তমান দুর্গের ভূগর্ভে যে তিনটি ছিদ্র করা হয়, তাহাতেও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩০ ফুট নিম্নে শিয়াল্দার উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যে প্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, কেল্লার গর্তের ভিতর ৫১ ফুট নিম্নেও সেই প্রকার মৃত্তিকা বাহির হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, যদি শিয়াল্দার ও কেল্লার উপরিস্থ ভূমির অসমানতাবশতঃ ৩ ফুট বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেল্লার গর্তের উল্লিখিত মৃত্তিকার অধিষ্ঠানভূমি শিয়াল্দার অপেক্ষা ১৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে। এই প্রকার মৃত্তিকা, বোধ হয়, অবিচ্ছিন্নভাবেই বিস্তারিত আছে *।

খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দে খিদিরপুরের ভূগর্ভেও ঐ প্রকার ছিদ্র করা হয়, তাহাতে বৃক্ষের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। উহা কেবল জলময় ছিল †।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন স্থলভূমি স্থলদর-বনের সমতল না হইলে সুদূরী গাছ জন্মায় না, আর যখন বর্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতলোপরি ঐ জাতীয় বৃক্ষ

* Note on a tank Section at Sealdah, Calcutta. By H. F. Blanford, Esq., A. R. S. M., F. G. S. In Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXXIII, Calcutta: 1865; pp. 154-158.

† Calcutta in the Olden Time—its Localities.

জমিত, তখন বর্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতল এক-
সময়ে সুন্দরবনের সমতল ছিল ; পরে কমবেশ বিশ ফুট
বসিয়া গিয়াছিল । স্থানে স্থানে আবার বিশ ফুট অপেক্ষা
অধিক বসিয়া গিয়াছিল ;—কোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক বর্তমান
দুর্গের অধিষ্ঠানভূমি, অর্থাৎ গোবিন্দপুর (১২৫ পৃষ্ঠা) কম-
বেশ ৩৮ ফুট বসিয়া যায় । অতএব বর্তমান কলিকাতার
প্রাচীন ক্ষেত্রতল এখনকার ক্ষেত্রতল অপেক্ষা এক সময়ে
কোথাও বা ৩০ ফুট, কোথাও বা ৪৮ ফুট নীচু ছিল ; কাল-
সহকারে ভাগীরথীর যুত্তিকা পড়িয়া ক্রমে উন্নত ও বাসোপ-
যোগী হইয়াছে । এরূপ নীচু জমী ভরাট হইতে যে কত
শত বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্থির করিয়া বলা যায়
না । কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বর্তমান কলিকাতা বাসের
যোগ্য হইলেও মনুষ্যের বাসের অভাবে বহুকাল জঙ্গলে
পরিপূর্ণ ছিল, ও হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান ছিল । এমন কি,
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় পর্যন্ত তথায় লোকের বসতির
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না । চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে,
অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪৮৫ অব্দে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১৪৫৬ শকে,
অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৩৪ অব্দে অন্তর্হিত হন * । “শ্রীশ্রীচৈতন্য-
ভাগবত” গ্রন্থে চৈতন্যদেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন
কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের

* “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতৃরি ।

অষ্ট চম্পি বৎসর প্রকট বিহরি ॥

চৌদশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।

চৌদশত ছাপ্পানে হইলা অন্তর্ধান ॥”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ

মধ্যে * কলিকাতার উত্তরে খড়দহ, পানিহাটী ও বরাহ-
নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থখানি
আবার চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই বির-
চিত †। অতএব অনুমিত হয় যে, চৈতন্যদেবের তীর্থ-
পর্যটন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের পূর্বে, প্রাচীন
কলিকাতায় বা গোবিন্দপুর গ্রামে লোকের বসতি ছিল না;
থাকিলে অবশ্য ঐ দুই গ্রামের বিষয় তাহাতে কিছু না
কিছু উল্লিখিত হইত। তাহার কিছুকাল পরে ঐ অঞ্চলে
লোকের বসতি হয়। ইতিপূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে,

* “চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহার করিলা লীলা আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার গুরুপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
শেষ লীলা মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা-ভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কর॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গোড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্য লীলা অভিধান॥
আদি লীলা মধ্য লীলা অন্ত্য লীলা আর।
এবে মধ্য লীলার কিছু করিব বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইল প্রেমভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য-গীত রঙ্গে॥”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

† বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সন ১২৯৪
বালি, ৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসুকেরা সপ্তগ্রাম হইতে বাস
উঠাইয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন (১২৫ পৃষ্ঠা)* ।
তাহারা উহার আদিম নিবাসী । তাহারা জঙ্গল কাটাইয়া

* এই কার্যে মৌল্য-গোত্রীয় মুকুন্দরাম বসুকেই তাহাদের নেতা
ছিলেন । তিনি আবার শ্রেষ্ঠী-উপাধিক ছিলেন । পূর্বোক্ত গোবিন্দজী ঠাকুর
তাহারই প্রতিষ্ঠিত । খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে গোবিন্দপুর হইতে লোকের বাস
উঠাইয়া দিলে তৎসময়কার বৈষ্ণবচরণ তথা হইতে এই দেবতাকে উঠাইয়া
আনিয়া বড়বাজারে আপন বসতবাটীর উত্তরে স্থাপিত করেন । তদবধি
এ ঠাকুর তথায় বর্তমান আছেন (১২৫ পৃষ্ঠা) । বৈষ্ণবচরণ পরম ধার্মিক
ছিলেন । তাহার প্রেরিত গঙ্গাজল বিনা ত্রৈলোক্য-দেশীয় রামরাজা পূজা
উপলক্ষে অন্য গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেন না* ।

* “The oldest inhabitant of Calcutta, of any note, was Biashnava-
charan Set, who lived at Bara-bazar about a hundred years ago, and
was reckoned one of the richest and most honest merchants of his time.
As an instance of his honesty, it is said, that Ramaraja, prince of
Telingana, would use no Ganges water for his religious services, unless
consigned to him under his seal. Once the Set bought a quantity of
zinc in the name of his partner, Gauri Sen, which afterwards turned
out to contain a large admixture of silver. He attributed the trans-
mutation of the metal to the good fortune of his partner, and, accord-
ingly, made over the whole profit of the bargain to him, unwilling
to share the good fortune of another. Gauri Sen became very rich
from this windfall, used to spend large sums of money in liberating
prisoners who happened to be confined for debts, and pay fines for such
poor people as happened to fight or quarrel for a good cause, and were
punished by fines : hence the adage,

“নাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ।”

Of this Set, it is also said, that once he contracted to buy 10,000
maunds of sugar from a merchant of Burdwan, a *tambuli*, or pan-dealer
by caste, named Gobardhana Rakshit. When the sugar arrived at
Kadamtola Ghat, at Bara-bazar, the people of the Set, in order to
extort money from the consigner, reported to their master that the
goods were not equal to muster. This, in due course, was communi-
cated to the consigner, and he was requested to make a proportionate
deduction in the price. The Rakshit, rather than abate in his price,
and submit to the stigma of attempting to deal unfairly, ordered the
whole cargo to be thrown into the river. When this intention was
carried out in part, the Set interposed, and offered to take the remainder,
paying for the whole invoice. Gobardhana, not to be outdone by the
Set in honesty, would only take for what remained at the invoice rate,
and the bargain was settled accordingly.”—*Calcutta in the Olden Time—
its Localities*.

তথায় বসতি করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে “জঙ্গল-কাটা বাসিন্দা” বলে। পরে কোন সময়ে, অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন*। তথায় তখন তন্তুবায়দিগের বাস ছিল। তাঁহারা

* খৃস্টীয় ১৭১৭ অব্দে বর্তমান কলিকাতার যেরূপ অবস্থা ছিল, ওয়াল্টার হামিল্টন্ সাহেব তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“In A. D. 1717 it” (*i. e.*, Calcutta) “exhibited a very different appearance. The present town was then a village appertaining to the district of Nuddea, the houses of which were scattered about in clusters of ten or twelve each, and the inhabitants chiefly husbandmen. A forest existed to the south of Champaul Ghaut, which was afterwards removed by degrees. Between Kidderpoor and the forest were two villages*, whose inhabitants were invited to settle in Calcutta by the ancient family of Sets, who were at that time merchants of great note, and very instrumental in bringing Calcutta into the form of a town. Fort William and the Esplanade are the site where this forest and the two villages above mentioned stood. In 1717 there was a struggling village consisting of small houses, surrounded by puddles of water, where now stand the elegant houses of Chowringhee; and Calcutta may at this period be described as extending to Chitpoor bridge, but the intervening space consisted of ground covered with jungle. In 1742 a ditch was dug round a considerable portion of Calcutta, to prevent the incursions of the Maharattas; and it appears from Orme’s History of the War in Bengal, that at the time of its

* এই দুই গ্রাম গোবিন্দপুরের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। গোবিন্দপুরের উত্তর সীমায় একটা খাল বা নদী ছিল (১২০ পৃষ্ঠা)। এই নদীর দক্ষিণে এই দুইটা গ্রাম ছিল।

খৃস্টীয় ১৭১৭ অব্দে প্রাচীন কলিকাতায় বস্তুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠদিগের (১০১ পৃষ্ঠা) বিস্তারিত বাণিজ্য চলিতে ছিল। তাঁহাদেরই উৎসাহে ও উদ্যোগে তাঁহাদের জাতিরা উল্লিখিত দুই গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতে উহা নগরীরূপে পরিণত হয়। ওয়াল্টার হামিল্টন্ সাহেব উপরি যে সকল ক্রমকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা, বোধ হয়, বিচার্য্যমান উক্তবারে তাঁহাদের বাসে প্রাচীন কলিকাতার স্মৃতিস্মৃতি আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের অগত্যা বস্তুবর্জন ব্যতীত কৃষিকর্মও করিতে হইত। এরূপ কার্য ওরূপ সময়ে ও ওরূপ স্থানে কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তথায় প্রথম বসতি করেন। তাঁহারা তথায় আসিয়া সূতার লুটী প্রস্তুতাদি কর্ম, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, সেই জন্য অধস্তন কালে ঐ স্থানের সূতালুটী আখ্যা হয়। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা বস্তুকদিগের কর্মে জীবিকা করেন। ঐ অব্দের পর তাঁহাদের সহিত ইংরাজ-বাণিকদিগের সাক্ষাৎ স্বয়ংকার্য আরম্ভ হয় (পশ্চাৎ দেখুন)। অতএব অনুমিত হয় যে, তাঁহারা বস্তুকদিগেরই উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসতি করেন। তদবধি ঐ স্থানে বস্তুকদিগের বাণিজ্য-কুটী সংস্থাপিত হয়*। তাঁহারা ঐ

capture by Seraje-ud-Dowlah, in 1756, there were about seventy houses in the town belonging to the English. What are now called the Esplanade, the site of Fort William, and Chowringhee, were so late as 1756 a complete jungle, interspersed with huts, and small pieces of grazing and arable land.”—*Walter Hamilton’s East India Gazetteer, Second Edition; London; 1828; Vol. II., page 316.*

* প্রাচীন কলিকাতায় প্রথমে তাঁহাদের একটি হাট সংস্থাপিত হয়। চণ্ডীকাব্যে যে হাটের উল্লেখ আছে (১২৩ পৃষ্ঠা), উহা তাঁহাদেরই সেই বিচার্যমাণ হাট,—অধস্তন কালে “সূতালুটী হাটখোলা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইলে, বেতড়ার হাটের অবনতি ঘটে, ও বাণিকেরা ক্রমে ঐ হাটে যাতায়াত কমাইয়া ফেলেন। বেতড়ার হাট জনশূন্য হইলে, কলিকাতার হাট জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, পটগীজেরা (৬৬ পৃষ্ঠা) তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। খৃষ্টীয় ১৫১৭ অব্দে তাঁহাদের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ*। তদবধি তাঁহারা ভাগীরথী বাহিয়া সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তথায় কার্যগতিকে বস্তুকদিগের সহিত তাঁহাদের আলাপ ও পরিচয় হয়। বস্তুকেরা কলিকাতায় হাট সংস্থাপন করিলে, তাঁহারা আবার এখানে বাণিজ্য করিতে আসেন। তাঁহারা তখন পিপ্পলে ঝা

* *Stewart’s History of Bengal, page 121, foot-note*

সকল বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করা-
ইয়া লইয়া কলিকাতার উল্লিখিত হাটে বিক্রয় করিতেন।

নগরে বাস করিতেন। তাঁহাদের অপর একটি নাম
“ফিরিঙ্গী” *। চণ্ডীকাব্যে যে স্থান “ফিরিঙ্গীর দেশখান” বলিয়া নির্দিষ্ট
হয়, তাহা ঐ পিপ্লে সহর। কবি লিখিয়াছেন—

“দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর থানা।

কেরয়ালের ঝম ঝমি নদী যুড়ে ফেণা ॥

কানহাটা ধূলিগ্রাম পশ্চাত করিয়া।

অঙ্গরপুরের ঘাট বামেতে খুইয়া ॥

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে ॥”

সিংহল দেশে যাত্রাকালে ধনপতি মেদিনীপুর অতিক্রম করিয়া
“ফিরিঙ্গীর দেশখান” দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ভাগীরথী অবলম্বনে
তথায় যাতায়াত চলিত। কাপ্তেন্ আলেকজান্দার হামিল্টন্ সাহেবও
(১১৯ পৃষ্ঠা) বলেন যে, পিপ্লে সহর গঙ্গা নদীর এক শাখার ধারে
অবস্থিত ছিল। উহা বালেশ্বর হইতে ১৫ মাইল অন্তর†। অতএব
অনুমিত হয় যে, চণ্ডীকাব্যোক্ত ফিরিঙ্গীর দেশখান ও বিচার্যমাণ পিপ্লে
সহর উভয়ই এক। ইতিহাসেও ব্যক্ত আছে যে, খ্রীষ্টীয় ১৬২০ অব্দে,
(অর্থাৎ চণ্ডীকাব্য রচনার সপ্তবিংশতি বৎসর পরে,) পিপ্লে সহরে
পটুগীজদিগের একটি দুর্গ ছিল‡। তথায় তাঁহাদের দুর্গ নিশ্চিত হইবার
পূর্বে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া করিলে চণ্ডীকাব্যরচনার সময় তাঁহাদের
তথায় বাস থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে।

* “The Portuguese now are commonly called by the natives
Feringis—once an honored name, as it was originally given by the
Mussalmans to the crusaders, the chief of whom were Franks.”
(A. D. 1099.)—*The Portuguese in North India. By Rev. J. Long ; Calcutta
Review, Vol. V., 1846.*

† “Piply lies on the Banks of a River supposed to be a Branch of
the *Ganges*, about 5 Leagues from that of *Ballasore*, formerly it was a
Place of Trade, and was honoured with *English* and *Dutch* Factories.
The Country produces the same Commodities that *Ballasore* does, at
present it is reduced to Beggary by the Factory's Removal to *Hughly*
and *Calcutta*, the Merchants being all gone.”—*Hamilton's East Indies*,
Vol. II., pages 3 & 4.

‡ “Messrs Hughes and Parker also, in their Letter from Patna,
dated Dec. 1620, state, that the Portuguese are possessed of two forts
in the bottom of Bengal; one called *Pirpullye* (probably *Pipley*); the
other, *Gollyr*, or *Gollin*.”—*Stewart's History of Bengal, page 243, foot note.*

পটুগীজ প্রভৃতি যাবতীয় ইউরোপীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতেন।

পিপ্লে সহরের ন্যায় পটুগীজদিগের হুগলিতেও বসতি হয়, তাহা কিন্তু চণ্ডীকাব্য রচনার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পর, ও আইন্ আকবরি গ্রন্থ রচনার পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দের পূর্বে বলিতে হইবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই, শেষোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে *। তাঁহাদের তত্ত্বতা “ব্যাঙেল চার্চ” খৃষ্টীয় ১৫৯৯ অব্দে নিশ্চিত ;—এই অব্দটী এই গিরিজার অন্তরফলকে খোদিত আছে। হুগলির প্রাচীন নাম “গোলিন” বা “উগোলিম্,” এবং তাহা হইতে “হুগলি” শব্দটার উৎপত্তি হয় †। এই মহর পটুগীজদিগের প্রথম সংস্থাপিত। বাঙ্গালার সুবেদার কাসিম খাঁ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাজিহান বাদশাহের নিকট আবেদন করেন, তাহাতে খৃষ্টীয় ১৬৩১ অব্দে মোগলদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে তাঁহারা হুগলি হারাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে উহা মোগলদিগের রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে (১২৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৬৩৩ অব্দ পর্যন্ত পটুগীজদিগের তথায় বাস ছিল। উহা তাঁহাদের গোলিন অর্থাৎ গোলাবাড়ী ছিল।

পটুগীজেরা পিপ্লে হইতে হুগলিতে যাইবার সময় কলিকাতার সম্মুখ দিয়া বাহিয়া যাইতেন (১২৫ পৃষ্ঠা)। সেই সুযোগে কলিকাতার উল্লিখিত হাটে বস্কদিগের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ বাণিজ্য চলিয়াছিল।

পটুগীজদিগের পরে ক্রমে ওলোন্দাজ (A. D. 1625.), ফরাসী (A. D. 1676) ও দিনেমারেরা (A. D. 1676.) বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। তাঁহারাও সকলে বস্কদিগের সহিত কলিকাতার হাটে ব্যবসায় চলাইয়াছিলেন। ওলোন্দাজদিগের আগমনে পটুগীজদিগের বাণিজ্যের

* “There are two emporiums, a mile distant from each other ; one called Satgong, and the other Hooghly, with its dependencies ; both of which are in the possession of the Europeans. Satgong is famous for pomegranates.”—*Gladwin's Ayeen Akbery, Vol. II., page 11.*

† “In a note attached to the 6th Section of Stewart's History of Bengal, we find it stated ‘as a circumstance worthy of remark, that the name of Hooghly is never mentioned in Faria de Souza's History of the Portuguese, although he acknowledges that they lost a large town in Bengal in the year 1633, but which he calls ‘Golin.’ But the identity of Golin and Hooghly is settled beyond controversy by an inscription in the Church at Bandel in which the neighbouring convent of Ugolym, is distinctly mentioned.”—*Notes on the Right Bank of the Hooghly. By J. C. Marshman, Esq., C. S. I. In Calcutta Review, Vol. IV., 1845.*

খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে ইংরাজ-বণিকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বা সুতালুটী গ্রামে একটি কুটী সংস্থাপন করেন। তথায় তাঁহাদের কুটী সংস্থাপিত হইবার পূর্বের বস্তুকদিগের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬২০ অব্দে তাঁহাদের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ। খৃষ্টীয় ১৬৩৩ অব্দে সাজিহান বাদশাহ তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় সর্বত্র বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। খৃষ্টীয় ১৬৪০ অব্দে নবাব সজ্জার আদেশানুসারে পিপ্লে ও বালেশ্বরের ন্যায় জুগলিতে তাঁহাদের কুটী সংস্থাপিত হয়। পিপ্লে হইতে জুগলি যাইবার সময় তাঁহারা কাটীগঙ্গা বাহিয়া কলিকাতার সম্মুখ দিয়া যাইতেন। খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দে মোগলদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। খৃষ্টীয় ১৬৮৭ অব্দের ১৬ই আগষ্ট একটি সন্ধি হয়, তাহাতে ঐ যুদ্ধ রহিত হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের অধ্যক্ষ যব্ চার্নক উলুবেরিয়ায় কুটী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিন মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন যে, তথায় থাকিলে বস্তুকদিগের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। তখন তিনি

অবনতি ঘটে। ওলোন্দাজেরা খিদিরপুর হইতে শাঁকরালের খাল পর্য্যন্ত ভাগীরথীর অংশকে গভীর করিয়া দেন, এই জন্য ঐ অংশকে “কাটীগঙ্গা” বলে। চণ্ডীকাব্যরচনার পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পূর্বে বণিকেরা ঐ পথ দিয়া আসিয়া বেতাকীর খাল অবলম্বনে সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন (১২২ পৃষ্ঠা)। ঐ কাব্যরচনার সময় ঐ পথে চড়া পড়িয়া ছিল, তাহাতে ও পথ দিয়া যাতায়াত রহিত হইয়া যায়। ওলোন্দাজেরা চড়া কাটাইয়া ঐ পথ অতিশয় গভীর করিয়া দেন। পিপ্লে (১৪৮ পৃষ্ঠা) হইতে বরাহনগর ও চুঁচুড়ায় আসিবার কালে তাঁহারা ঐ পথে যাতায়াত করিতেন। পিপ্লের ন্যায় উল্লিখিত দুই স্থানে তাঁহাদের কুটী ছিল।

প্রাচীন কলিকাতায় বা সূতালুটীগ্রামে উঠিয়া আসিবার নিমিত্ত নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, ও তাহা প্রাপ্ত হন। তদনুসারে খৃস্টীয় ১৬৯০ অব্দে পূর্বোক্ত স্থানে (১২০ পৃষ্ঠা) তাঁহাদের একটি কুটী সংস্থাপিত হয়। ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল *।

যে চার্গকের প্রাচীন কলিকাতায় বা সূতালুটী গ্রামে কুটী সংস্থাপনের পর ক্রমে পর্তুগীজ ও আর্মীগীরা তথায় আসিয়া আপনাপন কুটী সংস্থাপন করেন। পর্তুগীজদিগের “আলুগুদামে” কুটী ছিল †। বর্তমান চীনেবাজারের অন্তঃপাতী

* “The highest part of Calcutta is in Clive Street, opposite Cotton Street, where it is 30. 63 feet above the Zero of the Tide Gauge at Kyd’s Dock, Kidderpore.”—*Report on the Survey of Calcutta. By F. W. Simms, Esq., C. E. Dated 14th August 1850. Calcutta; 1851, page 78.*

† কলিকাতার অন্তর্গত যে স্থান এক্ষণে “আলুগুদাম” বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথায় পর্তুগীজদিগের তুলা বা বস্ত্রাদির কুটী ছিল। আলুগুদাম শব্দ “অল্গোদাম্” (Algodam) শব্দের অপভ্রংশ। অল্গোদাম্ শব্দ পর্তুগীজ ভাষায় তুলা অর্থে ব্যবহৃত। উহা আরবীয় “কাতন্” শব্দের বিকৃতি মাত্র। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আরবীয় কাতন্ শব্দটি যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং উচ্চারণভেদে ভক্তং ভাষায় আকারগত উহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ওলোন্দাজী ভাষায় “কটোয়েন্” (Katoen), ফরাসী ভাষায় “কোটোন্” (Coton), দিনেমার ভাষায় “কটটন্” (Kattun), পর্তুগীজ ভাষায় “অল্গোদাম্” (Algodam), স্পেনদেশীয় ভাষায় “গোদন্” (Godon) বা “অল্গোদন্” (Algodon), জার্মান ভাষায় “কটটন্” (Kattun), ইটালি ভাষায় “কোটোনে” (Cotone), রুষীয় ভাষায় “ক্লবস্কাটজ” (Chlobtschataja), সুইডেন্ ভাষায় “কটটন্” (Cattun) ইত্যাদি শব্দ গুলি আরবীয় কাতন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত ইউরোপ ব্যাপিয়া আরবীয়দিগের বাণিজ্য বিস্তীর্ণ হইয়াছিল (৫৪ পৃষ্ঠা), তাহাতেই বোধ হয় কাতন্ শব্দটি যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। আরবীয় কাতন্

আর্মাণীগিরিজার উত্তরে “আর্মাণীটোলায়” আর্মাণীদিগের প্রথম বসতি হয় * ।

শব্দটী আবার সংস্কৃত কর্তন শব্দের (৯৭ পৃষ্ঠা) অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় * । তাঁহারা খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অত প্রাচীন কালে বস্ত্রবয়ন কর্মে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না । খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের মধ্যে ইজিপ্ট দেশে ভারতীয় তন্তুবায়দিগের বসতি হয় (৭৫ পৃষ্ঠা) । তাহাতেও, বোধ হয়, আরবীয়দিগের তন্তুবয়ন কর্মে কিছু-মাত্র উৎসাহ হয় নাই । খৃষ্টীয় ৫৭১ অব্দে মহম্মদের আবির্ভাব । তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মানুসারে কার্পাসবস্ত্র অতি পবিত্র । অতএব অনুমিত হয় যে, ঐ ধর্ম্মের প্রচার হইতে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরব দেশে কার্পাসবস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয় । আরবসেনা-নায়েক খালিফ্ ওমার, যিনি মহম্মদের তিরোভাবের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬৩২ অব্দের পর তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তিনি যেকূপ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তখনও আরবীয়দিগের মধ্যে কার্পাসবস্ত্রের বয়ন-কার্য্যের আরম্ভ হয় নাই । আরবীয়দিগের তৃতীয় খালিফ্ আলি ;—তাঁহারও পরিচ্ছদ কিছু উৎকৃষ্ট ছিল না † । খৃষ্টীয় ৬৬০ অব্দে তাঁহার পরলোক হয় । তদনুসারে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবীয়দিগের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র বয়নকর্মের বিশেষ অনুষ্ঠান হয় নাই (৭৭ পৃষ্ঠা) ।

* আর্মাণীরা প্রথমে আরব ও পারস্যোপসাগরে আসিয়া ভারতীয় জবা লইয়া বাণিজ্য করিতেন । খৃষ্টীয় ১৪৯৭ অব্দে কেপ্-অব্-গুড্‌হোপ্ দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে (৬৬ পৃষ্ঠা), পুরাতন পথে তাঁহাদের বাণিজ্য চলা ভার হইয়া উঠে । খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দে ইংরাজবণিকদিগের সহিত তাঁহাদের একটা সন্ধি হয়, তাহাতে তাঁহারা ঐ নূতন পথেই বাণিজ্য করিতে স্বীকৃত হন । ঐ সন্ধির বলে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য করেন ।—*The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer for 1841, Vol. I., Calcutta ; pp. 14—15.*

* কর্তন শব্দ আরবীয় ভাষায় বোধ হয় প্রথমে “কাটুনা কাটা” অর্থেই ব্যবহৃত হয়, পরে কোন অধস্তন কালে কার্পাস অর্থে প্রচলিত হইয়াছে ।

† “Omar, the successor of Mahomet, is described as ‘preaching in a tattered cotton gown, torn in twelve places’; and Ali, his fellow-fanatic, who became caliph after him, ‘went on the day of his inauguration to the mosque, dressed in a thin cotton gown, tied round him with a girdle and a coarse turban on his head’.”—*Ure’s Cotton Manufacture of Great Britain, Vol. I., pp. 86—87.*

ওলোন্দাজদিগেরও (১৪৯ পৃষ্ঠা) প্রাচীন কলিকাতায় কুটী ছিল। যে স্থান এখনও “বান্ধশাল” ঘাট নামে প্রসিদ্ধ, তথায় তাঁহাদের কুটী ছিল। বান্ধশাল শব্দ ওলোন্দাজী “বান্ধশাল” শব্দের অপভ্রংশ। “বান্ধ” অর্থে নদীর তীর-বর্ত্তী কুটী, “শাল” অর্থে কর বা টোল। নদীর তীরবর্ত্তী যে স্থানে মাছুল আদায় হয়, তাহাকে বান্ধশাল বলে *। ওলোন্দাজেরা ঐ স্থানে বসিয়া পণ্যদ্রব্যাদির উপর মাছুল আদায় করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের কাটীগঙ্গা (১৫০ পৃষ্ঠা) দিয়া বাহিয়া যাইতেন, তাঁহাদের ঐ স্থানে টোল দিতে হইত। ও দিকে আবার কল্কুল্যা নগরের উত্তরে তাঁহাদের ঐরূপ আর একটা কুটী ছিল †। তাঁহারা ঐ নদীর উভয় দিকে থাকিয়া বণিকদিগের নিকট কর আদায় করিতেন; তখন কাটীগঙ্গা দিয়া বাণিজ্য চলিত। যখন ওলোন্দাজদিগের মাছুল আদায়ের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, বোধ হয়, তাঁহারা নবাবের সহিত ঐ স্বার্থে চুক্তি করিয়া কাটীগঙ্গা কাটাইয়া দেন।

* “The term ‘Banksoll’ has always been a puzzle to the English in India. It is borrowed from the Dutch. The ‘Soll’ is the Dutch or Danish ‘Zoll,’ the English ‘Toll.’ The Banksoll was thus the place on the ‘bank’ where all tolls or duties were levied on landing goods.”—*Early Records of British India. By J. Talboys Wheeler, Esq., Calcutta: 1878; page 196, foot-note.*

† “Along the River of *Hughly* there are many small Villages and Farms, interspersed in those large Plains, but the first of any note on the River’s Side, is *Culculla*, a Market Town for Corn, coarse Cloth, Butter, and Oil, with other Productions of the Country; above it is the *Dutch Bankshall*, a Place where their Ships ride when they cannot get farther up for the too swift Currents of the River.”—*Hamilton’s East Indies, Vol. II., page 6.* (কল্কুল্যা গেঁওখালির পরপারে।)

কালীঘাটের কালীদেবীর সেবাইত হালদারদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ বঙ্গকদিগের গোবিন্দপুর পত্তনের ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে, যশোহরের অন্তর্গত খন্নিয়া-নিবাসী ভবানীদাস চক্রবর্তীর পুত্র যাদবেন্দ্র স্বদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। যাদবেন্দ্র ভবানীদাসের প্রথম পক্ষের সন্তান। ভবানীদাস দ্বিতীয় পক্ষে ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং ঐ বিবাহে রাঘবেন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভুবনেশ্বর কালীঘাটস্থ কালীদেবীর আদি সেবাইত। সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যা ছিল। অতএব তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার দৌহিত্র রাঘবেন্দ্রই তাঁহার সত্ত্বের অধিকারী হয়েন ও কালীদেবীর সেবা প্রাপ্ত হন। রাঘবেন্দ্র কালীঘাটেই অবস্থিতি করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন*। দেড় শত

* “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গোবিন্দপুর ও তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে স্তূতানটী (বর্তমান হাটখোলা) দক্ষিণ বাঙ্গালায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। গোবিন্দপুরে শেঠ বসাক প্রভৃতি ধনাঢ্য বণিক্ সম্প্রদায়ীদিগের বাস ছিল। তাঁহারা সাতগাঁ ও অন্যান্য স্থানের বণিক্দিগের সহিত ব্যবসায়াদি চালাইতেন। ঐ বণিক্ সম্প্রদায়ীরা সকলেই বিষ্ণুউপাসক ছিলেন। ইহাদের ভক্তি ও যত্নে যাদবেন্দ্র গোবিন্দপুরে বাস করিয়া খনিয়ানের জাতিগণের দুর্ব্যবহার এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। পরিশেষে রাঘবেন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে রামগোবিন্দ ও রামশরণ প্রতিবেশীশূন্য কালীঘাট হইতে আসিয়া বহু জনাকীর্ণ গোবিন্দপুরে পিতৃব্য পুত্র রামকৃষ্ণের নিকট গিয়া বাস করেন।”—কালীক্ষেত্র-দীপিকা, ১৮৯১, ৭২, ৭৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

রাঘবেন্দ্রের পুত্রেরা কালীঘাটস্থ কালীদেবীর সেবাইত ছিলেন। তাঁহারা গোবিন্দপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলে তথাকার উপস্থিত হইতে

বৎসর গোবিন্দপুরে অবস্থিতি করিয়া, অর্থাৎ গোবিন্দপুরে দুর্গ নিৰ্ম্মাণের প্রয়োজন হইলে (১২৫ পৃষ্ঠা), রাঘবেন্দ্র ও ষাদবেন্দ্রের অধস্তন পুরুষেরা কালীঘাটে উঠিয়া যান।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যে বিপুল লাভ দেখিয়া, খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে লণ্ডন নগরে একটি নূতন ইংরাজ বণিক্ কোম্পানী সংঘটিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭০৬

ঐ দেবীর সেবার জন্য তাঁহারা যে কোন না কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয় ; তাহাতে কিন্তু বর্তমান কালীঘাট ব্যতীত পূর্বে কখন গোবিন্দপুর বা প্রাচীন কলিকাতায় ঐ দেবীর অধিষ্ঠানভূমি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। যথায় এক্ষণে কালীদেবীর গীঠ, বা যথায় এক্ষণে কালীকুণ্ড চণ্ডীকাব্যরচনার পূর্ব হইতে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দের পূর্ব হইতে (১৩৯ পৃষ্ঠা) তথায় যে ঐ দেবীর অবস্থিতি ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না*। বর্তমান কালীকুণ্ড এখন তত গভীর নাই, কিন্তু পূর্বে উহা শিয়ালদা প্রভৃতির ন্যায় (১৪১ পৃষ্ঠা) অতি গভীর ছিল ;—ভাগীরথীর মুক্তিকা পড়িয়া ক্রমে বুজিয়া আসিয়াছে। ঐ কালীকুণ্ডের সম্মুখে আবহমান দেবীর মন্দির ;—পূর্বে কাঁচা ছিল, শত বৎসর হইল পাকা হইয়াছে (১১৯ পৃষ্ঠা)। যাত্রীরা পূজা উপলক্ষে ঐ মন্দিরের সম্মুখবর্তী ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ ও স্নানাদি করিতেন (১২১ পৃষ্ঠা), এই জন্য ঐ ঘাট ঐ দেবীর নামানুসারে কালীঘাট বা কালীঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। পরে সমগ্র স্থানই কালীঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

হল্‌ওয়েল সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে লিখিয়াছেন যে, চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে কালীঘাটে যাওয়া যায় (পশ্চাৎ দেখুন)। তিনি আবার খৃষ্টীয় ১৭৬৬ অব্দে লিখিয়াছেন যে, সেই কালীঘাটে কালীদেবীর অধিষ্ঠান†। এখনকার গ্রন্থাদিতে প্রাচীন কালীঘাট বর্তমান

* “কালীঘাটে কালী বন্দ বড়াতে বেতাই।”

মনসার ভাসান, সর্ষদেব বন্দনা।

(চণ্ডীকাব্য রচনার সমকালে মনসার ভাসান গ্রন্থ বিরচিত হয়।)

† “Kali Ghat, an ancient pagoda, dedicated to Kali, stands close to a small brook, which is, by the Brahmins, deemed to be the original course of the Ganges.”—Holwell. *Calcutta in the Olden Time—its Localities*.

অকে পুরাতন কোম্পানীর সহিত নূতন কোম্পানীর মিলন হয়। তখন নূতন কোম্পানীর কর্মচারীরা হুগলি হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসেন (পশ্চাৎ দেখুন)। ইতিপূর্বে উভয় দলে বিবাদ থাকায় উভয়ের স্বার্থ হানি হইত; ঐ অবদ হইতে তাহা নিবারিত হয়, এবং কোর্ট উইলিয়াম্

নৃতালুটা ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে *। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ হয় না। ঐরূপ কালীঘাট হইতে আবার কলিকাতা গ্রামের নাম ও কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি অবধারিত হইয়া থাকে †।

* “Calcutta (the Fort Flag Staff) is situated in Latitude North 22° 33' and Longitude East 88° 19'; it is on the left bank of the River Hooghly, nearly 100 miles from the Sea. In 1698 it consisted of three small villages, Chuttanuttee, Kaleeghatta, and Govindpoor.

Chuttanuttee occupied the site of the present native town; Govindpoor stood where Fort William now is; and the European part of the city, including the site of the old Fort (now occupied by the Import Godown and Custom House,) is built within the precincts of Kaleeghatta.”—*Statistical and Geographical Report of the 24-Pergunna District. By Major Ralph Smyth. Calcutta: 1857; page 57.*

† “Calcutta, the capital of Bengal, and the seat of the governor-general of the British dominions in the East Indies, is situated on the eastern bank of the river Hoogly, (the western arm of the Ganges) about 100 miles from the sea. Its name is derived from *Cutta*, a temple, dedicated by the Hindoos to *Caly*, the Goddess of Time, which was situate between the villages of Chuttanutty and Gobindpoor, where the agents of the English East India Company, in 1690, obtained permission of Aurunzebe to establish a trading factory, which, in 1696, in consequence of the disturbed state of the province of Bengal, they were allowed to fortify.”—*The London General Gazetteer. Originally compiled by R. Brookes, M. D. Remodelled by John Marshall, Esq., London: 1841, under “Calcutta.”*

খৃষ্টীয় ১৮১০ অব্দে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের একাদশ সঙ্কলনে ঐরূপ মতের কোন আভাস পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত আছে যে,

“The various events by which different places have been rendered remarkable, have been brought down to the latter end of the year 1799, except in such parts as were printed off before the events occurred.”—*The General Gazetteer. Originally written by R. Brookes, M. D. The Eleventh Edition, with considerable Additions and Improvements. London: 1810; Advertisement.*

“ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐরূপ মত খৃষ্টীয় ১৭৯৯ অব্দের পর প্রবর্তিত হয়; উহা আদিম মত নহে।

নামক সেই প্রাচীন দুর্গে (১২০ পৃষ্ঠা) ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈন্য নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত হইয়া গেলে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। তাঁহারা অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস আরম্ভ করেন। তখন তথায় ১০ বা ১২ হাজার লোকের বাস ছিল। তন্নিবন্ধন সরকার বাহাদুরের জমীর আয়ও বৃদ্ধি হয়*। কিন্তু কলিকাতার ঐ শ্রীবৃদ্ধি অনেক দিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর রাত্রিকালে ভয়ানক ঝড় হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও হইতে থাকে। গঙ্গার জল ৪০ ফুট বাড়িয়াছিল। তাহাতে ২০০ গৃহ পড়িয়া যায়, এবং ইংরাজদিগের প্রাচীন গিরিজার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মাটিতে একেবারে বসিয়া যায়। ঐ রাত্রিতে বিস্তর ক্ষতিও হইয়াছিল। অনেক লোকের প্রাণ হানিও হয়†।

* ১১৯ পৃষ্ঠায় শেষ উক্তের পর—

“It may contain, in all, about 10 or 12000 Souls; and the Company's Revenues are pretty good, and well paid. They rise from Ground-rents and Consulage on all Goods imported and exported by *British Subjects*; but all Nations besides are free from Taxes.”—*Hamilton's East Indies, Vol. II., page 18.*

† “In the night between the 11th and 12th of October (1757 *) there happened a furious hurricane at the mouth of the Ganges, which reached sixty leagues up the river. There was at the same time a violent earthquake, which threw down a great many houses along the river side; in Galgota (i. e., Calcutta) alone, a port belonging to the English, two hundred houses were thrown down, and the high and magnificent steeple of the English Church sunk into the ground without breaking. It is computed that 20,000 ships, barks, sloops, boats, canoes,

খৃস্টীয় ১৭৪১ অব্দে বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের “হাঙ্গাম” আরম্ভ হয়। তাঁহারা বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্যন্ত সমুদয় স্থান বিলুপ্তন করেন। তাঁহারা ভাগীরথী পার হইয়া পূর্বাঞ্চলেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহাদের কোন উৎপাত হয় নাই। সেই জন্য অনেকে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লয় (পশ্চাৎ দেখুন)।

খৃস্টীয় ১৭৫৬ অব্দে যখন সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করেন, তখন অনেকে পলায়ন করেন। খৃস্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করেন। তখন আবার প্রজারা ফিরিয়া আসেন।

খৃস্টীয় ১৭৬১ অব্দে শোভাবাজারের রাজবাটীর পতন হয়। মহারাজ নবকৃষ্ণ বস্করদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠী রাস-বিহারী ও বিনোদবিহারীর নিকট আর্কট ২২৮ টাকা মূল্যে উহাদের অধিকৃত ২৮/৮ পরিমাণ জমী খরিদ করেন*।

&c. have been cast away. Of nine English ships, then in the Ganges, eight were lost, and most of the crews drowned. Barks of sixty tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees; of four Dutch ships in the river three were lost with their men and cargoes; 300,000 souls are said to have perished. The water rose forty feet higher than usual in the Ganges.”—*Gentleman's Magazine for 1738-9. In Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal; Calcutta: 1828; pages 182-183.*

* “Nobokissen had previously acquired the site of the family dwelling-house. On 7th March 1761 a pottah was granted him (as Nobokissen Bebutah) for 2 bighas 13 cottahs 8 chittacks of ground in Sootalooty, at a rent of Sicca Rs. 8-0-5. This ground was purchased from Ras Behari Set and Binod Behari Set for Arcot Rs. 228.”—*Report on the Census of the Town of Calcutta, taken on the 6th April 1876. By H. Beverley, Esq., C. S.; page 16, footnote.*

কলিকাতার আয়তন ও বিভাগ ।

(১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন ।)

বর্তমান কলিকাতা প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ; এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর, অন্য ভাগের নাম কলিকাতা বা প্রাচীন কলিকাতা । খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের প্রাচীন কলিকাতায় বসতি হয় * । তাঁহারা তথায় আসিয়া স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করেন, সেই জন্য উহার অধস্তন আখ্যা সূতালুটী হয় (১২২ পৃষ্ঠা) । ইংরাজ-বাণিকেরা ঐ সূতালুটী গ্রামে আপনাদিগের বাণিজ্য-কুটী বা প্রাচীন কোর্ট্‌ উইলিয়াম্ নামক দুর্গ নির্মাণ করেন । যে স্থানে এক্ষণে জেনারেল্‌ পোষ্ট্‌ আফিস্, কক্টম্‌ হাউস্‌ ও ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিস্ আছে, ঐ স্থানে তাঁহাদের ঐ কুটী বা দুর্গ ছিল । তাঁহাদের প্রাচীন লিপি সকলে ঐ স্থান সূতালুটী বলিয়াই উক্ত আছে (১২০ পৃষ্ঠা) † । অধস্তন

* খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে যখন যব্ চার্ণক্ কলিকাতায় অবতীর্ণ হন, তখন চাঁদপাল ঘাটের সন্নিকটে তন্তুবায়দিগের বাস ছিল ।—*Calcutta in the Olden Time—its Localities.*

+ A. D. 1702.—“In the deed of union by which two Companies were hereafter to take the name of ‘the united Company of merchants trading to the East Indies,’ the factories of the old Company are thus detailed.

* * * *

‘Fort William: Chuttanutte, (*Calcutta* not yet specified it seems,) Balasore, Cassim Bazar, Dacca, Hoogly, Malda, Rajmahal, and Patna; also the Island of St. Helena.’—*Bruce. In Bengal and Agra Gazetteer, Vol. II., Part II., page 399.*

কালে সূতালুটী আখ্যা প্রাচীন কলিকাতার কেবল উত্তরাংশের উপর আবদ্ধ হয়। তাহার কারণ বোধ হয় যে, পুরাতন ইংরাজ বণিক কোম্পানীর সহিত নূতন কোম্পানীর সম্মিলন হওয়ায় তাঁহাদের স্থানাভাবে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে, অর্থাৎ যথায় তাঁহাদেরও বসতি হয়, তথা হইতে তন্তু-বায়েরা উঠিয়া যায় *। তন্তুবায়েরা তথা হইতে উঠিয়া গেলে সূতালুটী আখ্যা আর তথায় সংলগ্ন না হওয়ায় ক্রমে তাহার ঐ নাম ঘুচিয়া গেল,—তখন ঐ নাম প্রাচীন কলিকাতার কেবল উত্তরাংশের উপর আবদ্ধ রহিল। প্রাচীন কলিকাতা এইরূপে, বোধ হয়, ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে ; যথা, কলিকাতা ও সূতালুটী †।

* খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ সূতালুটী নামে আখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ৮ই জুন হইতে ঐ স্থান আবার পূর্বের ন্যায় প্রাচীন আখ্যায় অর্থাৎ কলিকাতা নামেও বিখ্যাত হয়। তৎপরে আবার দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দে উহা সূতালুটী বলিয়াও উক্ত হইত (১৫২ পৃষ্ঠা)।

খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দে পুরাতন ও নূতন ইংরাজ বণিক কোম্পানীদ্বয়ের সম্মিলনের প্রস্তাব হইয়া খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে উভয় কোম্পানী একীভূত হয়। তখন নূতন কোম্পানী হুগলি হইতে প্রাচীন কলিকাতার বা সূতালুটী গ্রামে আপনাদিগের কুটী উঠাইয়া আনেন *। তাঁহারাও ঐ অঞ্চলে বিস্তারিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের স্থান অপ্রতুল হওয়ায়, বোধ হয়, তন্তু-বায়েরা তথা হইতে উঠিয়া যায়।

† ভ্যান্ডেন্‌ ব্রুক সাহেবের পূর্বোক্ত মানচিত্রে (১২২ পৃষ্ঠা) কলিকাতা ও সূতালুটী, উভয় আখ্যাই দৃষ্ট হয়। বরাহনগরের অব্যবহিত পরে সূতালুটী, এবং সূতালুটীর পর একটি নদী ও দুইটা নগরের উল্লেখ করিয়া তিনি

* “Sir Edward Littleton was Agent and Consul for the new Company at Hugly, when this Union of the Companies was made, and then he was ordered to remove his Factory to Calcutta.”—*Hamilton's East Indies, Vol. II., page 9.*

যে কারণেই হউক, গোবিন্দপুর লইয়া গণনা করিলে বর্তমান কলিকাতা অধস্তন কালে তিন ভাগে বিভক্ত হয় ; যথা, কলিকাতা, সূতালুটী * ও গোবিন্দপুর। খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে

কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন *। তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণে যেরূপ ভ্রম দেখা যায়, তাহাতে কেবলমাত্র তাঁহার বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সূতা-লুটী ও কলিকাতার তৎকালীন পরস্পর আয়তন বা অধিষ্ঠান ভূমি কিছুই ধার্য করা যায় না। তাঁহার পরবর্তী কালের প্রমাণ লইয়া বিচার করিলে তাঁহার সময়ে সূতালুটী প্রাচীন কলিকাতার একটি সাধারণ নাম বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। তিনি, বোধ হয়, ভ্রমবশতঃ উল্লিখিত মানচিত্রে কলিকাতার উভয় আখ্যাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। না হয় বলিতে হইবে যে, তাঁহার সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে বরাহনগরের নিজ দক্ষিণে সূতালুটী নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল। ঐ অব্দের পরও খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দের পূর্বে (১৫৯ পৃষ্ঠা), তক্তবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। সেই জন্ত পরে সমগ্র প্রাচীন কলিকাতাও সূতালুটী নামে আখ্যাত হয় ; কারণ খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭শে মার্চ পর্য্যন্ত (১২০ পৃষ্ঠা), এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দ পর্য্যন্ত (১৫৯ পৃষ্ঠা) প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশও যে ঐ নামে আখ্যাত ছিল, পূর্বে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে আবার প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের ঐ আখ্যা বিলোপ হইয়া যায় ; তখন বরাহনগরের দক্ষিণবর্তী গ্রামের ঐ প্রাচীন আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে।

* এখনকার সূতালুটী শোভাবাজারের রাজবংশীয়দিগের (১৫৮ পৃষ্ঠা) অধিকৃত তালুক †। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিয়া থাকেন।

* Barrenger (Barahanagar), Soelanotti (Sutaluti), Varkens Spruyt or Varkens river, Chandarnagar, Taunengad, and Colleetie (Calcutta).—*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1., page 376.*

† “ Mr. Millett in his minute on the revenues of Calcutta, dated 20th September 1848, gives the following account of the origin of this talook. He states that in 1769, talook Nowpara, in the district of Moorshedabad (Nuddea ?) was conferred on Rajah Nobokissen ; but the ex-talookdar recovered possession, and the grant had to be rescinded. Baboo Nobokissen then pointed out ‘ Sootanatty, Bagh Bazar, and Hooguleundy in Calcutta, and its sayer.’ This was agreed to, and a sunnud was given him on 23rd January 1778. It seems that the inhabitants objected to have any zemindar over them other than the Company, but the Government replied that Nobokissen would not exercise any other rights than those already in force. The petitioners were not satisfied, however, and so, at Nobokissen’s suggestion, the grant ultimately took the form of a perpetual lease. The deed was prepared under Hastings’s special directions. The rent was originally Sicca Rs. 1,237-13-10, but owing to a deduction of Sicca Rs. 277 on account of sayer, since abolished, it now

ইংরাজেরা আরঙ্গজীব বাদশাহের পৌত্র আজীম ওসানের অনুমত্যানুসারে ঐ তিন খানি গ্রাম ক্রয় করেন *। আজীম ওসান্ এ বিষয়ে যে সনন্দপত্র প্রদান করেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে সম্রাট ফরকসিয়ার যে সনন্দপত্র খানি দেন, তাহা এখনও বর্তমান আছে। তাহাতে ওগুলির নাম, ও ওগুলির ক্রয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে †।

* “This avaricious disposition” (i. e., of Azim-Oo-shan, grandson of Aurengzebe) “the English plied with presents, which in 1698 obtained his permission to purchase from the Zemindar, or Indian proprietor, the towns of Soota-nutty, Calcutta, and Govindpore, with their districts, extending about three miles along the eastern bank of the river Hughley, and about one mile inland: the prince, however, reserved the annual fine of 1,195 rupees, which this ground used to pay to the Nabob of the province.”—*Orme's History of Indostan, Vol. II., p. 17.*

এখানে নির্দেশ করা আবশ্যক যে, খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে যখন ইংরাজেরা কলিকাতা, সূতালুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয় করেন, তখন শিমুলিয়া, মলঙ্গা, মৃজাপুর ও হোগলকুড়িয়া তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই (পশ্চাৎ দেখুন)। ওগুলিতে তখন লোকের বসতি না থাকায়, ওগুলি, বোধ হয়, তখন প্রাচীন কলিকাতা বা গোবিন্দপুরের (১১৮ পৃষ্ঠা) অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না। শিমুলিয়ার শিমুল (তুলার) গাছের বন ও হোগলকুড়িয়ায় হোগলার বন ছিল ; মলঙ্গায় লবণ প্রস্তুত হইত ; এবং মৃজাপুরে জলাভূমি ছিল। অধস্তন কালে ওগুলিতে লোকের বসতি হওয়ায়, ওগুলি ও আর কতকগুলি সমেত প্রাচীন কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম “কলিকাতা জমীদারী” বা “কলিকাতা নগর” নামে আখ্যাত হয়।

† “They have also represented to the most holy and exalted court, * * * ‘that there is a factory of the Company established at Calcutta, that the talookdary of Calcutta, Sootanutty, and Govindpore in the district of the Purgunneh of Ameerabad, &c. of the Subah of Bengal, which is of the zemindars of old, yields annually the sum of one thou-

stands at Company's Rs. 1,024-14-4. It is believed that from the opposition referred to and other causes, the property has never proved very profitable to the Sobha Bazar family. When the Strand Road was constructed, the talookdars claimed twenty lakhs, and the suit regarding it lasted for twenty years, when it was compromised by the payment of three lakhs.”—*Beverley's Report on the Census of Calcutta, 1876, page 16, foot-note.*

পূর্বোক্ত ইতিহাস-বেত্তা অশ্বিনী সাহেব (১৪৬ পৃষ্ঠা),
যিনি খৃষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে কোম্পানী বাহাদুরের কর্মে নিযুক্ত

sand one hundred and ninety-five rupees, and six annas, and there are thirty-eight villages, whereof the amount of eight thousand one hundred and twenty-one rupees, and eight annas, is the settled revenue according to the stipulation; they request therefore, that they may be also indulged with the talookdary agreeably to the stipulation, and pay the amount thereof, year by year, into the treasury.'—The order replete with justice is therefore issued, that credit be given to the copy under the seal of the kazy of kazys, and that they remain with the villages which they have bought, according to former custom; and moreover, agreeably to their petition, we are graciously pleased to permit, that they purchase the talookdary from the owners, and that the dewans of the Subah may pass the same." —*Extract from a Literal Translation of the Original Firman granted by the Emperor Furruckhseer, to the English East India Company on the 6th January, 1717. In Bolt's Considerations on India Affairs; Part II., Vol. III., page 6.*

যে স্থানে ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুটী সংস্থাপিত ছিল, তাহা এই সনন্দপত্রে কলিকাতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাই আবার স্ততালুটী বলিয়া উপরি সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব যখন কুটী একটী, এবং ঐ কুটী প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে সংস্থাপিত ছিল, তখন স্ততালুটী প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের অন্য নাম বই আর কি বলা যাইতে পারে? কাপ্তেন আলেক্সান্দার হামিলটন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭২৩ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ কুটী সংস্থাপনের ১৫।১৬ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে তথায় গিয়া বৎসরাবধি বাস করেন। তিনি যে দুর্গের বিষয় লিখিয়াছেন (১১৯ পৃষ্ঠা), তাহা এই সনন্দপত্রোক্ত কুটী*, পরিমাণে ৪০

* "Mr. Channock choosing the Ground of the Colony, where it now is, reigned &c."—*Hamilton's East Indies, Vol. II., page 8.*

খৃষ্টীয় ১৬৯২ অব্দের জানুয়ারি মাসে স্ব চার্ণকের হৃত্য হয়। তৎপূর্ব্বে যে ঐ কুটীর স্থানাদি সকলই অবধারিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল (১৫১ পৃষ্ঠা), এবং তথায় একটী ব্রহ্ম বৃক্ষ ছিল। কাপ্তেন আলেক্সান্দার হামিলটন্ সাহেব বলেন যে, ঐ বৃক্ষের তলায় স্ব চার্ণক আপন কুটী সংস্থাপন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

A. D. 1690.—"Mr. Job Channock being then the Company's Agent in Bengal, he had Liberty to settle an *Emporium* in any Part on the

হইয়া একাদিক্রমে নয় বা দশ বৎসর ঐ কক্ষে ব্যাপ্ত ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে কলিকাতা জমীদারীতে খাজনা আদায়ের বিষয়ে

বিধা *। ঐ কুটী পশ্চাৎ দুর্গ রূপে পরিণত হয়। বাগ্‌বাজারে ইংরাজদিগের যে একটি সামান্য দুর্গ ছিল, তাহা সেই বিচার্যমাণ দুর্গ নহে। তাহা খৃষ্টীয় ১৭৫৪ অব্দে নির্মিত †। তদবধি, বোধ হয়, তত্রত্য বাজার উঠিয়া যায়।

ইতিপূর্বে যে রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর তত্ত্বাবধায়েরা প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে উঠিয়া যায় (১৬০ পৃষ্ঠা), কিন্তু, তাহাও আবার এই বিচার্যমাণ সনন্দপত্রের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের পূর্বে বলিতে হইবে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বাৰ্দ্ধে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের উপর স্থানলুটী আখ্যা অর্পিত হয়, ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উহার ঐ আখ্যা বিলোপ হইয়া যায়। তখন হইতে উহার কলিকাতা আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের স্থানলুটী আখ্যাও রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছিল (১৬১ পৃষ্ঠা)।

River's Side below *Hughly*, and for the sake of a large shaddy Tree chose that Place, tho' he could not have chosen a more unhealthful Place on all the River; for three Miles to the North-eastward, is a Salt-water Lake that overflows in *September* and *October*, and then prodigious Numbers of Fish resort thither, but in *November* and *December* when the Floods are dissipated, those Fishes are left dry, and with their Putrefaction affect the Air with thick stinking Vapours, which the North-east Winds bring with them to Fort *William*, that they cause a yearly Mortality. One Year I was there, and there were reckoned in *August* about 1200 *English*, some Military, some Servants to the Company, some private Merchants residing in the Town, and some Seamen belonging to Shipping lying at the Town, and before the Beginning of *January* there were four hundred and sixty Burials registered in the Clerk's Book of Mortality."—*Hamilton's East Indies, Vol. II., pp. 7—8.*

সময়ে সময়ে ঐ স্থানে মহাঝারী হইত। কিন্তু প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে ঐ স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল। এই জন্য উহার মধ্যে ঐ স্থানই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।

* "They have likewise represented, 'That there are established factories of the Company in *Bengal, Bahar, and Orissa*, and as they want to settle other factories in various places, they are in hopes, that wherever they establish a factory, they may be favoured from the Sircar with forty begas of ground for their factories'."—*Extract from a Literal Translation of Furruckseer's Original Firman.*

† "Messrs. Wells and Drake now send in their account Expenses of the Fortifications at Bagbazar for the Month of *December* 1754, amounting to M Rs. 338-6-9.

Agreed, the President to pay the same out of the Cash."—*Consultations, January 13th. 1755. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 55.*

বিশৃঙ্খলা ঘটায় সরকার হইতে তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লওয়া হয়। তিনি ঐ জমীদারীকে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় বিভক্ত করিবার পরামর্শ দেন *। তৎপরে উল্লিখিত জমীদারীকে চারিটি জিলায় বিভক্ত করা হয়। তাহাদের নাম; যথা, ডিহি-কলিকাতা †, গোবিন্দপুর, সূতালুটী ও বাজার-কলিকাতা। সুপ্রসিদ্ধ ইন্ডিয়েন্ সাহেবের গ্রন্থে ঐ সকল বিভাগের পরিমাণাদি বিবৃত আছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“The town of Calcutta is divided into four principal districts, under the denominations of *Dee Calcutta*, (under which *John Nagore* * is included) *Govindpoore*, *Soota Nutty*, and *Bazar Calcutta*; to each of which, and to the great Bazar, are appropriated a distinct Cutcherry, whose accounts are all transmitted to, and center in the great Cutcherry of *Dee Calcutta*. These four districts contain 5472½ Bega of ground, (each containing 20 Cotta) on which the Company receive ground-rent at 3 Sicca Rupees per Bega per annum, some few places excepted, hereafter to be specified, which pay a less rent. Exclusive of the above 5472½ Bega, the Company possess 733 Bega, which pay no ground-rent.

Within the Company's bounds, there is also ground possessed by proprietors, independent of our Government, to the amount of about 3050 Bega, according to the exactest estimate I can at present make, viz.

* Orme's Historical Fragments, &c., to which is prefixed an Account of the Life and Writings of the Author: London; 1805, pp. viii—ix.

† “ডিহি” পারসী “মেহ্” শব্দ, অর্থ গ্রাম; যথা,—

“*Dhee*. The ancient limits of any village or parish; thus, *Dhee Calcutta*, means only that part which was originally inhabited.”—*Explanation of Words in the Grant, for the free Tenure of the Town of Calcutta. , In Treaties and Grants, from the Country Powers, to the East India Company; 1774: page 105.*

* “The outtowns of Banian Pooker, Puggla Danga, Tenggra and Dullond, obtained first a place in the revenues, June anno 1746, under the general head of John Naggore.”—*Holwell's India Tracts*, page 161.

The district of Simlea	...	1000
Molunga	...	800
Mirzapoor	...	1000
Hogulcourea	...	250

B. 3050

These 3050 Bega, calculated agreeably to the foregoing proportion, will be found to contain 5267 houses; which, added to those under the Company's protection, will make the whole amount of houses 14718. I add them together, because they equally contribute to the consumption of those articles, on which the Company's revenues arise. The independence of the above 4 districts arose from the towns originally belonging to different proprietors; and when the Phirmaund gave us a grant to purchase these towns, with the restriction of satisfying the Zemindars, some of them could not be prevailed upon to alienate theirs: so that in consequence they have remained distinct and independent ever since." * —*Holwell's India Tracts*, pp. 139—140.

* সিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম বা নগর গুলি তাৎকাল হস্তান্তর না হইবার কারণ নিম্নে নির্দিষ্ট আছে ; যথা,—

“ When Mr. Surman (head of the embassy sent by the Company to the emperor Farrucseer, to solicit the last phirmaund, and explanation of former grants) was on his return to Fort William, he pitched his tents in the neighbourhood of Moorshadabad, and having acquired from the Emperor a title and rank in the list of Omrahs, something superior to that which Jaffier Khan (then Suba of Bengal) bore, Mr. Surman expected the first visit.—Jaffier Khan allowed Mr. Surman's superior title, but considering himself in rank the third Suba of the empire, and Vice-Roy of Bengal confirmed from court, thought the dignity of his post demanded the first visit from Mr. Surman: frequent messengers passed between them, touching this ceremonial, for the space of three days; but neither stooping, Mr. Surman struck his tents, and returned to Calcutta.—Thus an injudicious punctilio in Mr. Surman destroyed all future cordiality with a man, on whom (from the nature and power of his post) so much depended, for the due execution of those phirmaunds granted by Farrucseer.

We grant, that in the original phirmaunds to the Company, there was a general liberty of trade given, without any exemption of particulars; but when this general trade, as well inland as exports and imports, continued to be exercised by the servants of the Company as formerly, Jaffier Khan presently manifested the resentment he had conceived against the English at Mr. Surman's behaviour to him; and though his predecessors had been troublesome on this head, yet he went much further.

যখন হলওয়েল সাহেব উপরি উদ্ধৃত লিপি খানি লিখেন, তখন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে, কলিকাতা জমীদারী পরিমাণে সর্বশুদ্ধ ৯২৫৫।০ বিঘা ছিল *। তন্মধ্যে

* খৃষ্টীয় ১৭৯৪ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার যে চতুঃসীমা অবধারিত হয়, তাহাই এতাবৎকাল বর্তমান কলিকাতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। উহা তখন পরিমাণে (১৫১১৫।৩।১/২।২৭) পোনোর হাজার একশত পোনোর বিঘা, আট কাঠা, দশ ছটাক ও সাতাটস্ ফুট ছিল *।

His first operations were, refusing us the right of coinage, and spiriting up the Zemindars, proprietors of the 37 villages on the other side the Ganges; both ceded to the Company by the phirmaund. These Zemindars kept up their demands so high, and started so many difficulties with regard to parting with their lands, that the Company have never got possession of them to this day: from the same cause, their presidency of Fort William was eternally incommoded by a vexatious government's jurisdiction in the very heart of Calcutta, known by the names of Molungah, Simlea, &c."—*Holwell's India Tracts*, pp. 279—280.

জাকিয়্যার খাঁ ইতিহাসে মুর্সেদ্ কুলি খাঁ নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ও তৎপূর্ববর্তী নবাবেরা বিচার্যমাণ নগর চতুষ্টয়ের হস্তান্তর বিষয়ে প্রতিকূলচরণ করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের জুব্ব মাসে, যখন সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ হয়, তখন মিরজাকফর বাহাদুর ওগুলি দিতে স্বীকার করেন। মিরজাকফরের অপরাধ নাম জাকিয়্যার আলি খাঁ। তিনি অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের সহিত তখন যে সন্ধি করেন, তাহাতে লিখিত আছে—

"Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land, belonging to several Zemindars; besides this I will grant the English Company six hundred yards without the ditch."—*Article VIII of the Treaty with Jaffier Ally Khan, in June, 1757. In Treaties and Grants, page 75.*

* "AREA OF CALCUTTA.

"As comprised within the limits of the jurisdiction of the Supreme Court. Biggahs. Cottahs. Chittacks. Feet.

1st.—Within the limits of the jurisdiction of the Commissioners for the Improvement of Calcutta under Act XVI of 1847, ...	10,953	9	8	44
2nd.—The Maidan, with its enclosures, viz., the Cathedral, the Jail, &c., and also Cooly Bazar, ...	3,564	11	6	29
3rd.—Fort William, ...	521	7	3	32
4th.—Tolly's Nullah, west of Allipore Bridge, ...	76	0	7	12
• Total Area of Calcutta, ...	15,115	8	10	27

Or in Square Miles, 7·80755843,
Or 7 Square Miles, 516 Acres, 3 Roods, 13 Rods, 28 Yards."—*Simin's Report, page 3.*

কোম্পানী বাহাদুরের ৬২০৫৥০ বিঘা, ও অপরাপর জমীদার-দিগের ৩০৫০ বিঘা। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ঐ জমীদারী উল্লিখিত চারিটা জিলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে বাজার-কলিকাতা, অর্থাৎ বর্তমান “বড়বাজার” ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল *। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে বর্তমান কলিকাতার যে তিনটা বিভাগ ছিল, খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে তাহাই রহিল। তবে আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। জন্মগর ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট হয় (১৬৫ পৃষ্ঠা)। এ দিকে ডিহি-কলিকাতা চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। কারণ হন্টয়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে, চৌরঙ্গীর রাস্তায় ডিহি-কলিকাতার বাজার বসিত †।

লাল-বাজার, জান্-বাজার, শ্যাম-বাজার, প্রভৃতি বাজার-গুলি ডিহি-কলিকাতার অন্তর্বর্তী ‡, ও হাট-খোলা,

* “Bazar Calcutta, commonly called the Great Bazar.”—*Holwell's India Tracts*, page 122.

“The Great Bazar, under the district of Dee Calcutta.”—*Do.* page 144.

† “Dee Calcutta Market is held in the Chourangey Road, leading to Collegot. Articles and Duties as in other Markets already specified. The duty on the Roads had its rise on this occasion: Collegot Market and Govindpoore Market being held both on a Saturday, numbers of the tenants resorting to Collegot Market, to the injury of that at Govindpoore, it was found necessary to check this resort, or counterbalance it, by levying a tax on every article imported from Collegot, in proportion to that levied on the same articles at Govindpoore Market.”—*Do.* pp. 147—148.

‡ “Loll Bazar, and Santose Bazar, situated in the district of Dee Calcutta.”—*Do.* page 146.

“John Bazar, and Burtholla Bazar, situated in Dee Calcutta.”—*Do.* page 148.

“Sam Bazar, and New Bazar, both situated in Dee Calcutta.”—*Do.* page 148.

বাগ্-বাজার, শোভা-বাজার, ধোপাপাড়া-বাজার প্রভৃতি বাজারগুলি সূতালুটীর অন্তর্গত *। শেষোক্ত বাজারটি সূতালুটীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। বর্তমান ধোপাপুকুর বা চড়কডাঙ্গায় ঐ বাজার বসিত।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন কলিকাতা, অর্থাৎ চণ্ডীকাব্যোক্ত কলিকাতা (১১৮ পৃষ্ঠা) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৬৪ পৃষ্ঠা) দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা ডিহি-কলিকাতা ও সূতালুটি (১৬০ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তন্তুবায়েরা ডিহি-কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেলেও, লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল যে, প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে ঐ স্থানে প্রথম বসতি হয়। এ বিষয়ের প্রমাণ “ডিহি” শব্দ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ডিহি অর্থে যথায় প্রথম বসতি (১৬৫ পৃষ্ঠা)। এই বসতির অবাস্তুর সম্বন্ধবশতঃ অধুনা কালে ঐ স্থান ডিহি-কলিকাতা

* “Soota Nutty market, and Suba Bazar, have been generally held by the same person, as the one may be called the key to the other: and if in different hands, would occasion endless disputes; the articles on which a duty is collected in Suba Bazar are nearly the same as in the market, though in a less quantity, and in a more retail way.

7th. Connected with the foregoing Market and Bazar, are the following seven farms; for they have been generally, for the above reasons, held by the same person, as being all in the district of Soota Nutty, though sold separately, and now in one lot; viz. Baag Bazar Market, Baag Bazar, Charles Bazar Market, Charles Bazar, Doobaparab Bazar, Hantcolla Bazar, and Soota Nutty's burthen'd Oxen.”—*Holwell's India Tracts*, page 143.

(ইল্‌ওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থ সমালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দে সূতালুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট বাজারগুলি প্রথমে জমা দেওয়া হয়।)

নামে আখ্যাত হয়। যে খাল পূর্বে চাঁদপালের ঘাট হইতে ওয়েলিংগ্‌টন ইন্স্‌টারের ট্যাঙ্ক * দিয়া বেলে-ঘাটার পতিত হইত (১২০ পৃষ্ঠা), উহাই গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলিকাতার † অন্তর্বর্তী সীমা ছিল। বর্তমান বড়বাজারের উত্তরে আর একটি খাল বা নদী ছিল। ঐ খাল যোড়া-সাঁকোর মধ্যদিয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে মেছুয়াবাজারের রাস্তায় প্রবাহিত ছিল ‡, উহাই ডিহি-কলিকাতা ও বর্তমান স্তালাটীর

* খৃষ্টীয় ১৭৩৭ অব্দে যে ভয়ানক বাড় হয় (১৫৭ পৃষ্ঠা), সেই বড়ে ওয়েলিংগ্‌টন ইন্স্‌টারের সন্নিকটে একখানি ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে ঐ স্থানের নাম “ডিঙ্গাভাঙ্গা” হয়। উহার অন্য নাম “বেপারী-টোলা”।

† বর্তমান বড়বাজার ডিহি-কলিকাতার উত্তরাংশে অবস্থিত (১৬৮ পৃষ্ঠা)। সেন্ট জনের গিরিজা উহার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ঐ গিরিজা খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে নির্মিত হয়। উহা আদিতে গোরস্থান ছিল *। তথায় যব্ চার্ণকের গোর আছে (১৬৩ পৃষ্ঠা)। ঐ গোরস্থানের দক্ষিণ দিয়া চাঁদপালের ঘাট হইতে বিচার্যমাণ খালটী প্রবাহিত ছিল।

ফরাসী ভাষায় মাথার খুলি রাখিবার স্থানকে অর্থাৎ গোরস্থানকে “গলগোটা” (Galgota, ১৫৭ পৃষ্ঠা) বা “গোলগোথা” (Golgotha) বলে। পূর্বে আবার কলিকাতায় মহামারী হইত (১৬৪ পৃষ্ঠা)। এই জন্য ইংরাজদিগের তত্ত্বতা কুটী পূর্বে “গোলগোথা” নামে আখ্যাত ছিল †।

‡ ঐ খাল বুজাইয়া মেছুয়াবাজারের রাস্তা প্রস্তুত হয়। এই জন্য ঐ রাস্তা এত নাবাল ‡। তত্ত্বতা “বসাক দিঘি” ঐ খালের অংশ মাত্র। তাহাও এক্ষণে বুজাইয়া “মার্কাস্‌ স্কোয়ার” (Marcus Square) হইয়াছে।

* A. D. 1783.—“The Maha Rajah Nobkissen presented, in addition to the old Burying Ground, six biggahs and ten cottahs of the adjoining land, as the Durkhaust specifics, in Mowzah Dhoe Calcutta. This was the spot on which the Old Magazine stood, and which, with the old Burying Ground, was once the cemetery of St. John's.”—*Sketches of Bengal*, p. 187.

† A. D. 1702.—“The next Morning we pass'd by the English Factory belonging to the old Company, which they call GOLGOTHA, and is a handsome Building, to which they were adding stately Warehouses.”—*Voyage to the E. Indies by Le Sieur Luillier*, E. T. 1715, page 259. In Yule and Burnell's *Anglo-Indian Glossary*, under the word “Calcutta.”

‡ “The lowest part of Calcutta is in Machowa Bazar Street, where it is 18'01 feet above the Zero of the Tide Gauge at Kyd's Dock, Kidderpore.”—*Simm's Report*, page 78. (ঐ খালের ধারে মেছুয়াদিগের বাস ছিল।)

অন্তর্বর্তী সীমা ছিল। যোড়াসাঁকোর কাছে ঐ খাল সঙ্কীর্ণ ছিল। পারাপারের নিমিত্ত ঐ স্থানে দুইটি পোল বা সাঁকো নির্মিত হয়। ঐ দুই সাঁকোর জন্য ঐ স্থানের ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। ১৫। ১৬ বৎসর হইল তথায় ড্রেন্ খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইষ্টক-নির্মিত যোড়া সাঁকোর নিদর্শন পাওয়া যায়। যোড়া-সাঁকো হইতে আবার ঐ খাল পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া বর্তমান পাথরিয়াঘাটার * দক্ষিণ দিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল।

* হলুওয়েল্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে পাথরিয়াঘাটার উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় পাথর-বাঁদান ঘাট ছিল, তাহাতেই সমগ্র স্থানের ওরূপ আখ্যা। ঐ ঘাট বসুকদিগের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের পূর্বে যখন বসুকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন (১৪৬ পৃষ্ঠা), তখন বলরাম ও রঘুনাথ পাথরিয়া-ঘাটায় বসতি করেন। তৎকালীয়েরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন। বলরাম ও রঘুনাথের আবার “হাওয়ালাদার” উপাধি ছিল। গোবিন্দপুরের স্থাপন-কর্তা বসুকবংশীয়দিগের মধ্যে কেবল চারিজনে ঐ উপাধি ধারণ করেন। তৎকালীয়দিগের মধ্যে এখনও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে।

বর্তমান “হালদার” বা “হালদার” উপাধি “হাওয়ালাদার” উপাধির অপভ্রংশ মাত্র, এবং হাওয়ালাদার উপাধি “হাওয়ালা” নামক বন্দোবস্ত হইতে উৎপন্ন। হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত “জমীদারী” বন্দোবস্তের অধস্তন। “হাওয়ালা” আরবী শব্দ, অর্থ “বিশ্বাস,” এবং তাহা হইতে কাহারও উপর যে কোন বস্তুর ভার অর্পিত হয়, সেই বস্তুকেও হাওয়ালা বলে। “দার” পারসী শব্দ, সংস্কৃত “ধর” শব্দের অপভ্রংশ। এতদনুসারে—যাহাকে বিশ্বাস করিয়া হাওয়ালার ভারার্ণণ হয়, সেই ব্যক্তিকে হাওয়ালাদার বলে। বিশ্বাস ঐ শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ।

মুর্সেদ্ কুলি খাঁ (১৬৭ পৃষ্ঠা) খৃষ্টীয় ১৭২২ অব্দে জমীদারদিগকে “নান্-কর,” “বন-কর” ও “জল-কর” দিয়া তাঁহাদের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া আপন খাসে রাখেন, তাহাতে ‘হাওয়ালা’ নামক বন্দোবস্তই লক্ষ্যে বন্দোবস্ত হইয়া উঠে। বলরামাদি মুর্সেদ্ কুলি খাঁর সাময়িক লোক। তাঁহাদের হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত ছিল, এই জন্য তাঁহারা হাওয়ালাদার নামে পরিচিত হন। খুলনা পরগণার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং যশোহর পরগণার অন্তর্গত বাগেরহাট সর্বাভিজনের মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্যাপি

ঐ খালের উত্তর ধারে, অর্থাৎ মালাই বা মাল্লা-পাড়ায় মালাই বা দাঁড়ীমাজীদিগের বাস ছিল। খৃস্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন পাড়া

ঐ উপাধি ঐরূপ অবিকৃত ভাবেই ব্যবহৃত আছে।—(Dr. Mouat's Report on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1868, Vol. II., pages 149—150.)

প্রায় দেড়শত বৎসর হইল হাওয়ালাদার উপাধি “হাভিলদার” রূপে বিকৃত হইয়া সৈনিক পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই হালদার উপাধি হাভিলদার উপাধির অপভ্রংশ বলিয়া ভ্রম হয়। হাভিলদার উপাধির উৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে; যথা,—

“Havildar, *s. Hind. havildar*. A sepoy non-commissioned officer, corresponding to a sergeant, and wearing the chevrons of a sergeant. This, dating from about the middle of the last century, is the only modern use of the term in that form. It is a corruption of Pers. *hawaladar* or *hawaldar*, one holding an office of trust; and in this form it had, in other times, a variety of applications to different charges and subordinate officers. Thus among the Mahrattas the commandant of a fort was so styled; whilst in Eastern Bengal the term was, and perhaps still is, applied to the holder of a *hawala*, an intermediate tenure between those of *zemindar* and *ryot*.”—*Fule and Burnell's Anglo-Indian Glossary*.

ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হালদার ও হাভিলদার উপাধি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত। উভয় উপাধিই কিন্তু এক হাওয়ালাদার উপাধির অপভ্রংশ। হাভিলদার উপাধি আনুমানিক বিগত শতাব্দীর মধ্যকালে উৎপন্ন হয়, হালদার উপাধি বহু প্রাচীন।

হালদার উপাধি জাতি-নির্কির্শেযে প্রাপ্ত। ব্রাহ্মণ ও বস্তুক ভিন্ন, কায়স্থ, গন্ধ-বণিক, তৈলকার, কুস্তকার, কৰ্ম্মকার, নাপিত, কৈবর্ত্ত, বাকুই, পোদ, কপালি, কেওরা, কাহার, বাইতি, ভূরং ও চণ্ডাল দিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও আছে।

পূর্বের বিবাহ উপলক্ষে জমীদার বা রাজাকে কর দিতে হইত। ঐ কর হালদারদিগের নিকট জমা থাকিত। তদনুসারে “হালদারী” শব্দে বিবাহে-প্রদেয় কর অর্থ প্রতিপাদন করে; যথা,—

“*Hal-dari*, H. (* * *) The office of Haldar: also, in former times, a tax upon marriages levied in Bengal.”—*Filson's Glossary*.

বিলী হয় (পশ্চাৎ দেখুন), তখন, বোধ হয়, তাহাদের ঐ পাড়ায় বসতি হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তখনও ঐ খাল ঐ পাড়ার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল; তাহারা ঐ খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া ঐ পাড়ায় বাসা করিয়া থাকিত।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন (১২২ পৃষ্ঠা), তখন উহার যে আয়তন ছিল, বহুকৈরী পরে তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়িলে (১৪৬ পৃষ্ঠা), উহার সে আয়তন যে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়;—তাহারা তখন পতিত ভূমির উপর বসবাস করিয়াছিলেন। লালবাজার (১৬৮ পৃষ্ঠা) *, বৈঠকখানা †, মেছুয়াবাজার (১৭০ পৃষ্ঠা), শ্রাম-

অনারেবল্ কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্ বাহাদুর খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে কলিকাতা জমীদারী হইতে ঐ কর উঠাইয়া দেন। তদ্বিষয়ক লিপি-খানি এই—

“You are likewise to point out to us what duty or fines appear to be particularly grievous upon the poorer sort of people, such as the duty on marriages, which, we think, ought to be either totally abolished or levied with great regard to circumstances, and the duty called Etlack, if it is necessary to be continued, ought to be used with moderation and greatly redressed.”—*Letter from the Hon'ble Court of Directors, January 31st, 1755, para. 77. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. 1, pp. 65—66.*

* A. D. 1738.—“Lal Bazar was also in existence at that time, and is said to have its name from Lalmohun Bysak, a former proprietor. The tank (Lal digghi) and church (Lal girja) of course took their names from their proximity to the bazar.”—*Beverley's Report on the Census of Calcutta, 1876, page 15, foot-note.*

+ বৈঠকখানার অধস্তন নাম “বোবাজার”। ও অঞ্চলেও বহুকৈরী জমী ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনে খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে তথায় চৈতন্য বসাকের বাগানের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

বাজার (১৬৮ পৃষ্ঠা) * প্রভৃতি স্থানে বহুকদিগের বসতি হইলে প্রাচীন কলিকাতার একতর ভাগের, অর্থাৎ ডিহি-কলিকাতার প্রাচীন আয়তন বর্দ্ধিত হয়। যে ভূমির উপর এখন শোভাবাজারের রাজবাটী দণ্ডায়মান, উহা পূর্বে বহুকদিগের অধিকৃত ছিল (১৫৮ পৃষ্ঠা)। উহা তাঁহাদিগের অধিকৃত হইলে প্রাচীন কলিকাতার অন্যভাগের, অর্থাৎ সূতা-লুটীর প্রাচীন আয়তন বাড়িয়া যায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন তন্তু-বায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, তখন বর্তমান

“Thursday, June 3rd, 1784.

“To be sold by Public Auction.

“At Mr. Duncan’s large room, on Friday, the 11th of June instant (if not previously disposed of by private sale).

A large Garden, situated at Bytahconah, to the eastward of the Marratta Ditch, to the northward of Mr. Peter Sukeas’s, to the westward of Chiton Bysack, and to the southward of Mongro Jemadar’s Garden; containing four beegahs and eleven and half cottahs, consisting of a large Tank, with a pukka-built ghat, and well stocked with fish; also upwards of 500 fruit trees of different kinds. Particulars may be known by applying to Mr. Duncan at his Commission Warehouse.”—*Selections from Calcutta Gazettes. By W. S. Seton-Karr, C. S.; Calcutta: 1864; page 44.*

(খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্য বসাক অনারেবল্ ইন্স্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের “দাদনি-বগিক্” ছিলেন।)

* “As regards Sham Bazaar, the name is derived from the same source that owned Shampookur. This *pookur* or tank was originally a very large *dighi*; the surrounding lands, now occupied by tiled huts, have been reclaimed from the water. It is known for ages as the Bysack’s *pookur* or tank, originally dug as it was by Sham Chund Bysack. It is only the other day that it has changed hands. Braja Bysack, &c., sold it to Raja Doorga Churn Law, c. i. E., the Rothschild of Calcutta, and the document in his possession will show whether it had ever been owned by any other party—Bose, Ghose, or Mittra.”—*A correspondent. In the Indian Daily News, October 24, 1887.*

চিৎপুর রোড্ উহার পূর্ব সীমা ছিল। বর্তমান শোভা-
বাজার সূতালুটীর ঐ পরিবর্দ্ধিত ভূমির উপর সংস্থাপিত
হয় (পশ্চাৎ দেখুন)।

বর্তমান কলিকাতার প্রাচীন ও অধস্তন বিভাগাদি
সমালোচিত হইল। খৃষ্টীয় ১৭৫৬ অব্দে সিরাজদ্দৌলা
কলিকাতা অধিকার করেন*। তিনি উহার নাম পর্য্যন্ত
পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি উহার নাম “আলিনগর”

* সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিলে প্রজারা প্রাণভয়ে
পলায়ন করেন। ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করিলে, তাঁহার
আবার ফিরিয়া আসেন (১৫৮ পৃষ্ঠা)। নবাব মিরজাফর তাঁহাদের ক্ষতি-
পূরণের জন্ত বিশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন। তন্মধ্যে দশ লক্ষ টাকা হিন্দুরা
পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা বিভাগোপলক্ষে ত্রয়োদশ জন “কমিসনার”
(Commissioners) নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে শোভারাম বসাক একজন ছিলেন।
তিনি আপন অংশে চারিলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি একজন সমৃদ্ধিশালী
বণিক ছিলেন (১২৭ পৃষ্ঠা)। তিনি খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া
খৃষ্টীয় ১৭৭৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। অদ্যাপি তাঁহার নামে একটী
রাস্তা চলিতেছে। বর্তমান শোভাবাজার তাঁহার নামে আখ্যাত। হল্‌ওয়েল্
সাহেব বলেন যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দে ঐ বাজার বর্তমান ছিল (১৬৯ পৃষ্ঠা)।
খৃষ্টীয় ১৭৬১ অব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ আপন বসত বাড়ীর জন্ত তথায় ভূমি
ক্রয় করেন। ঐ ভূমি পূর্বে বসুদিগের অধিকৃত ছিল (১৫৮ পৃষ্ঠা)।

শোভারামের উচ্ছ্রতন চারি পুরুষ গোবিন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন।
কালিদাস শোভারামের পঞ্চম পুরুষ উচ্ছ্রতর। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ
শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মুকুন্দরাম শেঠের সহিত গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি
করেন (১৪৫ পৃষ্ঠা)। তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর
প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। পিতার কাল হইলে শোভারাম
গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া বড়বাজারের সন্নিকটে বসতি করেন। ঐ সময়ে,
অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বসুকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত
হইয়া পড়েন, তাহাতে উহা নগররূপে পরিণত হয় (১৪৬ পৃষ্ঠা)।

শোভারামের বসত বাড়ীর পশ্চিমে জগন্নাথদেবের যে মন্দির আছে,
তাহা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তখন ভাগীরথীর প্রবাহ ঐ মন্দির পর্য্যন্ত
বিস্তারিত ছিল।

রাখেন। আলি মুসলমানদিগের একজন খালিফ্ ছিলেন (১৫২ পৃষ্ঠা)। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে উহার ওরূপ নাম রাখা হয়। ঐ নাম মুদ্রাতেও অঙ্কিত হইত। পরে মিরজাফর নবাব হইলে ঐ নাম উঠিয়া যায়। তিনি একখানি সনন্দ পত্রে ঐ নামের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় কলিকাতা নামের ব্যবহার বিষয়ে অনুমোদন করেন *।

ইংরাজ-বণিকেরা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়াই ব্যবসায় অনুসারে টোলা ও পাড়াবিলীর বন্দোবস্ত করেন †।

* “We have the pleasure to inform your Honors that the word ‘Alinagore’ is, by our present sunnud, to be omitted in the impression on our siccas, an indulgence we could not obtain from Suraja Dowla.”—*Letter to the Court of Directors, dated January 10th, 1758, para. 78. In Long’s Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 116.*

† অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের এতদ্বিষয়ক লিপি খানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“All Weavers, Carpenters, Bricklayers, Smiths, Tailors, Braziers, &c., Handicraft, shall be incorporated into their respective bodies, one in each district of the town, each body to elect a Chowdree or head person to represent them, the Mundells of every district to deliver in an account monthly to the Jemindar of every artificer residing within his limits, as well tenants as lodgers and sojourners, and shall make a report immediately to the Jemindar of any stranger of importance coming within his district and the place or house of his abode, and of any new ryots or inhabitants, as also of any persons removing from their place of habitation without his district, and every person’s name under their respective bodies shall be entered in the Jemindar’s books, the Chowdree of every respective body shall lay, before the Jemindar the just and true rates of all kinds of labour and work, what the labourer shall be allowed per day and the artificer be paid for his work in every branch of his trade, those rates to be laid by the ‘Jemindar’ before the Governor and Council and to be regulated by them and entered in the Jemindar’s books. Every artificer shall take out a license from the Jemindar for the free use of

তাহাতেই বর্তমান সূতালুটী ও ডিহি-কলিকাতার অধিকাংশ পতিত জমীতে প্রথম বসতি হয়। যে সকল স্থানের নামে ব্যবসায়-সূচক শব্দের সহিত টোলা বা টুলী ও পাড়া শব্দের সংযোগ দৃষ্ট হয়, সে গুলির মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই তখন হইতে বসতি হইয়াছে। কুমারটোলা বা টুলী, বেগিয়াটোলা, আহিরীটোলা, জেলিয়াটোলা, কলুটোলা, শাঁখারিটোলা, বেপারীটোলা; ও তেলিপাড়া, দর্জিপাড়া, গুড়িপাড়া, মালাপাড়া ইত্যাদি স্থানে, বোধ হয়, ঐ সময়ে তত্ত্বাবসায়ী-দিগের প্রথম বসতি হয়। যে সকল স্থানের নামের অন্তর্ভাগে পাড়া শব্দের সংযোগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ধোপাপাড়ায় উহার বহু পূর্বে বসতি হয় (১৬৯ পৃষ্ঠা)।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা অধিকার করেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহারা

his trade within the Company's limits, who shall pay one quarter of a month's wages for his license, which shall continue in force for one whole year and no longer, and in case any person shall be found exercising his trade or employment without license he shall be fined a month's pay, or, if an artificer, at the discretion of the *aridge duckle*. The Mundells of each district shall bring an account to the Jemindar of the several ducandars or shopkeepers within his district, of all sorts and kinds whatever, each ranked under their respective denominations, and the Jemindar is to lay this report before the Governor and Council, who will order them licenses under such restrictions as they shall think proper. The Jemindar shall keep books, where every farm, their several duties, groundrent collected, and every charge shall be minutely inserted, which accounts shall be delivered to the Board monthly, and he shall deliver to the Board a set of books of his transactions, to be transmitted annually to the Company."—*Proceedings, April 7th, 1757. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., page 97.*

উহার জমীদার মাত্র ছিলেন ; উহার জন্য তাঁহাদিগকে খাজনা দিতে হইত । খৃস্টীয় ১৭৫৮ অব্দে নবাব মিরজাফর তাঁহাদিগকে খাজনা দানে নিষ্কৃতি দিয়া কলিকাতা জমীদারী নিষ্কর করিয়া দেন । তিনি তদুপলক্ষে যে সনন্দ-পত্র দেন, তাহাতে লিখিত আছে—

“The noblest of Merchants, the English Company, represent that the factory for carrying on their trade in the Pergunnah of Calcutta lying near the sea and being liable to continual alarms and irruptions from the enemy, for their defence they have made a trench of water round their factory and left an esplanade on all sides at the distance of a cannon shot, and that the Mouza of Govindpoor, &c., in the district of the Pergunnah of Calcutta, &c., of the Sircar Sautgaum, belonging to the Paradise of Nations, the Subah of Bengala, dependant on the Khalsa Shereefa and Jagheer of the Sircar adjoining thereto; they request that a Sunnud exempting them from the payment of the rents thereof be granted them.”

এ প্রার্থনার উপর এই আদেশ হয় যে—

“The rents of the aforesaid Mouzas, &c., which adjoin to the factory of the noblest of merchants, the English Company, amounting to eight thousand eight hundred and thirty-six rupees and something more, from the 1st of Rubbee Usanee 5 Sun according to the endorsement are forgiven to the end that they provide for the defence of their factory and the safeguard of the seaports herewith.”*

এ সনন্দপত্রে ২০৥০ মাড়ে বিশখানি মৌজার উল্লেখ আছে । তন্মধ্যে বিশখানি পূর্ণ মৌজার নাম ; যথা,—

“Govindpoor, Mirzapoor, Chourungee, Dhullund, Jella Colunda, Dheladangee, Anhattee, Salduah, Bharee Birjee, Kispoorparra, Bharee Serampoor, Sootalootee, Hoculkooria, Shimla, Maukhund, Audinghee, Dhee Calcutta, Deccan Paikparra, Birjee, and Serampoor.”

অর্দ্ধ মৌজার নাম—

“Gunnispoor.”

* Translation of the Sunnud for the free tenure of the town of Calcutta. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., pages 199-200.

উল্লিখিত সাড়ে বিশখানি মৌজার মধ্যে নিম্নলিখিত ৯৯০ খানি লইয়া কলিকাতা নগর বা জমীদারী সঙ্গঠিত হয়।
 ঐ ৯৯০ খানির মধ্যে ডিহি-কলিকাতা, সূতালুটী ও গোবিন্দ-
 পুর ইংরাজদিগের খরিদা মৌজা (১৬২ পৃষ্ঠা)। অর্দ্ধ
 মৌজা গণেশপুর মলঙ্গার অন্তর্গত। নবাব মিরজাফর পূর্বের
 ষাণখানি ও শিমুলিয়া, মুজাপুর ও হোগলকুঁড়িয়া দিতে স্বীকার
 করেন (১৬৭ পৃষ্ঠা)। সে গুলি ঐ সনন্দ-পত্রের মর্মানু-
 সারে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। যে চোরঙ্গীতে * এক্ষণে

* চোরঙ্গী গোবিন্দপুরের বহির্ভূত স্থান, তাহা না হইলে ঐ বিচার্যমাণ
 সনন্দ-পত্রে উভয় স্থানের পৃথক পৃথক নির্দেশ থাকিত না। তথায় চোরঙ্গী
 নামে একজন অবধূত যোগী থাকিতেন; তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের ওরূপ
 আখ্যা হয়। তিনি তথায় থাকিয়া শিবের উপাসনা করিতেন, ও হঠযোগ
 অভ্যাস করিতেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের যোগী ছিলেন, গুরু গোরক্ষনাথ
 ঐ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। “নাথ” ঐ সম্প্রদায়ীদিগের উপাধি। গোরক্ষ-
 নাথ কবীরের সাময়িক লোক। কবীর দিল্লীখর হুল্লানু সেকেন্দর লোদির
 অধিকার-কালে বর্তমান ছিলেন। সেকেন্দর লোদি খৃষ্টীয় ১৪৮৮ অব্দ
 হইতে খৃষ্টীয় ১৫১৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এতদনুসারে গোরক্ষনাথকে
 খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে
 পারে।—(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৩৫-১৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।)

চোরঙ্গীনাথের জীবন-কাল অবধারিত নাই। হঠপ্রদীপিকায় কেবল
 একত্রিশ জন প্রধান প্রধান যোগীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চোরঙ্গীনাথেরও
 নির্দেশ আছে। ইহাতে তাঁহার সময়ের কোন নিরাকরণ হয় না। তিনি
 গোরক্ষনাথের প্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন, অতএব তাঁহাকে খৃষ্টীয় ষোড়শ
 শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পরবর্তী কালের লোক বলিয়া ধাৰ্য্য করিতে হয়। কিন্তু
 তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিষ্য বা তাঁহার সমকালবর্তী নহে। অতএব
 তিনি তাঁহার কত পরে প্রাক্কৃত হন, এখন তাহাই বিবেচ্য। যেক্রপ
 প্রবাদ আছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, মুকুন্দরাম শেঠের (১৪৫
 পৃষ্ঠা) প্রপৌত্র ব্রজ শেঠ চোরঙ্গীনাথের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিষ্য ছিলেন (পশ্চাৎ
 দেখুন)। মুকুন্দরাম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্তমান ছিলেন।
 অতএব ব্রজ শেঠ ও তাঁহার সাময়িক যোগী চোরঙ্গীনাথ খৃষ্টীয় সপ্তদশ
 শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্তমান ছিলেন বলিতে হইবে।

মন্দির মন্দির অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে তথায় কেবলমাত্র এক খানি সামান্য গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে ছোট ছোট কুটির ছিল, এবং তাহাদের চতুর্দিকে খানা, ভোবা, মাঠ ও আবাদী জমী ছিল (১৪৬ পৃষ্ঠা)। ঐ বিচার্যমাণ সনন্দপত্রে ডিহি-কলিকাতার ও চৌরঙ্গীর পৃথক পৃথক নির্দেশ থাকায় [স্পর্ক] প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বের চৌরঙ্গী ডিহি-কলিকাতার বহির্ভূত স্থান ছিল, পরে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে তথায় ডিহি-কলিকাতার বাজার বসিত (১৬৮ পৃষ্ঠা)।—বির্জি * অধস্তন কালে “বির্জিতলাও” নামে আখ্যাত হয়। বারি-বির্জি † অধস্তন কালে “ডিহি-বির্জি” নামে আখ্যাত হয়।

* বির্জিও গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলিকাতার বহির্ভূত স্থান। বির্জি “ব্রজ” শব্দের অপভ্রংশ। ব্রজ নামে মুকুন্দরাম শেঠের এক প্রপৌত্র ছিলেন। ঐ স্থান তাঁহার নামে আখ্যাত। তিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চৌরঙ্গীনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন (১৭২ পৃষ্ঠা)। গুরুর তিরোভাবের পর চৌরঙ্গী হইতে তাঁহার শিব আনিয়া বির্জি-তলাওএর, অর্থাৎ তদ্রূপ পুষ্করিণীর পাশ্চিম পাশে স্থাপিত করেন। ঐ শিব “জঙ্ঘলেশ্বর” নামে বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণে তাঁহার মন্দির ছিল। ঐ মন্দির ৬ ছটাক ১৮ ফুট পরিমিত ভূমির উপর বর্তমান ছিল *। ঐ শিব এখন আর তথায় নাই; প্রায় ২০।২২ বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখনও প্রাচীন লোকে পূর্ব প্রথা অনুসারে তথায় আসিয়া ভক্তিপূর্বক ঐ শিবের উদ্দেশে পূজাদি করিয়া থাকেন। পূর্বের ঐ শিবের গাজন ও চড়ক হইত। এখন কেবল বৎসর বৎসর “গোষ্ঠ-বিহারী” পূর্ব উপলক্ষে তথায় মেলা বসিয়া থাকে।

† বির্জি ব্যতীত উল্লিখিত সনন্দপত্রে “বারি-বির্জির” উল্লেখ আছে। বারি-বির্জি “বার-বির্জি” বা “বার-ব্রজ” শব্দের অপভ্রংশ। ঐ মৌজা বির্জির বার ছিল।

“কলিকাতা” শব্দের ব্যুৎপত্তি ।

“কলিকাতা” শব্দ, বোধ হয়, “কোলকোট্ট” শব্দের অপভ্রংশ । গ্রন্থ বিশেষে যতই বিকৃত করিয়া লেখা থাকুক না কেন, কলিকাতা শব্দটী “কোলকোট্ট,” “কোলকোট,” বা “কোলকুট” রূপে লিখিত বলিয়া প্রতীতি হয় । সংস্কৃত “কোট্ট,” “কোট” ও “কুট” শব্দ একার্থ-বাচক ; অর্থ দুর্গ, বা আশ্রয়-স্থান । শেষোক্ত শব্দ দুইটী বোধ হয় প্রথমটীর বিকৃতিমাত্র । সে যাহা হউক, উহাদের অর্থের সমতা থাকায় একের পরিবর্তে অপরের ব্যবহার সর্ব্বথা সম্ভবপর * । এই জন্য, বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে কলিকাতা শব্দটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত আছে । কলিকাতা শব্দ কোট্ট শব্দে সঙ্গঠিত বলা কেবল কল্পনামাত্র নহে, এখনও ভারতের অনেকানেক গ্রাম বা নগরের নামের অন্তর্ভাগে ঐ

* “KOT, or KOTA, written also COTE, H. &c. (* * * কোট, s. কোট্ট), also KOTH, Mar. (কোঠ), KOTTA, Beng. (কোট্ট), KOTTAI, Tam. (কোট্টে) A fort, a stronghold, the fortified residence of a Zamindar, the wall of a fort.”—*Wilson’s Glossary*.*

সংস্কৃত কোট্ট শব্দ মহারাষ্ট্রীয়, তামিল প্রভৃতি নানা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চারণভেদে তত্তদ্ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । উহা কোথায় “কোট,” কোথায় বা “কোত” রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । আরবী, পারসী ও উর্দু ভাষায় ‘ট’-কারের উচ্চারণ নাই । এই জন্য কোট্ট শব্দের ‘ট’-ভাগ তত্তদ্ভাষায় ‘ত’ রূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে । আইন-আকবরি গ্রন্থে কোলকোট্ট শব্দের “কোট্ট” অংশটী “কাত্তা” রূপে লিখিত আছে ।

* (আবশ্যকমতে এখানে বাঙ্গালা অক্ষর সম্মিলিত হইয়াছে ।)

শব্দের ব্যবহার আছে। অনেক স্থানও আবার কেবলমাত্র কোট্টাদি নামে আখ্যাত। ভারতের কথা দূরে থাকুক, আরবের দক্ষিণবর্তী পূর্বোক্ত সোকোট্রা বা স্কোট্রা দ্বীপের আখ্যাও ঐ শব্দের সংযোগে সঙ্গঠিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ দ্বীপের আদিম নাম “দ্বীপ-স্থখাধার,” কিন্তু উহার অধস্তন নাম “স্কোকোট্র” *। তন্মধ্যেও ঐরূপ নামের উল্লেখ আছে; যথা,—

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন সোকোট্রা শব্দ “শঙ্খদ্বার” শব্দের অপভ্রংশ। তিনি লিখিয়াছেন—

“Whether to the *Dioscorides* at the entrance of the Arabian Gulf this name” (i. e., Saneodra) “was given, evidently corrupted from *Sane-ha-dwara* to Socotra, we shall not stop to inquire. Like the isle in the entrance of the gulf of Cutch, it is the *dwara* or portal to the *Sinus Arabicus*, and the pearl-shell (*sankha*) there abounds.”—*Tod's Rajasthan, Vol. I., Chapter XXII, foot-note.*

আমরা এ বিষয়ে তাঁহার মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। সোকোট্রা শব্দের সহিত কোট্র শব্দের যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, “দ্বার” শব্দের সহিত উহার সেরূপ নাই। কিন্তু “শঙ্খোদ্র” শব্দ যে “শঙ্খদ” শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বনিকেরা কর-প্রয়াদী (৪৪ পৃষ্ঠা)। “শঙ্খদ” দ্বীপে তাঁহাদিগকে “শঙ্খ,” অর্থাৎ শুদ্ধ দিতে হইত। সেই জন্য, বোধ হয়, ঐ দ্বীপের ওরূপ আখ্যা হয়। বর্ণাঢ্য ভাষায় এখনও “শঙ্খদ” শব্দের ওরূপ অর্থের ব্যবহার আছে। উহাতে ঐ শব্দটি “স্কদ” রূপে বিকৃত হইয়াছে। ঐ শব্দে একটি প্রাচীন পদ্ধতি লক্ষিত হয়—তখন শঙ্খাদিতেও কর দেওয়া চলিত (১৩৪ পৃষ্ঠা)।

কর্ণেল্ ইউল্ সাহেব বলেন—

“*Scotra* probably represented the usual pronunciation of the name *SOCOTRA*, which is traced to a Sanskrit original, *Dvipa-Sukadara*, ‘the Island Abode of Bliss,’ from which (contracted *Diuscutra*) the Greeks made ‘the island of *Dioscorides*.’” —*Yule's Marco Polo, Vol. II., page 342, foot-note.*

“ডাউস্‌স্কোরাইড্‌স্” শব্দ যদি “ডাইয়স্কোট্রা” শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহা “দ্বীপকোট্র” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের সংশয় উপস্থিত হয়। কট্রা ও কোট্র শব্দে যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঐ মতই প্রবল হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, আমরা মূল উহার উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত মতের অন্তর্ভুক্তি হইয়াছি (৭০ পৃষ্ঠা)।

“দেবীকোটে মহাভাগাঃ উড্ডীয়ানে চ ভৈরবীম্ ।
যোগনিজাঃ কামরূপে মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥”

নীলতন্ত্র, সপ্তম পটল ।

“কোল” শব্দে “বন্দর” (Harbour) বুঝায়, এবং তাহা হইতে অনেক গ্রাম বা নগরের নাম “কোল” হইয়াছে * ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতেও কোলা নামে একটা নগরের উল্লেখ আছে ; যথা,—

“বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিক্ষঃ সিনন্তথা ।”

পূর্বের বণিকেরা বেতাকীর খাল দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন । খৃষ্টীয় ১৫৭০ অব্দে ফ্রেডারিক্ সাহেব ঐ খালে চড়া পড়িতে দেখিয়াছিলেন । ক্রমে ঐ পথে এতই চড়া পড়িয়া যায় যে, তাহাতে ওপথ দিয়া যাতায়াত একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় । চণ্ডীকাব্যরচনার সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে বণিকেরা ওপথ ছাড়িয়া কলিকাতার সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথী অবলম্বনে সপ্তগ্রামে বাহিয়া যাইতেন । বেতাকীর খাল রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, ঐ নূতন পথেই যাতায়াত হইতে থাকে (১২৩ পৃষ্ঠা) । তখন, বোধ হয়, কলিকাতা একটা কোল, অর্থাৎ বন্দর হইয়া উঠে । ঐ কোলই কোট্ট, অর্থাৎ দুর্গ ছিল । ঝড়াদি বিপত্তির আশঙ্কা হইলে বণিকেরা ঐ কোলে গিয়া আশ্রয় লইতেন । এরূপ কোলে তখন যে লোকের বাস থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নয় । চৈতন্য-দেবের তীর্থপর্যটন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের মধ্যে তথায় লোকের

* ঢাকা, যশোহর ও মেদিনীপুর জিলায় কোল নামে নগর আছে :-
'Baness' Index Geographicus Indicus.

বাস ছিল না, থাকিলে ত্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এ কথা
কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। তখন খড়দহ, পানিহাটী ও
বরাহনগরে লোকের বাস ছিল ; কলিকাতা অঞ্চলে ছিল না।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লোকের বসতি হইবার
পূর্বে পোতারোহীদিগের পক্ষে প্রাচীন কলিকাতা একটা
বন্দর ও আশ্রয়-স্থান, অর্থাৎ কোলকোট ছিল। তখন উহার
বিশেষ কোন নাম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণে
উহাকে তখন “কোলকোট” বলিত ;—ক্রমে ঐ আখ্যাটী ঐ
স্থানের নাম হইয়া পড়িয়াছে। পরে ঐ আখ্যাটী কলিকাতা-
রূপে বিকৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে যখন ভ্যান্ডেন্
ব্রেক্ সাহেব তাঁহার মানচিত্রে “কোল্লিকট্” (Collecatte)
শব্দ সন্নিবেশিত করেন (১৬১ পৃষ্ঠা), তখন অবশ্য ঐ স্থানের
কোলকোট আখ্যাটীও প্রচলিত ছিল। নচেৎ তিনি কোথা
হইতে ঐ শব্দটী পাইলেন ? কোল্লিকট্ শব্দ যে কোলকোট
শব্দের অপভ্রংশ, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। করাচি
দেশের কোলকোট নগরও বিকৃত করিয়া এখন “কলকোট”
(Kalakot) রূপে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। আইন্ অক্‌বরি-
ধৃত ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা মধ্যে মালব স্তবার অন্ত-
র্গত সরকার ছেন্দারিতে ঐরূপ “কোলকোট” (Kolakote)
নগরের উল্লেখ আছে*। মলয়বরের অন্তর্গত কলিকট্
(Calicut) বা কলিকোট (Kalikot). ও গঞ্জাম দেশের অন্তর্গত
“কল্লিকোট” (Kallikot) প্রভৃতি নগরগুলির আখ্যা, বোধ
হয়, ঐ রূপেই উৎপন্ন হইয়াছে।

* Gladwin's Ayeen Akbery, Vol. II, page 247—Tukseem
Jumma of the Soobah Malwah, Sircar Chendary.

বস্তুকদিগের গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করিবার একতম কারণ এই যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় বেতড়ার হাটের অবনতি ঘটে। তখন আবার ওপথের পরিবর্তে কলিকাতার সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথী অবলম্বনে সপ্তগ্রামে যাতায়াত আরম্ভ হয় (১২৩ পৃষ্ঠা)। তাহাতে ঐ হাটের ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ নূতন পথের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে নৌকাদি রাখিবার উত্তম স্থান ছিল। বণিকেরা সপ্তগ্রামে যাতায়াত কালে ঐ অঞ্চলে অর্ণবযানাদি রাখিয়া বিশ্রাম করিতেন। বস্তুকেরা ঐ অঞ্চলে বণিকদিগের সতত সমাগম দেখিয়া সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তথায় বাস করা সুবিধা বুঝিয়াছিলেন (১২৩ পৃষ্ঠা) *। তখন আবার সপ্তগ্রামের দৈন্যদশা আগত-প্রায়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হইতে থাকে, তাহাতে সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কার্যের ব্যাঘাত ঘটে (১২৬ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা গোবিন্দপুরে আপনাদিগের আবাসস্থান ধার্য্য করিয়া বেতড়ার হাটের অবসাদ কালে বিচার্য্যমাণ কোলকোটে একটী হাট সংস্থাপন করেন (১৪৭ পৃষ্ঠা)। বেতড়ার হাট ধ্বংস হইয়া গেলে, তাঁহাদের

* বস্তুকেরা প্রাচীন কলিকাতা অপেক্ষা গোবিন্দপুরে উচ্চ ভূমি দেখিয়া (১৪২ পৃষ্ঠা) ঐ স্থান পছন্দ করেন। কাপ্তেন্ আলেকজান্দার হামিল্টন্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে বাদার জল আসিয়া প্রাচীন কলিকাতার যেরূপ মহামারী হইতে দেখিয়াছিলেন (১৬৪ পৃষ্ঠা), গোবিন্দপুরে ওরূপ জল আসিয়া মহামারী হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। বাদা প্রাচীন কলিকাতা হইতে কেবল তিন মাইল উত্তর-পূর্বে, গোবিন্দপুর হইতে উত্তর দ্বিগুণ পথে অবস্থিত ছিল। মধ্যে আবার খাল ছিল। বস্তুকেরা পূর্বে এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিতে মনস্থ করেন।

ঐ হাট উহার স্থলাভিষিক্ত হয়। তখন বণিকেরা ঐ নূতন হাটেই যাতায়াত করিতে থাকেন। বসুকেরা আপনাদিগের হাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দপুরে থাকিয়া যান, এবং তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজী ঠাকুরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর রাখেন (১২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রভাবে আশু গোবিন্দপুরের নাম সাধারণের গোচর হয়। ক্রমে ঐ নাম পুরাণাদিতেও সন্নিবেশিত হইতে থাকে (১১৮ পৃষ্ঠা) *। যখন বসুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন, তখন কোলকোটে লোকের বসতি ছিল না †।

* আইন্-আকবরি-দ্বিতীয় ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা মধ্যে গোবিন্দপুরের উল্লেখ নাই, কলিকাতার আছে (১২১ পৃষ্ঠা)। গোবিন্দপুর দেবত্যা ভূমি, নিষ্ফর ছিল; এই জন্য উল্লিখিত তালিকায় উহার উল্লেখ নাই। সেই কারণেই আবার কালীঘাট (১৫৫ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি স্থানের নাম তাহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। কলিকাতা সেরূপ নহে।

খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে আকবর বাদশাহ বাঙ্গালা অধিকার করেন, এবং খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে তাঁহার আদেশানুসারে উল্লিখিত ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা প্রস্তুত হয় (১২১ পৃষ্ঠা)। তিনি মুসলমান-ধর্মের দীক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোন ইতর বিশেষ করিতেন না। তিনি হিন্দুদিগের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু-তীর্থযাত্রীদিগকে কোন প্রকার গুল্ক দিতে হইত না। পূর্বে পূর্বে মুসলমান রাজাদিগের অধিকারকালে হিন্দুদিগকে “জিজিয়া” নামে একপ্রকার গুল্ক দিতে হইত। আকবর তাহা উঠাইয়া দেন। তিনি দেবত্যা ভূমির উপর কর আদায় করিতেন না, এই জন্য তাঁহার প্রবর্তিত ওরূপ তালিকায় কালীঘাট ও গোবিন্দপুরাদি স্থানের উল্লেখ নাই।

+ যখন বসুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন, তখন বণিকেরা ঐ কোলকোটে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এ কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। উহার তখন কোলকোটে আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে। যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোলকোটে আখ্যা গোবিন্দপুর আখ্যা অপেক্ষা প্রাচীনতর।

খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে পাঠানেরা আসিয়া সপ্তগ্রামে লুণ্ঠপাঠ করেন *, তাহাতে উহার বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ হানি হয় †। পরে সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হইলে, খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে উহা ধ্বংস হইয়া যায় (১২৬ পৃষ্ঠা)। সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইয়া গেলে, বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়েরা তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে বসতি করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি তন্তু-বায় তখন কোলকোটে বা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন। কোলকোটে বা কলিকাতায় এই প্রথম বসতি। তন্তুবায়দিগের তথায় বসতি হইলে, তাঁহাদের ব্যবসায়ের বলে তত্রত্য হাটের উত্তরোত্তর ত্রিভুজি হইতে থাকে। কথিত আছে যে, পূর্বে ঐ হাট নিত্য নিত্যই বসিত, এবং বণিকেরা সততই তথায় বাতায়াত করিতেন।

* Stewart's History of Bengal, page 186.

† খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে চণ্ডীকাব্য রচিত হয় (১৩৯ পৃষ্ঠা)। ঐ কাব্যে সপ্তগ্রামের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তখনও সপ্তগ্রাম অতীব সমৃদ্ধিশালী এবং বাঙ্গালার একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ঐ অব্দে আবার পাঠানেরা সপ্তগ্রামে লুণ্ঠপাঠ করেন। তাঁহাদের হাঙ্গামের পর উহার পূর্বকার অবস্থা থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে উহার তাদৃশ ছরবছার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে যখন উভয় ঘটনার সংযোগ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কাব্য-রচনার পর সপ্তগ্রামে পাঠানদিগের হাঙ্গাম হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে আইনু আকবরি গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে তখন সপ্তগ্রাম ইউরোপীয়দিগের, অর্থাৎ পোর্টুগীজদিগের অধিকৃত ছিল (১৪৯ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের অধিকারকালে সপ্তগ্রামের যেরূপ ছরবছা ঘটে, ইতিহাস-পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই।—(Stewart's History of Bengal, pages 151-152.)

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বস্ত্রবয়নকারী তন্তু-
বায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। তাঁহা-
দের ব্যবসায়ের গুণে অধস্তন কালে ঐ স্থান সূতালুটী নামে
আখ্যাত হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন কলিকাতার যে অংশ
“ডিহি-কলিকাতা” নামে আখ্যাত, তথায় তাঁহাদের প্রথম
বসতি হয়। এ বিষয়ের প্রমাণ “ডিহি” শব্দ হইতেই পাওয়া
যায়। ডিহি শব্দের অর্থ যথায় প্রথম বসতি (১৬৫ পৃষ্ঠা) *।
পশ্চাৎ তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশে বিস্তা-
রিত হইয়া পড়েন †। প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে

* লোকের বসতির জন্য কলিকাতার ওরূপ আখ্যা হয় নাই বটে,
কিন্তু ডিহি-কলিকাতার হয়। যখন আইন্-আক্বরি-ধৃত ওয়াশীল তুমার
জমার তালিকা খানি প্রস্তুত হয়, তখন—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে (১২১
পৃষ্ঠা)—প্রাচীন কলিকাতায় লোকের বসতি ছিল না (১৮৬ পৃষ্ঠা), কিন্তু
তখন মেকুমা ও বাবুবাকপুরের সহিত কলিকাতার সাম্বৎসরিক সমষ্টি
জমা কিছু কম সার্ব্ব ২৩ হাজার টাকা ধার্য ছিল। কলিকাতার অংশে কত
ধার্য হইয়াছিল, উহাতে তাহার নির্দেশ নাই; না থাকিলেও কলিকাতা
হইতে তখন যে খাজনা আদায় হইত তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।
তখন প্রাচীন কলিকাতা জলপথ-বণিক্দিগের কোলকোট, অর্থাৎ বন্দর ও
আশ্রয়-স্থান ছিল। তাঁহাদিগের নিকট কর আদায় হইত। তখন আবার
বণিকেরা তত্ত্ব হাটে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করিতেন (১৪৯ পৃষ্ঠা)। তাঁহা-
দিগের নিকটও কর আদায় হইত।

এখানে নির্দেশ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দের
মধ্যে বরাহনগরের নিজ দক্ষিণে (১৬১ পৃষ্ঠা) বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়-
দিগের বসতি ছিল না; থাকিলে উল্লিখিত তালিকায় তাঁহাদের গ্রামের,
অর্থাৎ সূতালুটীর উল্লেখ থাকিত। উহার পর ন্যূনাধিক ৭৮ বৎসরের
মধ্যে তাঁহাদের ডিহি-কলিকাতায় বসতি হয়। বর্তমান সূতালুটী গ্রামে
তাঁহাদের প্রথম বসতি হইলে, উহাই ডিহি-কলিকাতা নামে আখ্যাত
হইত (১৬৫ পৃষ্ঠা)।

† সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর, ও ভানু-
ডেন্ ক্রক্ সাহেবের উল্লিখিত মানচিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে, অর্থাৎ

তাঁহাদের প্রথম বসতি হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা প্রথম বস্তুকদিগের কৰ্ম্মে জীবিকা নির্বাহ করেন, এই জন্য গোবিন্দপুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে তাঁহাদের প্রথম বাস

১৬৬০ অব্দের মধ্যে, তন্তুবারেরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, ও স্ত্রীতালুটী-প্রস্তুতাদি কৰ্ম্ম অবলম্বন করেন ; তাহাতেই উহার স্ত্রীতালুটী আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, এই ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন কলিকাতার উপর স্ত্রীতালুটী আখ্যা আরোপ হয়। চণ্ডীকাব্য খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রচিত, ও আইন্-আক্ববরি খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে সঙ্কলিত। এই দুই গ্রন্থ ঐ আখ্যার পূর্বকার। অতএব ওগুলিতে ঐ আখ্যা থাকিবার সম্ভাবনা নাই (১২১ পৃষ্ঠা)।

প্রাচীন কলিকাতা ও প্রাচীন স্ত্রীতালুটী, উভয়ে আয়তনে সমান ছিল (১৬১ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা)। বর্তমান চিৎপুর রোড প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন স্ত্রীতালুটীর পূর্ব সীমা। বর্তমান বড়বাজারের উত্তরে যে একটি খাল ছিল, তদ্বারা প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন স্ত্রীতালুটী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের নাম ডিহি-কলিকাতা, অল্প ভাগের নাম বর্তমান স্ত্রীতালুটী (১৭০ ও ১৭১ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের মধ্যে তন্তুবারদিগের প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে, অর্থাৎ ডিহি-কলিকাতায় বসতি হয়। তাহাতেই প্রথমে ঐ ভাগের নাম স্ত্রীতালুটী হয়। পরে,—যখন তন্তুবারেরা প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশে, অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীতালুটী গ্রামে বসতি করেন, বা বিস্তারিত হইয়া পড়েন, তখন—ঐ ভাগেরও নাম স্ত্রীতালুটী হয়, তাহাও আবার খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের পূর্বে বলিতে হইবে (১৬১ পৃষ্ঠা)। অতএব সমগ্র প্রাচীন কলিকাতার স্ত্রীতালুটী আখ্যা হইবার সময় খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের মধ্যে ধার্য্য করিতে হইবে। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তন্তুবারেরা ডিহি-কলিকাতা হইতে উঠিয়া যায়, তাহাতে ঐ ভাগের স্ত্রীতালুটী আখ্যাও বিলোপ হইয়া যায় (১৬৪ পৃষ্ঠা)। তখন হইতে উহার ডিহি-কলিকাতা বা কলিকাতা আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে। প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের স্ত্রীতালুটী আখ্যাও তদবধি রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এখন ঐ ভাগ বর্তমান স্ত্রীতালুটী নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বস্তুকেরা তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়িলে, উহার প্রাচীন আয়তন বাড়িয়া যায়। তখন উহার পূর্ব সীমা বর্তমান চিৎপুর রোড অতিক্রম করিয়া প্রসারিত হয়। শোভারাম বসাক (১৭৫ পৃষ্ঠা) ঐ পরিবর্তিত ভূমির উপর—প্রাচীন শোভাবাজার নামক বিভাগে—আগন

হয়। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহারা বস্তুক-
দিগের উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে
আসিয়া প্রথম বসতি করেন। পরে তথা হইতে উঠিয়া যান।

নামে একটা বাজার সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই ঐ স্থানের নাম শোভা-
বাজার হয়। হল্ডয়েল সাহেবের গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায় যে,
খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ বাজার তথায়
বর্তমান ছিল (১৬৯ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৬১ অব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ
তথায় আপন বসত বাটীর জন্ত ভূমি ক্রয় করেন (১৫৮ পৃষ্ঠা)। তথায়
তাঁহার বাটী নির্মিত হইলে, তদ্রূপ বাজার উঠিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানের
শোভাবাজার আখ্যা থাকিয়া যায়। যে বাজার এখন রাজা নবকৃষ্ণের
দ্বীটের দক্ষিণ ও চিংপুর রোডের পূর্বধারে, অর্থাৎ প্রাচীন শোভাবাজারের
বহির্ভূত স্থানে দৃষ্ট হয়, ঐ বাজার মহারাজ নবকৃষ্ণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়।
খৃষ্টীয় ১৭৮৪—৮৫ অব্দে যখন লেপ্টেনেন্ট-কর্ণেল্ মার্ক্ উড্ সাহেব
তাঁহার মানচিত্র প্রকাশ করেন*, তখন ঐ বাজার উক্ত রাজার নামে
আখ্যাত ছিল। আজ্জকাল্ আবার উহা শোভাবাজার নামে আখ্যাত
হইতেছে। বোধ হয়, প্রাচীন শোভাবাজার তথায় উঠিয়া আইলে,—একথা
লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল, তাহাতেই উহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে।
তথায় প্রাচীন শোভা-বাজার উঠিয়া আসিলে, প্রাচীন শোভাবাজার নামক
স্থানের আয়তনও পরিবর্তিত হয়।

কর্ণেল্ ইউল্ সাহেব অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ইষ্ট-
ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীন লিপি সকলের মধ্যে যব্ চার্ণকের লিখিত খৃষ্টীয়
১৬৮৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ এ তারিখের একখানি লিপি আবিষ্কার
করিয়াছেন। ঐ লিপি খানি স্তম্ভালুটী হইতে প্রেরিত বলিয়া উক্ত আছে।
খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দের অক্টোবর মাসের ২৮শে তারিখে জগল্লির বাজারে
মহা গোলযোগ হয়, উহাই মোগল বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধের
সূত্রপাত (১৫০ পৃষ্ঠা)। তখন যব্ চার্ণক্ জগল্লিতে ইংরাজদিগের শাসন-
কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তথায় থাকিতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া ২০শে ডিসেম্বরে
সসৈন্তে স্তম্ভালুটীতে আসিয়া আশ্রয় লন, ও খৃষ্টীয় ১৬৮৭ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি
পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে জাহাজ রাখিবার

* *Vide PLAN OF CALCUTTA reduced by permission of the Commissioners of Police from the original one executed for them by LIEUT. COLONEL MARK WOOD in the years 1784 and 1785. Published in October 1791 by William Baillie.*

ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল (১৫১ পৃষ্ঠা), সেই জন্য
অপরাপর স্থান অপেক্ষা তথায় বাস প্রশস্ত হইয়াছিল।

সুবিধা ছিল, অর্থাৎ উহা কোলকোট ছিল। তথায় আবার “সুতালুটী হাট-
খোলা” নামক বাজার ছিল (১৪৭ পৃষ্ঠা);—আহারীয় দ্রব্যাদিরও অভাব
ছিল না। কিন্তু যব্ চার্ণক্ তখন প্রাচীন কলিকাতার কোন্ অংশে আসিয়া
বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; কারণ তখন সমগ্র
প্রাচীন কলিকাতাই সুতালুটী নামে আখ্যাত ছিল। অধস্তন কালের
প্রমাণ লইয়া বিচার করিলে দৃঢ় রূপে বলা যায় যে, তিনি তখন ডিহি-
কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে যে বৃক্ষের
আশ্রয়ে তিনি তথায় আপন কুটী সংস্থাপন করেন (১৬৩ পৃষ্ঠা), ঐ বৃক্ষ বে
খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দেও তথায় বর্তমান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে
পারে না। তিনি তখনও ঐ বৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করিয়া থাকিবেন।

উল্লিখিত লিপির পর দুই বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দে
কাপ্তেন্ হিত্ সাহেব বাঙ্গালা দর্শন করেন (পশ্চাৎ দেখুন)। কার্ণেল্
ইউল্ সাহেব বলেন যে, তিনি আগষ্ট মাসের ১৬ই তারিখে কলিকাতার
উল্লেখ করিয়াছেন।—(Diary of William Hedges, published by the
Hakluyt Society, Vol. II, page 88.) যেরূপ ইতিপূর্বে প্রতিপন্ন
হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তখনও কলিকাতা ও সুতালুটী,
উভয়ে আয়তনে সমান ছিল (১৮৯ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর
ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে উভয়ের অধিষ্ঠান ভূমি পৃথক্ হইয়া যায়
(১৬৪ পৃষ্ঠা)। ইংরাজী ভাষায় কলিকাতা শব্দ এখন যেরূপে লিখিত হয়,
কার্ণেল্ ইউল্ সাহেব বলেন যে কাপ্তেন্ হিত্ সাহেবের গ্রন্থে উহা
সেইরূপেই লিখিত আছে। তাঁহার “Calcutta” শব্দ বে কোলকুট
(১৮১ পৃষ্ঠা) শব্দের অপভ্রংশ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তখন ঐ স্থানের
কোলকুট আখ্যাও প্রচলিত ছিল (১৮৪ পৃষ্ঠা)।

ইংরাজ-বাণিকদিগের প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী-গ্রামের অন্তর্গত ডিহি-কলিকাতায় কুটীসংস্থাপনের কারণ বিষয়ে সমালোচনা।

খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দের ২৮ শে অক্টোবর মোগলদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ বাঁধিয়া ছিল (১২০ পৃষ্ঠা), পর বৎসর ১৬ই আগষ্ট সন্ধি হইয়া তাহা থামিয়া যায়। তখন যব্ চার্লস্ উলুবেড়িয়ায় বসতি করিবার মানসে তথায় জাহাজ-মেরামতের জন্য “ডক্” ও গুদাম নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তিন মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি ঐ স্থানে থাকিতে অমত করিলেন, এবং প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে উঠিয়া আসিবার নিমিত্ত নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ও তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে তিনি তথা হইতে প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে উঠিয়া আসেন। তথায় এক বৎসর না থাকিতে থাকিতে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দের আগষ্ট মাসে কাপ্তেন্ হিট্ সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল কর্ম-চারীকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া প্রথমে চট্টগ্রামে যাত্রা করেন; পরিশেষে রণতরী ভাসাইয়া মাস্তাজে ফিল্লিয়া যান। বাঙ্গালায় তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় একে-বারেই পরিত্যক্ত হইল। খৃষ্টীয় ১৬৮৯ অব্দে ইব্রাহিম খাঁ

বাঙ্গালার শাসন-কৰ্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি আরঙ্গজীব বাদ-শাহের আদেশক্রমে ঐ বৎসর ২রা জুলাই, একখানি সনন্দ-পত্র প্রেরণ করেন, ও ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। তদনুসারে যব্ চার্লস্ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে আগষ্ট মাসের ২৪শে তারিখে দলবল লইয়া প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে প্রত্যা-গমন করেন, ও পূর্বোক্ত স্থানে একটী কুটী সংস্থাপন করেন (১২০ পৃষ্ঠা)। এই প্রকরণে ঐ কুটী সংস্থাপনের কারণ বিষয় সমালোচিত হইবে।

কাপ্তেন জোজেফ্ প্রাইস্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দে “অব্জারভেসন্” নামক এক খানি ইংরাজি গ্রন্থে ইংরাজ-বণিক্দিগের কলিকাতায় প্রথম বসতি উপলক্ষে চারিটী কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

ইংরাজেরা যখন বাঙ্গালার অন্তঃপাতী ফোর্ট্ উইলিয়ম্ বা কলিকাতায় প্রথম বসতি করেন, তখন সেই স্বল্পসংখ্যক বণিক্দিগ, পূর্ব ও পরে আগত অন্ত্যাত্ত ইউরোপীয় বণিক্দিগের ত্রায় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুটী সংস্থাপিত না করিয়া, উহার পূর্ব পারে এক সমুদ্রত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। আমার প্রকৃতই স্মরণ হইতেছে যে, তাঁহাদিগের এরূপ স্থান পছন্দ করিবার এই কারণ গুলি ছিল ; যথা,— (১ম) ঐ স্থান বস্ত্রবয়নকারীলোকাকীর্ণ কতকগুলি গ্রামের নিকটবর্তী ছিল, তাঁহাদের ঐ সকল বস্ত্রবয়নকারীকে আপন কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিবার বাসনা ছিল ; (২য়) ঐ দিকে তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের কোন আশঙ্কা করেন নাই, সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ নদীর পশ্চিমতীরবাসীদিগের পক্ষে বড় কষ্ট-দায়ক ছিল ; (৩য়) যে স্থানে তাঁহারা আপনাদের ক্ষুদ্র দুর্গটী নিৰ্ম্মাণ করিবার পরামর্শ করেন, তাহার সন্নিহিতে জাহাজ রাখিবার উত্তম কোল ছিল ; এবং (৪র্থ) ঐ জমী ক্রয় করিতে তাঁহাদিগের অধিক ব্যয় হয় নাই*।

* “When the English first settled at Fort William, in Bengal, or Calcutta, the little body of merchants, instead of fixing themselves on

প্রাইন্স সাহেবের উল্লিখিত চারিটি কারণের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ কারণ বিষয়ে আমাদিগের কোন কথা বলিবার আবশ্যিকতা নাই। তাঁহার তৃতীয় কারণ ইতিপূর্বে সবিস্তরে সমালোচিত হইয়াছে (১৮১-১৯১ পৃষ্ঠা)। তাঁহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইংরাজ-বণিকদিগের কলিকাতায় প্রথম বসতি কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে (১৯৩ পৃষ্ঠা), ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রদেশে বর্গী * বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বড়ই হাঙ্গাম হইত। কিন্তু প্রাইন্স সাহেব যত পূর্বে বলেন, তত পূর্বে বাঙ্গালাদেশে কুত্ৰাপি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হাঙ্গাম শুনা যায় নাই†। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৪০ অব্দে যখন

* ইতিহাস-বেত্তা ফেরেস্তা (A. D. 1609.) মহারাষ্ট্রীয়দিগকে “বর্গী” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে তাঁহারই গ্রন্থে প্রথম উহাদের ঐ আখ্যা দৃষ্ট হয়। “বর্গ” অর্থে একজাতীয় সমূহ, কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানে “বর্গী” শব্দ দ্রুত নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা বর্গে বর্গে, অর্থাৎ দলে দলে ভ্রমণ করিতেন, এই জন্য বোধ হয় তাঁহাদিগকে বর্গী বলিত।

† অত পূর্বে বাঙ্গালার মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোন হাঙ্গাম থাকুক আর নাই থাকুক, পাঠানদিগের ছিল। পাঠানেরা উড়িষ্যা খাকিয়া সময়ে সময়ে বাঙ্গালার আসিতেন (১০৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে তাঁহাদিগের কর্তৃক সপ্তগ্রাম বিলুপ্তি হয় (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

the West side the river, as all the other Europeans had done before and since, determined on a very small spot of rising ground on the East side. If I remember right, their reasons for this choice were, that it was situated near to several populous villages, filled with cloth manufacturers whom they wished to engage in their service; that they should be free from the incursions of the Maharattas, who, in those days, were very troublesome to those settled on the East * side of the river; that the anchorage for their ships was very good, and near the place on which they proposed to erect their little fort; and the ground itself did not cost them much money.”—*Some Observations and Remarks on a late Publication, intitled, Travels in Europe, Asia, and Africa. By Captain Joseph Price. Second Edition; London: 1782; pages 70-71.*

* Misprint for West.

তঁাহারা দিল্লীতে বাৎসরিক প্রাপ্য “চৌথ”* আদায় করিতে যান, তখন সম্রাট মহম্মদ সা তাহা দিতে অসমর্থ ছিলেন ; কারণ, নাদির সা ইতিপূর্বে ধনাগার শূন্য করিয়া লুণ্ঠিয়া লইয়া যান। এ দিকে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁ রাজবিদ্রোহী হইয়া খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দ হইতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করা একেবারেই বন্ধ করিয়াছিলেন। তঁাহাকে বশীভূত করিবার মানসে সম্রাট বাঙ্গালার উপর

ইংরাজদিগের প্রাচীন স্তালালুটীগ্রামে কুটী সংস্থাপনের পরও, বাঙ্গালায় পাঠানদিগের উপদ্রব শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৬৯৬ অব্দে যখন শোভাসিংহ রাজবিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করেন, তখন পাঠানেরা তঁাহার সহিত যোগ দিয়া বর্দ্ধমান, হুগলি প্রভৃতি স্থানে লুণ্ঠপাঠ করেন, ও প্রজা-দিগকে বৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। তঁাহারা, এমন কি, প্রাচীন স্তালালুটীগ্রামে আসিয়া তদন্তগত গ্রামগুলি দগ্ধ করিয়া দেন।—(Stewart's History of Bengal, pages 186 & 206.) প্রাইস সাহেব, বোধ হয়, ভ্রমে পতিত হইয়া পাঠানদিগের পরিবর্তে এখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ করিয়াছেন।

[শোভাসিংহের ঐ বিদ্রোহ উপলক্ষে নবাব ওলোন্ডাজদিগকে চুঁচুড়ায়, ফরাসীদিগকে চন্দননগরে ও ইংরাজদিগকে প্রাচীন স্তালালুটীগ্রামে আশ্রয় দিতে অনুমতি দেন। তঁাহারাও এই সুযোগে আপনাপন দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। যে পুরাতন দুর্গ পশ্চাৎ “ফোর্ট উইলিয়ম্” নামে অভিহিত হয় (১২০ পৃষ্ঠা), তখন হইতেই তাহার পত্তন বলিতে হইবে।]

* “চৌথ” মহারাষ্ট্রীয় শব্দ, সংস্কৃত “চতুর্থ” শব্দের অপভ্রংশ ; অর্থ রাজস্বের চতুর্থাংশ। মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথ না পাইলে, রাজ্যে আসিয়া লুণ্ঠপাঠ করিতেন। তঁাহারা প্রথমে আরঙ্গজীব বাদশাহের নিকট চৌথ দাবি করেন, তিনি তাহা দিতে অস্বীকৃত হন। খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে তঁাহার মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র বাহাদুর সা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া চৌথ দিতে স্বীকার পাইয়া তঁাহাদিগের সহিত এই নিয়মে সন্ধি করেন যে, মোগলেরা তাহা আদায় করিয়া দিবে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আদায় করিতে কৃতান্ত থাকিবে। তদবধি মহারাষ্ট্রীয়েরা বৎসর বৎসর দিল্লীতে যাইয়া তঁাহাদের প্রাপ্য চৌথ লইয়া যাইতেন।

চৌথ বরাত দিয়া বাঙ্গালা হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ আদায় করিবার অনুমতি দেন । বাঙ্গালায় তাঁহাদের চৌথ আদায়ের এই কারণ । তাঁহারাও তদনুসারে বাঙ্গালায় আসিয়া চৌথ দাবি করেন, কিন্তু নবাব দিতে অস্বীকার পান । কাজে কাজেই যুদ্ধ উপস্থিত হয় । তত্পলক্ষে ভাস্করপণ্ডিত আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন । বাঙ্গালায় তাঁহাদের এই প্রথম প্রবেশ ও হাঙ্গাম । খৃষ্টীয় ১৭৪০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সর্বত্রই লুণ্ঠপাঠ ও চৌথ আদায় করিয়াছিলেন ।

খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ । তাঁহারা ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরবর্তী প্রদেশে লুণ্ঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন । খৃষ্টীয় ১৭৫১ অব্দে নবাব তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া ও বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার পাইয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করেন * ।

ঐ দশ বৎসর মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালায় যে ঘোরতর অত্যাচার ও অনিষ্ট করে, তাহা বর্ণনাতিত । প্রজারা প্রাণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেন । অনেকে কলিকাতায়

* Bolt's Considerations on India Affairs, Part. 1, Vol. 1, pages 7-9.—The History of Hindostan; translated from the Persian. By Alexander Dow, Esq.; New Edition; London: 1812; Vol. II, pages 307-308.—Memoir of the War in India. By Major William Thorn; London: 1818; pages 47-48.

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত “রাজাবলি,” খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে প্রথম মুদ্রিত; শ্রীরামপুরের চতুর্থবার ছাপা, খৃষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দ, ১০৭-১০৯ পৃষ্ঠা ।

আসিয়া রক্ষা পান। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধের মানসে খৃষ্টীয় ১৭৪২ অব্দে কলিকাতায় “মহারাষ্ট্রীয়” নামক খাল খনন হয়*। ইতিহাস-বেত্তা অশ্বিনী সাহেব, যিনি ঐ গোলযোগের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৪২ অব্দে কলিকাতায় আগমন করেন, তিনি বলেন যে, ঐ অব্দে তথাকার দেশীয় লোকেরা আপন ব্যয়ে সুতালুটীর উত্তরাংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণাংশ

* মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথীর পূর্ব পারেও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া ভয় হইয়াছিল। রায়-গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র, যিনি খৃষ্টীয় ১৭১২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭৬০ অব্দে ইহ লোক পরিত্যাগ করেন, তিনি ১৬৭৪ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে* লিখিয়াছেন—

* * * *

“ পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥
বর্গী মহারাষ্ট্র আর সোরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত আকৃতি ॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঞ্চাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নোকার জাঞ্চাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥”

অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থচর্চনা।

মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব পারে আসিয়া হাঙ্গাম আরম্ভ করিলেন দেখিয়া পাছে ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া হাঙ্গাম করেন, এই ভয়ে মহারাষ্ট্রীয় নামক খাল খনন হয়।

* “বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।

সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥”

অন্নদাপূজা

পর্যন্ত কোম্পানীর সীমায় একটী খাল খনন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, ও তাহা প্রাপ্ত হন * । ছয় মাস ধরিয়া ঐ খাল খনন করেন, পরে মহারাজ্ঞীরে চালাইয়া গেলে †, নিরস্ত হন ‡ । ইহার অতিরিক্ত বাঙ্গালা দেশে বর্গাদিগের উপদ্রব বিষয়ে সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে ।

* “In the year 1742 the Indian inhabitants of the Colony requested and obtained permission to dig a ditch at their own expense, round the Company’s bounds, from the northern parts of Sootanatty to the southern part of Govindpore.”—*Orme’s History of Indostan, Vol. II., page 45.*

† আলিবর্দি খাঁ কলকৌশলে তাঁহাদের সেনাপতিদিগকে নিহত করেন, তাহাতে তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন ।—“রাজাবলি”, ১০৮ পৃষ্ঠা দেখুন ।

‡ খাল কাটা কার্য্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বহুকাল মহারাজ্ঞীদিগের ভয়ে পশ্চিম দিকে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল । মহারাজ্ঞীরে পশ্চিম হইতে আসিতেন, এই জন্ত ওপথে বিপদ আশঙ্কা করিয়া বাণিকেরা ওপথ ছাড়িয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পথে বিচরণ করিতেন । তাঁহারা প্রথমে বৈঠকখানা নামক স্থানে আসিয়া বৈঠক, অর্থাৎ সভা ও বিশ্রাম করিতেন । পরে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে উত্তরপূর্ব দিকের পথ দিয়া চলিয়া বাইতেন । বৈঠকখানায় তখন ঐক্লপ সভা হইত বলিয়াই অধস্তন কালে উহার ওক্লপ আখ্যা হইয়াছে ; তাহাও আবার বঙ্গদিগের তদ্রূপ বৈঠকখানার আদর্শে বলিতে হইবে । খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বঙ্গকেরা তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন । তখন চৈতন্য বসাক তথায় একখানি বাগান প্রস্তুত করেন (১৭৪ পৃষ্ঠা) । ঐ বাগানে তাঁহার বৈঠকখানা ছিল । বাণিকেরা তথায় আসিয়া সমবেত হইয়া বাণিজ্য-বিষয়ক পরামর্শ করিতেন ।

বৈঠকখানা মহারাজ্ঞীয় খালের পূর্ব ধারে অবস্থিত ছিল । উড্ সাহেবের খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দের অঙ্কিত মানচিত্রে (১৯০ পৃষ্ঠা), তথায় উহার অধিষ্ঠান ভূমি চিহ্নিত আছে । ঐ অব্দের যে বিজ্ঞাপন খানি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (১৭৪ পৃষ্ঠা) তাহাতেও বৈঠকখানা মহারাজ্ঞীয় খালের পূর্ব বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । ঐ স্থানের এখন আর ও নাম নাই । ঐ নাম এখন কেবল তথায় বাইবার রাস্তার সহিত, অর্থাৎ বৈঠকখানা-ষ্ট্রীটের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে ; তাহাও আবার ক্রমে লোপ পাইতেছে । ঐ ষ্ট্রীটের বর্তমান নাম বোঁ-বাঁ-বউ, অর্থাৎ বহুবাজার-ষ্ট্রীট ।

খৃস্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতেই বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাত * । তাঁহারা ভাগীরথী পার হইয়া কলিকাতা নগরে আইসেন নাই ;—এরূপ অবস্থায় সহজেই ভ্রম হইতে পারে যে, তাঁহারা ঐ নদী পার হইয়া উহার পূর্ব পারে আসিতে পারিতেন না । কলিকাতা-নিবাসীদিগকে তাঁহাদের কোন উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই ;—এরূপ অবস্থায় সহজেই ভ্রম হইতে পারে যে, যে পারে ঐ নগর স্থাপিত হয়, তাহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অগম্য ছিল ;—তাঁহারা পশ্চিম হইতে আসিতেন, মধ্য ভাগীরথী ; ভাগীরথী তাঁহাদের অনতিক্রমণীয় ছিল, অতএব উহার ব্যবধানে বাস করিলে কোন আশঙ্কা থাকিত না । ফল কথা এই যে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, উহার পূর্বপারে তখন সেরূপ ছিল না । ঐ দিকে তখন বাঙ্গালার রাজধানী ছিল । খৃস্টীয় ১৭০৪ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত মুর্সিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এবং তথায় সমস্ত রাজস্ব সংগৃহীত

যে খাল পূর্বের চাঁদপাল ঘাট হইতে বৈঠকখানা-ষ্ট্রিটের দক্ষিণ দিয়া ও ওয়েলিংটন ইন্স্টোরার ও ডিক্কাভান্ডার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল (১২০ পৃষ্ঠা), ঐ খাল উল্লিখিত বৈঠকখানার পশ্চিম দিয়া বেলেঘাটায় পতিত হইত (১৭০ পৃষ্ঠা) । মহারাষ্ট্রীয় খালের যে অংশ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, তাহা ঐ প্রাচীন খালের অংশমাত্র ।

খৃষ্টীয় ১৭৯৪ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর যে ঘোষণা-পত্র দ্বারা বর্তমান কলিকাতার পূর্ব সীমা নিরূপিত হয় (১৬৭ পৃষ্ঠা), সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে বৈঠকখানা উহার বহির্ভূত স্থান হইয়া পড়ে ।

* মাত্রা শিশুসন্তানকে ইতিহাস-গর্ভ এই খেদ-পূর্ণ গীতটী শিখাইয়া থাকেন—

“ছেলে ঘুলো পাড়া জুড়ুলো, বগী এলো দেশে ।

বুলবুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দিবো কিসে ॥”

—উহা খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দের পূর্বকাল নহে ।

থাকিত। তথায় জগৎ শেঠের বাড়ী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে তাঁহার কুটী হইতে দুই কোটি টাকা লুণ্ঠিয়া লইয়া যান, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় নাই*।

* “Murshidabad is memorable as the residence of the SEATS, the bankers of the Bengal Government, respecting whom Burke remarked in the House of Commons ‘that their transactions were as extensive as those of the Bank of England.’ The Emperor of Delhi conferred on one of them the title of Jagat Seat, i. e., the banker of the world; Jagat Seat kept all the revenue of Bengal in his treasury at Murshidabad; he was the Rothschild of India, and though plundered of two millions of money by the Mahrattas, when they *looted* Murshidabad, the loss seemed scarcely to be felt by him.”—*The Banks of the Bhagirathi*.

এখানে বলা আবশ্যক যে, মহাত্মা জগৎ শেঠ বস্তুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠী ছিলেন না (১০১ পৃষ্ঠা)। এতদ্বিষয়ে ডাক্তার হণ্টর সাহেব বহুতর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক লিখিয়াছেন—

“Mr. Long, in his essay on ‘The Banks of the Bhagirathi,’ states that ‘we find that in 1680 the Seths were a great family, and employed in supplying piece goods to the English merchants.’ On this it may be remarked that the title of Seth was first conferred on Manik Chand by imperial grant in 1715. The same authority affirms that ‘there was a family of Seths in Calcutta in 1717, who were very instrumental in bringing it into the form of a town.’ In the *Selections from Unpublished Records of Government*, edited by Mr. Long, there is another allusion to the Seths, as native merchants at Calcutta. The record bears date 1748, and describes the Seths as coming before the Board, and objecting to the employment of certain other merchants, as being of a different caste to themselves.* Ultimately the usual advance was made to the Seths, on the

* উপরি নির্দিষ্ট লিপিকথানি এখানে উদ্ধৃত হইল—

“The merchants were now called in and asked what sums they would have affixed to their several names and sets which they now settled at the Board.

The Seths being all present at the Board inform us that last year they dissented to the employing of Fillick Chund, Gosserain, Occore, and Otteram, they being of a different caste and consequently they could not do business with them, upon which account they refused Dadney, and having the same objection to make this year, they propose taking their shares of the Dadney if we should think proper to consent thereto.”—*Consultations, May 23rd, 1748.*

প্রাইন্স সাহেবের দ্বিতীয় কারণটী সমালোচিত হইল। তাঁহার প্রথম কারণ এই যে, খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে, অর্থাৎ ইংরাজেরা যখন প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, তখন বস্ত্র-বয়নকারীদিগকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতে তাঁহাদের বাসনা ছিল। প্রাচীন কলিকাতার

ground 'that they are people who have lived long in this place and are entirely under the protection of the English.' The editor unhesitatingly identifies these Seths with Jagat Seth of Murshidabad; but in the face of the difficulties presented by the above quotation, it is hardly necessary to point out that this identification is very improbable. This question may be settled by reference to another record, dated May 30, 1751, containing the following letter, which merits quotation in full, as illustrating the relations at that time between the English and the Nawab. The letter is addressed to the President of Council, and signed by Ali Vardi Khan:— 'I have heard that Ram Krishna Seth, who lives in Calcutta, has carried goods to that place, without paying the Murshidabad *sayer chouki* duties. I am greatly surprised, and imagine he stands in no fear of any body; for which reason I write you, and send a *chobdar* to bring him, and desire you will be speedy in delivering him over, as he may be soon here. Be expeditious, and act exactly as I have wrote.' To this peremptory demand, the President replied that Seth's father and grandfather were all *dadani* merchants to the Company (i. e., contractors under advance to deliver goods), and that, as he was a great debtor to the Company, he could not surrender him. It is evident that this family of Seths is identical with that so often referred to by Mr. Long, and no less evident that they had nothing to do with Jagat Seth."—*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. IX, pages 257-258.*

বস্তুক ও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ষ্ঠোত্তরীয় জৈন উভয়ের মধ্যে একই উপাধি থাকায় যে ওরূপ ভ্রম হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীপন্ন হইতেছে।

প্রশস্ত শব্দের উত্তর ইষ্টন্ প্রত্যয় করিলে প্রাদেশ হইয়া শ্রেষ্ঠ শব্দ নিস্পন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ ধনাধিপতি কুবের, এবং তাহা হইতে উহার ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে ইন্-প্রত্যয় করিয়া শ্রেষ্ঠিন্ শব্দ নিস্পন্ন হয়। শ্রেষ্ঠিন্ শব্দ হইতে শ্রেষ্ঠী, অর্থ ধনী।

সন্নিবটে কতকগুলি গ্রাম ছিল, তাহাতে বস্তুবয়নকারীদিগের বাস ছিল। প্রাচীন কলিকাতায় বাস করিলে তাঁহাদের ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা তথায় কুটা সংস্থাপন করিতে মনস্থ করেন।

মহারাষ্ট্র, তামিল, তেলিঙ্গনা, কর্ণাট প্রভৃতি দেশেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। তত্বেদে উচ্চারণভেদে উহার আকারগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। উহা তথায় সেঠ, শেট, শেটী, শেঠ, শেঠী, সেট্টি, সট্টি, শেট্টি, ইত্যাদি আকারে বিকৃত হইয়াছে।—(Wilson's Glossary.)

যে সকল গ্রন্থে ঐ উপাধির ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ নাটক কবিবর শূদ্রক রাজার প্রণীত। স্বল্পপুরাণের মতে কলির ৩২৯০ বৎসর গতে শূদ্রক রাজা হন*। এক্ষণে কলির গতাব্দ ৪৯৯৪। অতএব বর্তমান সময়ের ১৭০৪ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৮৯ অর্থাৎ ঐ রাজ্যের আরম্ভ কাল ধরিতে হইবে। তিনি ঐ নাটক খানি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তে বা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। ঐ নাটকে লিখিত আছে; যথা,—

“স থলু সার্থবাহবিনয়দত্তশ্রু নপ্তা সাগরদত্তশ্রু তনয়ঃ স্নগ্ধীতনাম-
ধেয় আর্ঘ্যচাক্রদত্তো নাম শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি।”

মৃচ্ছকটিক টীকা, নবম অঙ্ক।

সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় লেখক প্লিনি, যিনি খ্রীষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন (৬২ পৃষ্ঠা), তিনি শ্রেষ্ঠীদিগের রোমীয় বাণিজ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন†। তিনি যে “শ্রেষ্ঠী” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যে শ্রেষ্ঠা (১০১ পৃষ্ঠা), অর্থাৎ শ্রেষ্ঠী শব্দের বহুবচন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

* “ত্রিষু বর্ষসহস্রেণ কলে গতেষু পার্শ্বিণ।

ত্রিশতে চ দশন্যুনে হস্যামৃ ভূবি ভবিষ্যতি ॥

শূদ্রকো নাম বীরগামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।

মূপান্ সর্কান্ পাপরূপান্ বর্জিতান্ যো হনিষ্যতি ॥

চর্কিতভায়াং সমারাদ্য লপ্যতে ভূভরাপহঃ ॥”

স্বল্পপুরাণোক্ত কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থা।

† “Gold is very abundant among the DARDÆ, and silver among the SETÆ.”—Mc Crindle's “Megasthenes and Arrian,” page 138.

প্রাচীন কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণে গোবিন্দ-
পুর। যখন যব্ চার্ণক্ প্রাচীন কলিকাতায় কুটী নির্মাণ
করেন, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে—বরাহনগরে

প্রাচীন গ্রন্থে শ্রেষ্ঠী উপাধি কেবল বৈশ্ব-বণিকদিগেরই প্রতি প্রয়োগ
আছে। কিন্তু উহা তাঁহাদের বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহাতে কেবল
ধনাধিক্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অধুনা কালে ঐ উপাধি আবার
অগ্রাগ্র শ্রেণীর মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বসুক উপাধির দ্বারা উহা
বৈশ্বের বর্ণ-গত উপাধি হইলে জাতান্তরে উহার ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা
থাকিত না। বৈশ্য অর্থাৎ বসুকেরা পতিত (২৭ পৃষ্ঠা),—এ কথা
লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল, তাহাতেই বসুক উপাধি এতাবৎকাল জাতান্তরে
পল্লিগৃহীত হয় নাই (১৩২ পৃষ্ঠা)।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্বের ধন-বাচক শব্দে উপাধি (৬০ পৃষ্ঠা)।
যত কাল মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, বৈশ্বেরাই একমাত্র ধনী ছিলেন।
তখন তাঁহাদেরই কেবল ধনসঞ্চয়ে অধিকার ও ধনাধিক্য-প্রসূক্ত শ্রেষ্ঠত্ব
ছিল। তখন শূদ্রের পক্ষে ধন-সঞ্চয় নিষেধ ছিল (৩২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয়
চতুর্থ শতাব্দী হইতে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া
আইসে। তখন হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাজবল্লভ-সংহিতার
প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ সংহিতার বিধানানুসারে শূদ্রেরা বৈশ্বদিগের সহিত
সমকক্ষে বাণিজ্যরত্তি অবলম্বন করেন (১৯ পৃষ্ঠা)। তাহাতেই শূদ্র-
দিগের ধনসঞ্চয়ে অধিকার বর্ডিয়াছিল। ধনাধিক্য-প্রসূক্তই আবার তাঁহাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয়। তবে কোন্ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐ বিচার্য্য-
মাণ উপাধির ব্যবহার হয়, তাহা স্থির করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা
নিশ্চয় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির
ব্যবহার ছিল না।

পঞ্চতন্ত্রে বৈশ্ব-বণিক্ অর্থেই শ্রেষ্ঠী উপাধির ব্যবহার আছে ; যথা,—

“দাক্ষিণাত্যে জনপদে পাটলিপুত্রং নাম নগরম্। তত্র মণিভদ্রো নাম
শ্রেষ্ঠী প্রতিবসতি স্ম। তস্ত চ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকর্মাণি কুর্ব্বতো বিধিবশাদ্
ধনক্ষয়ঃ সঞ্জাতঃ। ততো বিভবক্ষয়াদপমানপরম্পরয়া পরং বিষাদং গতঃ।”

তন্ত্রম্ ৫, কথা ১।

পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত (১৮ পৃষ্ঠা)। অতএব ঐ
শতাব্দীতে শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার না থাকাই সম্ভব হইতেছে।

ওলোন্দাজদিগের কুটী ছিল। কাপ্তেন্ আলেক্জান্দার্ হামিল্টন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে বৎসরাবধি প্রাচীন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন (১৬৪ পৃষ্ঠা), তিনি

এক সময়ে শ্রেষ্ঠীদিগের এরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল যে, শ্রেষ্ঠী, এই উল্লেখ মাত্রই তাঁহাদিগের অপর কোন পরিচয়ের আবশ্যক হইত না; উহাতেই তাঁহাদিগের জাতি-বিষয়ক সম্যক্ উপলব্ধি হইত। অধস্তন কালে ঐ উপাধি জাতিনির্কিংশেষে ব্যবহৃত হওয়ার, তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়।

জটাধর আচার্য্যের মতে শ্রেষ্ঠী শব্দে শিল্পী ও বণিক্ উভয়ই হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

“শিল্পিবণিজ্যং শ্রেষ্ঠে ॥”

বাচস্পত্যধৃত জটাধরের বচন,

“শ্রেষ্ঠিন্” শব্দে।

কোন সময়ে জটাধর বর্তমান ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহার কোন নির্দেশ নাই। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন*। অতএব বলিতে হইবে যে তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠী উপাধি শিল্পীদিগের মধ্যেও ব্যবহৃত ছিল।

এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, বস্তুকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠী উপাধি অতি প্রাচীন (২০২ পৃষ্ঠা)। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহারা ই প্রথমে ধনী ছিলেন (৩৩ পৃষ্ঠা)। অতএব তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির প্রথম ব্যবহার থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের যে যে শ্রেণীর মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার হয়, সেই সেই শ্রেণীগত ব্যক্তির নামের অন্তে বর্ণবাচক বস্তুক উপাধির ব্যবহার লোপ হইয়া যায়, এবং উহা স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অধস্তন কালে উহা জাতি-নির্কিংশেষে ব্যবহৃত হওয়ার যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পুরাকালে উহা কেবল বৈশ্বদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকার সেরূপ গোলযোগের কোন আশঙ্কা ছিল না। এখন শ্রেষ্ঠী-উপাধি-বিশিষ্ট জাতি বণিক্ কি শিল্পী ইত্যাদিরূপ বিভক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্বে তাহা ছিল না। গোবিন্দপুরের স্থাপন-কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ-উপাধি-বিশিষ্ট বস্তুক-বংশীরেরা যে বণিক্, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসাদি সমালোচনায় তাহা সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহারা

* H. H. Wilson's Sanskrit Dictionary, First Edition, Calcutta: 1819: Preface.

তাঁহাদের তত্ত্ব্য কুটী বা ছুর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন * ।

শিল্পী নহেন। গোবিন্দপুর হইতে তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইংরাজদিগের “দাদনি-বণিক্” ছিলেন * । গোবিন্দপুরে আসিবার পূর্বে সপ্তগ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল (১১৮ পৃষ্ঠা) । তথায় তাঁহাদের এখনও জমী আছে † ।

আজকাল গুজ্জররাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, তামল, তেলিঙ্গনা, কর্ণাট ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৈশ্যেরা বসুক উপাধির পরিবর্তে শ্রেষ্ঠী উপাধিকে বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যে বসুক উপাধির ব্যবহার ছিল, তাহা ইতিপূর্বে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে (১১৩-১১৭ পৃষ্ঠা) । শ্রেষ্ঠী উপাধি বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি হইলে, বসুক শব্দের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠী শব্দেই বৈশ্য-বণিক-প্রদত্ত কর অর্থ প্রতিপাদন করিত, তাহাও আবার খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে বলিতে হইবে। যে হেতু ঐ শতাব্দীর মধ্যে বৈশ্যেরাই একমাত্র বণিক ছিলেন, এবং তাঁহাদেরই কর-দায়িত্ব ছিল (১১৫ পৃষ্ঠা) । যখন বসুক বা বসক শব্দে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর বুঝাইয়া থাকে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মহারাষ্ট্র দেশে বসুকেরাই বণিক ছিলেন, ও রাজা তাঁহাদিগের নিকট যে কর আদায় করিতেন, তাহাই তাঁহাদের নামানুসারে বসুক বা বসক আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, অত্যন্ত স্থানীয় বৈশ্যদিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার ছিল। যে কারণে আবার মহারাষ্ট্র দেশে বসুক উপাধির পরিবর্তে শ্রেষ্ঠী উপাধির ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয় সেই কারণেই অপরাপর স্থানেও ঐ উপাধির ব্যবহার হইয়া থাকিবে।

জৈন ও বসুক ভিন্ন বাঙ্গালা দেশে স্তবর্ণ-বণিক্ ও তৈলকারদিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে।

* “Barnagul is the next Village on the River's Side, above Calcutta, where the Dutch have an House and Garden.

* * * The Dutch Shipping anchors there sometimes, to take in their Cargoes for Balavia. And those are all that are remarkable at Barnagul or Barnagur.”—*Hamilton's East Indies, Vol. II, pages 18-19.*

* “The Seats (a Gontoo Cast, so called) and the other Company's Dadney merchants * * provided their investments until the year 1753.”—*Holwell's India Tracts, page 283.*

† “The ancient family of the Seths, the great native bankers of the last century, who settled in Calcutta on its first establishment, still own lands in this locality” (i. e. in Saptagram).—*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. III., page 307.*

তাঁহার গ্রন্থে বরাহনগর কলিকাতার নিজ উত্তরে বলিয়া লিখিত আছে * । খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দেও ওলোন্দাজদিগের তথায় বাস ছিল, তখন তাঁহাদের সহিত ইংরাজদিগের বিরোধ ছিল † । খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে আবার দেখা যায় যে, তথায় ইংরাজদিগের আরঙ্গ ছিল, এবং ঐ বৎসর ঐ আরঙ্গে বস্তাদি-বয়নকার্য্যে ৭৩০১৫ টাকা খাটান হয় ‡ । অতএব তখন হইতে, বা উহার দুই এক বৎসর পূর্বে বরাহনগর ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়া থাকিবে । খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে টায়েফেন্-টালার (Tiefentaller) বাঙ্গালা দর্শন করেন । তিনি বলেন

* পূর্বে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের, অর্থাৎ বরাহনগরের নিজ দক্ষিণবর্তী স্থানের স্তম্ভালুটী আখ্যা রুঢ় ভাব অবলম্বন করে (১৬৪ পৃষ্ঠা) । কিন্তু যখন কাপ্তেন্ আলেকজান্দার হামিল্টন্ সাহেব কলিকাতায় বাস করেন, তখন—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে—উহা প্রাচীন আখ্যায় অর্থাৎ কলিকাতা নামেও বিখ্যাত ছিল । এই জন্ত উপরি উদ্ধৃত তাঁহার বচনে উহার কলিকাতা আখ্যাই দৃষ্ট হয় । তাঁহার সময়েও বর্তমান কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ; এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর (১১৯ পৃষ্ঠা), অন্য ভাগের নাম কলিকাতা বা প্রাচীন কলিকাতা (২০০ পৃষ্ঠা) । কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে বর্তমান কলিকাতার যেরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় (১২১ পৃষ্ঠা), তাঁহার গ্রন্থেও তদ্রূপ রহিয়াছে ।

ভ্যান্ডেন্ ব্রেক্ সাহেবের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে বরাহনগরের অবাবহিত পরে স্তম্ভালুটী নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রাম ধরিলে খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে উহার এক নূতন আখ্যা, অর্থাৎ কলিকাতা আখ্যা হইবার বিষয়ে কোন যুক্তি দেখা যায় না । পক্ষান্তরে যখন খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশেরও স্তম্ভালুটী আখ্যা পাওয়া যায় তেছে, তখন তাঁহার সময়ে স্তম্ভালুটী প্রাচীন কলিকাতার একটি সাধারণ নাম বলিয়াই ধাৰ্য্য করা কর্তব্য (১৮৮ পৃষ্ঠা) ।

† Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., page 31.

‡ Ibid, pages 63-64.

যে, বরাহনগর বাফ্ত (১০২ পৃষ্ঠা) নামক বস্ত্র-বিশেষের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল *। এখনও ওবিষয়ে বরাহনগরের কতকটা খ্যাতি আছে। খৃস্টীয় ১৬২৫ অব্দে ওলোন্দাজেরা বাঙ্গালায় আগমন করেন (১৪৯ পৃষ্ঠা)। বরাহনগরে বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়দিগের কার্য্যালয় দেখিয়া, তাঁহারা বোধ হয়, তদবধি তথায় বসতি করিয়া থাকিবেন। খৃস্টীয় ১৭৫৩ বা ৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় তাঁহাদের কুটী ছিল। বরাহনগরে থাকিতে থাকিতেই, অর্থাৎ খৃস্টীয় ১৬৩২ অব্দে হুগলি রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে, তদবধি চুঁচুড়াতেও তাঁহাদের কুটী নির্মিত হয় (১৫০ পৃষ্ঠা)।

প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর। যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় আসিয়া কুটী সংস্থাপিত করেন, তখন গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠাদি-উপাধি-বিশিষ্ট বস্তুকদিগের বাস ছিল †। ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ে ইতিপূর্বে সমালোচনা হইয়াছে (১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠা)। বস্তুকদিগের তখনও বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল। যদবধি বস্ত্রবয়ন-কারী তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি না করিয়াছিলেন, তদবধি,

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, pages 379 foot-note.

† বস্তুকদিগের মধ্যে বসাক উপাধি বাদে এখন চারিটী উপাধি আছে, তখন তিনটী ছিল। সেই তিনটির নাম; যথা দত্ত, শ্রেষ্ঠী ও মল্লিক। হাওয়ালাদার উপাধি অত পূর্বকাল নহে। ওগুলি তাঁহাদের বর্ণগত উপাধি নহে। ওগুলি নানা কারণে অধস্তন কালে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দত্ত উপাধি—দত্ত ‘দা’ ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ বোধ হয়, ধন-দত্ত, অর্থাৎ কোথাও না কোথা হইতে ধন-প্রাপ্ত। তাহাতে ধনী অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু উহা ধন-বাচক শব্দ নহে।

অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দ পর্য্যন্ত (১৮৭ পৃষ্ঠা), বহুলকেরা বরাহনগরস্থ বস্ত্র-বয়নকারীদের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইয়া তাঁহাদের পূর্বোক্ত হাটে (১৪৭ পৃষ্ঠা) বিক্রয় করিতেন। অপরাপর স্থান অপেক্ষা বরাহনগরের সন্নিহিতে ঐ হাট স্থাপিত করা বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছিল। প্রাচীন কলিকাতা ও বরাহনগর উভয়ের মধ্যে নদনদী বা যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না, সহজেই পণ্যদ্রব্য আসিত; এবং ঐ হাট একটা প্রাচীন গ্রামের নিকটবর্তী থাকায় তথায় বহুলোকের

দস্ত যে পূর্বে কেবল বৈশ্যের প্রতি প্রয়োগ ছিল, তাহা আগরা ইতিপূর্বে যমসংহিতায় পাঠ করিয়াছি (৩১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি নহে। সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় “দস্ত-ব্রাহ্মণ” নামে পরিচিত আছেন*। মুচ্ছকটিক নাটকোল্লিখিত চারুদত্ত (২০২ পৃষ্ঠা) বৈশ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ নহে। তাঁহার শূলাধিরোহণে প্রাণদণ্ড হইবে—শাস্তি হইল—গুনিয়া যখন তাঁহার জ্ঞী চিতায় আরোহণ করিতে যান, তখন বিদূষক বলেন যে,—

“ভোদীএ দাব বন্ধনীএ ভিন্নভণেণ চিদাধিরোহণং পাবমুদাহরতি রিসীও।”

মুচ্ছকটিক নাটক, ১০ম অঙ্ক।

ব্রাহ্মণী ভিন্ন যদি কেহ চিতাধিরোহণ করেন, তাঁহার পাপ হয়,—
ঋষিরা এই প্রমাণ দেন।

ব্রাহ্মণ ও বহুলক ভিন্ন, বৈদ্য, কায়স্থ, স্তবর্ণ-বণিক, কাংশ-বণিক, গন্ধ-বণিক, শঙ্খ-বণিক, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, তামিল, কুড়ি ও বাকুইদিগের মধ্যেও এই উপাধি লক্ষিত হয়।

হাওয়ালাদার ও শ্রেষ্ঠী উপাধির বিষয় ইতিপূর্বে সমালোচিত হইয়াছে (১৭১-১৭৩ ও ২০১-২০৫ পৃষ্ঠা)।

মল্লিক উপাধি—জনপ্রবাদানুসারে মল্লিক বা মল্লীক উপাধি নবাব ও বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। উহা বোধ হয় “মল্লক” শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ রাজা।

* Indian Caste. By the late John Wilson, D. D. F. R. S.; Bombay; 1877; Vol. II, page 130.

সমাগম হইত। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন (১৯১ পৃষ্ঠা)। তদবধি বহুকদিগেরও তথায় কার্যালয় স্থাপিত হয় (১৪৭ পৃষ্ঠা)। তন্তুবায়েরা ঐ কার্যালয়ে থাকিয়া বস্ত্রবয়নাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, ঐ হাটেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ “মল্লক” উপাধি লক্ষিত হয়। তিনি মুচ্ছকটিক নাটকের অষ্টম ও নবম অঙ্কের স্থানবিশেষে “মল্লকপ্রমাণম্” এই পাঠ অনুমান করেন। সেরূপ পাঠে তিনি এই অর্থ করেন যে, তন্তু প্রদেশে গ্রন্থভর্তা আরবী “মেলেক্” অর্থাৎ রাজা অর্থ প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কি প্রকারে বা কোন্ সময়ে ঐ শব্দটা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন*। যদি আরবী হইতে ঐ শব্দটির সংস্কৃত ভাষায় আসা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহার আসিবার অনেক উপায় ছিল।

মুচ্ছকটিক নাটক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তকালে বা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয় (২০২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরবীয়দিগের ভারতে যাতায়াত হয় (৫৭ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা ভারতে আসিয়া যথায় বসতি করেন, তথায় তাঁহাদের ভাষাও প্রচলিত হয়। ভারতীয় লোকের সহিত তাঁহাদের কথোপকথন চলিলে, অনেকে তাঁহাদের

* “The term used to designate his” (i. e., Sakara’s) “family importance in this place” (i. e., in the eight act), “and again in the ninth act, is *Mallaka-pramanam*. *Mallaka* is said by the Commentator to mean a leaf used to wrap up anything, and that the Sakara intends to say *samudra*, the ocean; but this seems very gratuitous. *Mallaka*, as synonymous with *malla*, is a very common name amongst the princes of the Dekhin, and perhaps the Sakara may intend to compare his family to theirs. It might be thought not impossible that the author intended to express the Arabic term *Melek*, a king; but how or when did this word find its way to India?”—*Select Specimens of the Theatre of the Hindus translated from the Original Sanskrit*. By H. H. Wilson, Esq., M. A., F. R. S.; 3rd Edition: London; 1871; Vol. I, page 134, foot-note.

প্রাইন্স সাহেবের প্রথম কারণটীও দ্বিতীয় কারণের ন্যায় তত প্রাচীন কালে প্রবর্তিত ছিল না। ইংরাজদিগের প্রথম বসতি কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে তথায় যে বস্ত্রবয়ন-কারীদিগের বাস ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে;

ধর্ম্মও অবলম্বন করেন। এরূপ অবস্থায় আরবী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় শব্দের অনু প্রবেশ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

কিন্তু মল্লক সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয়। মহুসংহিতায় “মল্ল” শব্দের ব্যবহার আছে (মহু ১০।২২, ৬ পৃষ্ঠা)। মল্ল নামে এক শ্রেণীর (ব্রাত্য) ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম প্রজ্ঞাপালন (৩ পৃষ্ঠা), তাহাতে মল্ল * শব্দে রাজা অর্থ আসিতে পারে। তৎপরে স্বার্থে ‘ক’-প্রত্যয় হইয়া মল্লক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রস্তর লিপি ও তান্ত্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গোয়ালিয়ারের কোন কোন রাজার মল্ল উপাধি ছিল (“সেন রাজগণ”, ৩৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরবীয়দিগের ভারতে যাতায়াত হয়। তাহাতেই ঐ শব্দটী আরবীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। আরবীয় মেলেক্ শব্দ উহার বিকৃতিমাত্র।

মুসলমান রাজাদিগের অধিকার-কালে মল্লিক উপাধির অতিশয় গৌরব ছিল। রূপ ও সনাতন, দুই ভ্রাতা গোড়াধিপতি হোসেন্ সার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মর্যাদা বর্দ্ধন করিয়া রাজা তাঁহাদিগকে “মল্লিক” উপাধি অর্পণ করেন (“গোড়ে ব্রাহ্মণ,” ২২৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৫২০ অব্দ পর্য্যন্ত হোসেন্ সা বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। অতএব ঐ উপাধি চারিশত বৎসরের প্রাচীন। কিন্তু উহা তদপেক্ষা পূর্ব্বকার কি না, বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যে যে শ্রেণীর মধ্যে ঐ উপাধি দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মুসলমান রাজাদিগের শাসনতন্ত্রে সম্মুখত মহতী পদবী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলা পুনরুক্তিমাত্র।

বসুক ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সূবর্ণ-বর্ণিকদিগের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। মুসলমানদিগেরতো কথাই নাই।

* মালদ্বাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কর্ণাল জিলার অন্তঃপাতী “রাম-মল্ল-কোট” নগর এখন বিহৃত করিয়া “রামালকোট” (Ramallakot) রূপে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। এখানে মল্ল শব্দে রাজা বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেও মল্ল শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহৃত ছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীকাব্যে উহা ঐ অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, যথা “মেদিনীমল্ল” (১৪৮ পৃষ্ঠা)।

তঁাহাদিগেরই বাসের কারণ কলিকাতার সূতালুটী আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তথায় বস্ত্রবয়নকারীদিগের বসতি থাকিলেও, ইংরাজ-বণিকেরা যে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তঁাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করেন নাই, তা অনারেবল্ ইফ্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের প্রাচীন লিপি দ্বারা সপ্রমাণ হয়। নিম্নে তদ্বিষয়ক একখানি লিপি উদ্ধৃত হইল। তাহাতে লিখিত আছে—

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে কলিকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোকের বাস, এবং যেখানে নিশ্চয়ই অনেক তত্ত্ববায় আছে, এমন স্থান আমাদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকারেই আসিতেছে না। বণিকেরা ঐ সকল উপকারী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া এতাবৎ কাল যে সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা সমভাবেই ইতিপূর্বে সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু ঐ সকল বণিকদিগের ব্যবহারে এই এক উপকার হইয়াছে যে, এক্ষণে আপনাদিগকে উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে; অন্যথা আপনারা কখনই ওরূপ উপায় চিন্তা করিতেন না। আপনারা এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে, আমাদিগের সীমার মধ্যে অনেক প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হয়, এবং উহা কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির দ্বারা না লইয়া, স্বয়ং নিৰ্ম্মাতাদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল যে আমাদিগের সীমান্ত তত্ত্ববায়দিগকে উৎসাহ প্রদান করা আমাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক, এমন নহে, সর্বত্র চেষ্টা করিয়া যতই তত্ত্ববায় আনাইয়া আমাদিগের আশ্রয়ে বাস করান যাইতে পারে, ততই আমাদিগের সুবিধা। অতএব আশা করি যে, আপনারা সাধ্য মতে চেষ্টা করিবেন বাহাতে উহা সম্পন্ন হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, সে দিন আগতপ্রায়, যে দিন অধিকাংশ সূত্রাই আপনারা আপন সমক্ষে খাটাইতে পারিবেন *।

* "It has appeared to us as very extraordinary that so exceeding populous a place as Calcutta is, and no doubt inhabited by great numbers of weavers, should be of so little immediate benefit to us; the merchants have employed those useful people, and have hitherto run away with the advantage which we might with equal ease have obtained. But thanks to the conduct of those merchants which have drove you to expedients which might not otherways have been thought of; you now find many sorts of goods are fabricated within our bounds, cheap and

এই লিপি খানি খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে লিখিত। ইহা প্রাইন্স সাহেবের বিচার্যমাণ গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। পূর্বোদ্ধৃত প্রমাণের সহিত (২০৫ পৃষ্ঠা) এই লিপির অর্থসম্বন্ধ করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদিগের প্রাচীন কলিকাতায় কুটীসংস্থাপনের কাল হইতে, এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত, তদ্রূপ বস্ত্রবয়নকারীদিগের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্যই ছিল না। ষাঁহাদিগের সহিত ইংরাজ-বণিক্দিগের এতাবৎকাল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য চলিয়াছিল, তাঁহারা বস্ত্র-বণিক্। বস্ত্রবণিক্দিগের মধ্যস্থেই ইংরাজেরা এতাবৎকাল বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ সকল বস্ত্র-বণিক্ বস্ত্রবয়নকারীদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতেন; সে গুলি প্রস্তুত হইলে ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিতেন। যে প্রণালীতে বস্ত্র-বণিক্দিগের সহিত ইংরাজদিগের কার্য চলিয়া ছিল, বোল্ট সাহেব অতি বিশদরূপে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

যখন সেই সুলতান মোগল-সম্রাট ফরকসিয়ার ইংরাজদিগকে ব্যবসায়ী রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহার সেই সনন্দপত্র খানি প্রদান করেন (১৬৩ পৃষ্ঠা,) তখন তাঁহাদিগের ব্যবসায় ও আইন-আমুসারে অধিকৃত জমী, উভয়ই অতি সামান্য ছিল। ইতিপূর্বে প্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ সনন্দপত্রের মৰ্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের প্রত্যেক কুটীর জমী চল্লিশ বিঘার মধ্যেই নিরূপিত থাকিত (১৬৪ পৃষ্ঠা)। সেই সময়ে, এবং তাহার

of good qualities, and may be had at the first hand. As it is evidently for our interest therefore to encourage not only all the weavers now in our bounds, but likewise to draw as many others as possible from all countries to reside under our protection, we shall depend on your utmost efforts to accomplish the same; and shall hope the time is not far off wherein we shall find a great share of your investment made under your own eyes."—*Letter from the Court of Directors, January 31st, 1755, para. 64. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. 1., pages 64-65.*

পরও অনেক বৎসর ধরিয়া, এমন কি খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত, কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার সামান্যতঃ এই দেশীয় বণিকদিগের সহিত চুক্তি অল্পসারে পণ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিতেন ;—উহাই তাঁহাদের তখনকার প্রথা ছিল। ঐ সকল বণিক কিয়দংশ মূল্য অগ্রে লইতেন। সেই অগ্রিম মূল্যকে “দাদনি-বারনা” বলিত। বণিকেরা “দাদনি-বণিক” নামে অভিহিত হইতেন। ঐ সকল দাদনি-বণিক রাজস্বভের ভয়ে নিরুপিত সময়ে ও নিরুপিত মূল্যে পণ্য-দ্রব্য সকল চুক্তি অল্পসারে কোম্পানীর প্রধান কুটীতে আদায় দিতেন, এবং যখন তাঁহারা, বা তাঁহাদিগের কর্মচারী কেহ নিয়মভঙ্গদোষে দোষী হইতেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই আইনমতে দায়িক হইতেন *।

ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, প্রাচীন কলিকাতায় কুটী সংস্থাপনাবধি খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা তত্রত্য বস্ত্র-বণিক ব্যতিরেকে তত্রত্য বস্ত্রবয়নকারীদিগের কোন সন্ধান রাখিতেন না†। তাঁহাদের মধ্যে দাদনি প্রথা

† ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের বসতি হয়, ও সেই জন্য উহার অধস্তন আখ্যা স্থতালুটি (১২২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দের পূর্বে তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজ-বণিকদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্যই হইত না (২১১ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা তাবৎকাল পর্য্যন্ত বস্ত্রকদিগের কর্ম্মে জীবিকা নির্বাহ করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্ত্রকদিগের উৎসাহে ও উদ্যমেই তাঁহাদের কলিকাতায় আসিয়া বসতি (১২০ পৃষ্ঠা)।

* “When the Grand Mogul, Furrukhseer, granted his firmaun for exempting the English from the payment of all duties, their trade was very insignificant, as well as their legal possessions of lands, which, as we have seen, were by the firmaun circumscribed within *forty begas*, or about *fifteen acres* round every factory. At that time, and also for many years afterwards, even down to the year 1753, it was the custom for the Company in Bengal generally to provide their goods upon contracts with the merchants of the country, who received a part of the money in advance, which were called *dadney-advances*. These merchants, who were known by the appellation of *dadney-merchants*, contracted, under penalties, to deliver the goods, at stated times and prices, at the Company's principal settlement, and were of course amenable to the laws of the country when they or their agents were guilty of any irregular practices.”—*Bolt's Considerations on India Affairs, Part 1, Vol. 1., pages 190-191.*

প্রচলিত থাকায় (১০০ পৃষ্ঠা),—তাহারা অপরাপর স্থানের
ন্যায়, কলিকাতাতেও বস্ত্রবণিকদিগকে দাদনি দিতেন * ।
সেই জন্য তত্রত্য বস্ত্র-বণিকেরাও “দাদনি-বণিক” বলিয়া
পরিচিত ছিলেন । উল্লিখিত দাদনি-বণিকেরা দাদনি পাইয়া
তত্রত্য বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন
করাইয়া লইয়া ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিতেন । ইতিপূর্বে
ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দের পূর্বে
ইংরাজেরা বস্ত্রক ভিন্ন অপর কোন জাতিকে দাদনি দিয়া
কলিকাতায় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেন না ;—ঐ অব্দে ওরূপ
করায় বস্ত্রকেরা আপত্তি করেন (২০০ পৃষ্ঠা) † ।

* নিম্নে উদ্ধৃত লিপি খানি পাঠ করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, বণিকেরাও দাদনি না পাইলে ইংরাজদিগকে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন না—

“Your Honors, in the nineteenth paragraph of your orders of the 27th January, complain that there are several sortments of goods ordered in the lists of investments for some years past which have not been sent you. The reasons for not complying with your orders therein, were, that the merchants refused to contract for them without a large advance therein.”—*Despatches to the Court of Directors, January 13th, 1749, para. 54. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 20.*

† বলা বাহুল্য যে অপরাপর স্থানে তন্তুবায়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চলিয়াছিল । সম্রাট ফরক্সিয়াবের প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের সনন্দ-পত্রে (১০০ পৃষ্ঠা), তৎপূর্বে নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৬৭২ অব্দের সনন্দ-পত্রে, ও তদপেক্ষা বহু পূর্বতন সুলতানু স্জার প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৬৫৬ অব্দের সনন্দ-পত্রে তন্তুবায়দিগের সহিত ইংরাজদিগের কার্য্যটিত সম্বন্ধের উল্লেখ আছে * । ঐ সকল তন্তুবায়েরাও বস্ত্র-বণিক ছিলেন,—বস্ত্র-বয়নকারী ছিলেন না, যেহেতু খৃষ্টীয় ১৭৫৩

ইংরাজদিগের কলিকাতায় আগমনকাল হইতে তদ্রত্য বঙ্গকদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ প্রকার বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রাইস্ সাহেব বঙ্গ-বণিক্ বঙ্গক ও বঙ্গবয়নকারী তন্তুবায়দিগের বৃত্তিগত পরস্পর ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বঙ্গ-বণিক্দিগের পরিবর্তে বঙ্গবয়ন-কারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার মানসে ইংরাজদিগের কলিকাতায় বাস বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। দাদনি-বণিক্দিগের দ্বারা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা ইংরাজদিগের যে প্রাচীন প্রথা ছিল, খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ হইতে তাহা উঠিয়া যায়। তদবধি বঙ্গ-বয়নকারীদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যারম্ভ হয়*। প্রাইস্ সাহেব ইংরাজদিগের এই অধস্তন কালীন প্রথাটী দেখিয়া বোধ হয় ওরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। এইরূপ ভ্রম মূলে বঙ্গকদিগের তন্তুবায়

অব্দ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বঙ্গ-বণিক্দিগের সহিত ইংরাজদিগের কাৰ্য্য চলিয়া ছিল (২১৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা—কলিকাতায়—বঙ্গক ভিন্ন অন্য কোন জাতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করেন নাই। তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা-নিবাসী তন্তুবায়েরা বঙ্গবয়নকারী ছিলেন, বঙ্গ-বণিক্ ছিলেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের সহিত ইংরাজদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চলে নাই।

* পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন পাড়াবিলাই হয়, তখন বঙ্গবয়নকারী তন্তুবায়দিগেরও পাড়া নির্দিষ্ট হয়। তাঁহারা যখন বাঁহাকে চৌধুরী মানিতেন, তিনি তখন তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সরকারি কার্য্যে হাজির হইতেন। মণ্ডলেরা তাঁহাদের কার্য্যাদির হিসাব রাখিতেন (১৭৬ পৃষ্ঠা)। ইংরাজ-বণিকেরা যে সকল বঙ্গবয়নকারীকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা, বোধ হয় পাড়াবিলাই হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ নামক প্রাচীন দুর্গের (১২০ পৃষ্ঠা) চতুঃপাশ্বে আসিয়া বসতি করেন। নিম্নে এক খানি লিপি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে তথায় তাঁহাদের বাসের বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐ লিপি খানি এই—

আখ্যা আসিয়া পড়িয়াছে * । বস্তুকদিগের সহিত ইংরাজ-দিগের চিরাগত কার্য্যঘটিত সম্বন্ধ থাকায় অধস্তন-কালীন লেখকেরা প্রাইস্ সাহেবের এই ভ্রমাত্মক যুক্তিটিকে সত্য মনে করিয়া তাঁহাদের তত্ত্ববায় জাতিত্ব সাব্যস্ত করিয়া

“The provision of the investment in and about Calcutta by Gomastahs, on the plan which subsisted before the troubles, was so beneficial to the Company that we cannot think of a better. You are, therefore, to pursue that method, with every addition that can be suggested and shall be found reasonable for its improvement. In particular we earnestly recommend your giving every possible encouragement to bring the weavers to settle in and about the neighbourhood of Fort William on both sides the river; particularly into the thirty-eight villages lately acceded to us by the treaty with the Nabob, that as many articles as possible of your investment may be provided in and near the principal Settlement, particularly with respect to some of the Dacca, Cassajara, and Santipore sortments, which we are satisfied may be attempted with good success, as well as the coloured sortments of the Calcutta investments.”—*Letter from the Court of Directors, March 3rd, 1758, para. 25. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 121.*

খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে ইংরাজদিগের কলিকাতার আড়ঙ্গ উঠিয়া যায় । তখন মান্‌চেণ্ডার হইতে স্থলভ মূল্যে বস্ত্রাদি সরবরাহ হইতে লাগিল । তদবধি ফোর্ট উইলিয়ম্ নামক প্রাচীন দুর্গের চতুঃপাশ্বে হইতে তত্ত্ববায়-দিগের বাসও উঠিয়া যায় ।

* প্রাইস্ সাহেব যেরূপ বলেন, যদি তাহাই ধরা যায়,—অর্থাৎ ইংরাজ-দিগের কলিকাতায় কুটীসংস্থাপন কালে বস্ত্রবয়নকারীদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতে তাঁহাদের বাসনা ছিল বলিয়াই ধরা যায়,—তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৭৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঐ বাসনা পূর্ণ হয় নাই । তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বস্ত্রবণিকদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চালাইতে হইয়াছিল । যদি এই তথ্যটি প্রচারিত হইত, তাহা হইলে কখনই বস্তুকদিগের তত্ত্ববায় আখ্যা হইয়া আসিত না । ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদের কার্য্যঘটিত সম্বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন, বস্ত্র-বয়নকারী ছিলেন না,—এ বিষয়ের প্রমাণ তাঁহাদের প্রাচীন লিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে ।

থাকেন। বস্তুকদিগের তত্ত্ববায় আখ্যা কোন ক্রমে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ অপেক্ষা, এমন কি, প্রাইস সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যবসায়ের কথা দূরে থাকুক, অধস্তন কালের উপাধি লইয়া বিচার করিলেও বস্তুকদিগের তত্ত্ববায়-জাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না। তাঁহাদের মধ্যে দত্ত, শ্রেষ্ঠী, মল্লিক ও হাওয়ালদার (হালদার) উপাধি আছে। ইতিপূর্বে ঐ সকল উপাধির বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। সেরূপ সমালোচনায় তত্ত্ব উপাধি-প্রাপ্তির সময়ে তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কোন একটি উপাধি তত্ত্ববয়ন কর্ষে প্রাপ্ত বলিয়া উপলব্ধ হয় না, ও উহাতে তত্ত্ববায় জাতিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কোন একটি উপাধি দ্বারা পূর্বে তাঁহাদিগের তত্ত্ববয়ন-বৃত্তি ছিল বলিয়াও সপ্রমাণ হয় না। তাঁহারা জাতিতে তত্ত্ববায় নন। তাঁহাদের মধ্যে আবার শূদ্র পদ-বাচ্য “দাস” উপাধি নাই। তাঁহারা কদাচ শূদ্র নন, প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য। অপরূপ স্থানীয় বস্তুকদিগের মধ্যে “সাঁ” বা “সাধু”, “প্রামাণিক”, “রায়”, “খাঁ”, “চৌধুরী”, “মণ্ডল” “বিশ্বাস” ইত্যাদি উপাধিও আছে। বস্তুকদিগের নাম ওগুলি আবার অতীত জেগীতেও ব্যবহৃত আছে। ওগুলির মধ্যে কোন একটিতে তত্ত্ববায়-জাতিত্ব বা তত্ত্ববয়ন-বৃত্তি সপ্রমাণ হয় না। তত্ত্ব উপাধি-বিশিষ্ট বস্তুকেরা কখন তত্ত্ববায় নহেন। বস্তুকেরা জাতিতে বৈশ্য। তাঁহারা ই ভারতের প্রাচীন বর্ণিক। আর তত্ত্ববায়েরা শূদ্র (২০-২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাধি গুলির ব্যবহার আছে; যথা,—আকুলি, আশুরি, আশ, কর, করেল, কারুফর্মী, কুণ্ড, গুই, চন্দ্র, তোষ, দত্ত, দাস, দে, নন্দী, নান, পাল, পালিত, ভড়, ভদ্র, মাল্লা, রক্ষিত, রুদ্র, বিশ্বাস, লাহা, শীল, সেন ও হংসী ইত্যাদি। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কেবল দত্ত ও বিশ্বাস উপাধিতে তত্ত্ববায় ও বস্তুকদিগের মিল দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ দুইটি উপাধি জাতি-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। তত্ত্ববায় ও বস্তুকদিগের উপাধি-গত এত বৈসাদৃশ্য দৃষ্টে কাহার মনে না এক্রূপ প্রতীতি জন্মে যে উভয়ে কখন সমজাতি বা সমব্যবসায়ী নয়? এক্রূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিতেও আজকাল বস্তুকেরা জাতিতে তত্ত্ববায় বলিয়া ঘোষণা হইয়া থাকে। বস্তুক ও তত্ত্ববায়দিগের বৃত্তিগত পরস্পর ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সমাজে বস্তুকদিগের জাতিত্ব বিষয়ে এক্রূপ ভ্রম ঘটিয়াছে।

টিপ্পনী

(৪৭ পৃষ্ঠা, ১৩ পঙ্ক্তি—আদিতে মানব-ধর্মের সহিত
বৌদ্ধ-ধর্মের মৌসাদৃশ্য বিষয়ে—)

“It is, indeed, a remarkable circumstance that the religion of Buddha should never have been expressly noticed by those” (i. e., Megasthenes and other early Greek) “authors, though it had existed for two centuries before Alexander, and was destined in a century more to be the dominant religion of India. The only explanation is, that the appearance and manners of its followers were not so peculiar as to enable a foreigner to distinguish them from the mass of the people.”—*Elphinstone's History of India*, page 261.

(৬০ পৃষ্ঠা, ১৭ পঙ্ক্তি—“কোলাণ্ডীওফোন্ত” [Kolandiophonta]
শব্দের অর্থ বিষয়ে—)

গ্রীক-গ্রন্থকার এরিয়ান “কোলাণ্ডীওফোন্ত” (Kolandiophonta) নামে একপ্রকার ভারতীয় জাহাজের উল্লেখ করিয়াছেন। কোলাণ্ডীওফোন্ত শব্দ সংস্কৃত “কোলাণ্ডীয়পোত” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। “কোল” শব্দে বন্দর বুঝায় (১৮৩ পৃষ্ঠা)। “অণ্ড” শব্দের যোগে ব্রহ্মাণ্ডাদি শব্দের হয় “কোলাণ্ড” শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাতে প্রতীপন্ন হইতেছে যে, করমণ্ডল উপকূলে কোলাণ্ড নামে কোন বন্দর ছিল। এখন তাহার অধিষ্ঠানভূমি নির্ণয় করা সহজ নহে। ঐ নগরের সমীপে ঐ সকল জাহাজ চলিত, এবং উহার আখ্যা অনুসারে উহাদের নাম “কোলাণ্ডীয়পোত” হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল জাহাজ বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া অহুগঙ্গ প্রদেশে বাণিজ্য করিতে আসিত।

(১৬০ পৃষ্ঠা, ২০ পঙ্ক্তি—শিমুলিয়ার প্রথম বসতির বিষয়ে—)

শিমুলিয়ার পূর্বতন আখ্যা “শিমুল-সা”। “সা” সংস্কৃত “সাধু” শব্দের অপভ্রংশ, * অর্থ বণিক। মেদিনীকোষে সাধু শব্দের অর্থ; যথা,—

* “SHA, SAH, S. A merchant or banker; often now attached as a surname. It is Hind. *sah* and *sahu* from Skt. *sadhu*, ‘perfect, virtuous, respectable,’ (‘prudhomme’).”—*Yule and Burnell's Anglo-Indian Glossary*.

“সাধু বার্দ্ধ্বিকাশ্চারঃ সজ্জনে চাভিধেয়বত্ ॥”

খ্রিঃ, ২৩ শ্লোক ।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে সাধু শব্দ বণিক্ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে (১২১ পৃষ্ঠা) । সা ও সাধু উভয় শব্দেরই আবার উপাধিক্রমে ব্যবহার আছে (২১৭ পৃষ্ঠা) । মুসলমানদিগের অধিকারকালে যে যে স্থানে বণিক্দিগের বাস ছিল, তত্তৎ স্থানও সা নামে আখ্যাত ছিল । শিমুলিয়ায় শিমুল-বণিক্-দিগের বাস ছিল । এই জন্য উহার ওরূপ আখ্যা হয় । ঢাকা সহর আবার “সা-বন্দর” নামে আখ্যাত ছিল ।—(Wilson's Glossary.)

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে শিমুল-বণিক্ বহুকেরা শিমুলিয়ায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন (১৪৬ পৃষ্ঠা) । খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে হরিনারায়ণ নামে তাঁহাদের একটি নবম বর্ষীয় বালক তথায় হত হয় । তদ্বিবয়ক লিপিব্যাপ্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“Thursday, October 28th, 1784.—Whereas a horrid murder has been committed in Simmoolsal, on the body of Harreenarayan Seet, a boy of nine years of age, and Dottaram Napit, one of the villains, having made his escape, the Hon'ble the Governor and Council have been pleased to offer a reward of 200 Sicca Rupees, to be paid at the Police Office, to any person who shall deliver him either there or at any one of the Mofussul Adawlets.

Dottaram is thirty years of age, a shaving barber by caste and trade; five feet eight inches high; of a dark olive, not black complexion; has a scar on the inside of his right knee, and the little finger of his left hand is very crooked.”—*Seton-Karr's Selections from Calcutta Gazettes, page 7.*

(১৬৪ পৃষ্ঠা, ৪ পঙ্ক্তি—কলিকাতায় ইংরাজ-বণিক্দিগের
কুটীর অধিকৃত ভূমির প্রাপ্তি বিষয়ে—)

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে সম্রাট ফরকসিয়ার ইংরাজ-বণিক্দিগকে যে সনন্দ-পত্রখানি দেন, তাহাতে লিখিত আছে—ইংরাজ-বণিক্দিগের প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যে যে স্থানে তাঁহারা কুটী সংস্থাপন করিবেন, সরকার হইতে তাঁহাদিগকে তত্তৎ স্থানে চল্লিশ বিঘা ভূমি দিবার অনুমতি হয় (১৬৪ পৃষ্ঠা) । তখন কলিকাতায় তাঁহাদের একটি কুটী ছিল (১৬২ পৃষ্ঠা) । খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে ঐ কুটী সংস্থাপিত হয় (১২০ পৃষ্ঠা) । ঐ কুটীর অধিকৃত ভূমি তাঁহাদের ধরিয়া, কি সরকার হইতে প্রাপ্ত, ঐ সনন্দ-পত্রে তাহার কোন

নির্দেশ নাই। যে যে সনন্দ-পত্র এখনও বর্তমান আছে, সেগুলির মধ্যে কোন এক খানিতেও ও বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাইটস্ সাহেব বলেন তাঁহাদিগকে ঐ ভূমি ক্রয় করিতে হইয়াছিল (১৯৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মশায় বলেন যে, তাঁহার আরঙ্গজীব বাদশাহের নিকট পুরস্কারস্বরূপ ঐ ভূমি পাইয়াছিলেন। সে বিষয়ক লিখনাংশটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“পরে দক্ষিণ দেশে মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল ইহাতে বাদশাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিওরা নদীর তীরে ছাউনি করিলেন ও আগরজাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিলেন বাদশাহ প্রায় তথাতেই থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল যে তাহাতে বাদশাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল, তাহাতে তোপধানার ইঞ্জরাজেরা বৃহন্নী করিয়া বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান ইঞ্জরাজেরদিগকে উত্তম পদ দিতে চাহিলেন তাঁহার। সে সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে কিছু ভূমি লইলেন এই ইঞ্জরাজ বাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমিসম্বন্ধে প্রথমাক্ষর হইল।”—
“রাজাবলি,” ৯১-৯২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে, প্রাইটস্ সাহেবের চতুর্থ কারণ বিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই (১৯৪ পৃষ্ঠা)।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

